পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 266 Wednesday, 27 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৬৬ সংখ্যা ❋ ১০ ভাদ্র ১৪৩২, বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘প্লিজ বিজেপির ললিপপ হবেন না’

বর্ধমানের সরকারি সভা থেকে কমিশনকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ আগস্টঃ বাংলায় এসআইআর আবহের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানের সভা থেকে খোঁচা দিয়ে বললেন, প্লিজ বিজেপির ললিপপ হবেন না। সম্প্রতি ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে চার অফিসারের সাসপেনশন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের লড়াই রীতিমতো তুঙ্গে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, কারোর গায়ে আঁচ লাগতে দেবেন না তিনি। কিন্তু শেষমেশ বারুইপুর ও ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের দুই ইআরও এবং দুই সহকারী ইআরও-কে সাসপেন্ড করতেই হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এরও নির্দেশ দেওয়া হয়। সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার কমিশনের কাছে সময় চেয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতো, এরই মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এসআইআর! বিহারে ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। সার্ভেতে দেখা গিয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই মৃত কিংবা বাসস্থান বদল করেছেন। বাংলাতেও যে কোনও দিন এসআইআর শুরু হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে খবর। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বাংলা থেকে এক জন ভোটারেরও নাম বাদ গেলে বড় আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে সংসদে ঝড় তুলেছে তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। ‘ভোট চুরি’ বিতর্কে নাম না করে কমিশনের তোপের মুখে পড়েছেন রাহুল। নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁকে হলফনামা জমা দেওয়ার কথা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনের জ্ঞানেশ কুমার। আবার সেই রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েই কলকাতা থেতে ঝড়ো ব্যাটিং চালাতে দেখা গিয়েছে অভিষেককে। আবার তার সঙ্গে বাংলাদেশি সং দহে ভারতীয় বাঙালিদের পুশব্যাকেরও অভিযোগ উঠছে। গোটাটাই একটা সামগ্রিক প্রেক্ষাপট। এককথায় এখন কমিশন বনাম বিরোধী পরিস্থিতি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে। সেখানে দাঁড়িয়ে আবারও কমিশনকে তোপ মমতার। মমতার তোপ, ‘‘আপনাকে অনেক প্রণাম। কিন্তু আপনারা যদি বিজেপির ললিপপ হন, তাহলে দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না। বাংলাকে ওরা দোষ দিচ্ছে।’’ শুক্রবার কলকাতায় মেট্রো উদ্বোধনে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর ভাষণে বাংলার দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে মঙ্গলবার বর্ধমানের সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরও নম্বর কাটা হচ্ছে। বাংলাকে চোর বলা হচ্ছে। অথচ চোরদের, গদ্দারদের সঙ্গেই মিটিং চলছে। লজ্জা করে না!’’ এরপর নিজের চেনা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতা বলেন, ‘‘লজ্জা, ঘৃণা, ভয়-এই তিন থাকতে নেই। একটা কান কাটা থাকলে আর একটা কান কাটার ভয় থাকে। ওদের দু’টো কানই কাটা! তাই আর ভয় কীসের?’’ মমতা এও বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি একথা আশা করিনি। আমি যেমন ওনার চেয়ারকে সম্মান করি, তারও উচিত আমাদের চেয়ারগুলোকে সম্মান করা। তা না করে কেন বলবেন, বাংলার সবাই চোর! সবচেয়ে বড় চোর তো উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, যেখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে!’’ এরপরই নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ভোট এলেই এনআরসি করতে হবে? নতুন করে নাম কাটতে হবে? ইলেকশন কমিশনকে প্রণাম জানাই, সালাম জানাই-কিন্তু প্লিজ বিজেপির ললিপপ হবেন না। তা হলে কিন্তু মানুষ ক্ষমা করবে না।’’ প্রধানমন্ত্রীর ক্রমাগত সফর নিয়েও কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, ‘‘ইলেকশন এলেই আপনি রোজ পরিযায়ী শ্রমিকের মতো আসছেন। আমি চাই আপনি রোজ আসুন। বিমান ফ্রি, হেলিকপ্টার ফ্রি, রাস্তাও ফ্রি-সবই তো পাচ্ছেন ফ্রিতে! আমি তো সরকার থেকে এক পয়সাও নিই না।’’ দমদমের সভা থেকে মোদি অভিযোগ করেছিলেন, তৃণমূল মানেই দুর্নীতি। এদিন বর্ধমানের সভা থেকে যার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি সাতবারের এমপি। মাসে কিছু না হলেও আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা পেনশন পেতাম, এক পয়সা নিই না, সেগুলো কেউ মনে রাখে না। চিফ সেক্রেটারি বসে আছে, তার সামনেই বলছি। সার্কিট হাউসে থাকলেও নিজের বিল মেটায়। সরকার থেকে নিই না। আমি গান লিখি, বই লিখি, তার থেকে আমার চলে যায়। আমি একা মানুষ, খাই তো একবেলা, আমার আর কীসের দরকার।’’ বাংলায় কথা বলার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে এরপরই সরাসরি কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলা মায়ের সম্মানে আঘাত করলে আমার গায়ে লাগে। বাংলার অপমান আমি বরদাস্ত করব না। আমাকে যা খুশি গালি দিন, কুৎসা করুন, আমি লড়ে নেব। বুকের পাটা আছে। এটা আমার মাটি, মায়ের শক্তি। আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না।’’

চিনে একমঞ্চে দেখা যাবে মোদি-পুতিন-জিনপিংকে

ট্রাম্পকে ‘দাদাগিরি’র জবাব দেবেন?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘দাদাগিরি’। কখনও বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। কখনও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল না কেনার জন্য বিভিন্ন দেশকে বার্তা দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে একজোট হচ্ছেন ২০টির বেশি দেশের রাষ্ট্রনেতারা। আগামী সপ্তাহে চিনে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলন রয়েছে। সেই সম্মেলনে অংশ নিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিনে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিয়ানজিনে ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর এসসিও সম্মেলন রয়েছে। মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সম্মেলনে যোগ দিতেই সাত বছর পর চিনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গত বছরের অক্টোবরে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনে একসঙ্গে মোদি, পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে দেখা গিয়েছিল। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে রাশিয়ার দূতাবাসের আধিকারিকরা বলেছিলেন, তাঁরা আশা করছেন, খুব শীঘ্রই ভারত ও চিনের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। ২০০১ সালে এসসিও প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এবারের সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি দেশ অংশগ্রহণ করবে। ২০০১ সালে এসসিও-র ছয়টি সদস্য দেশ ছিল। এখন তার স্থায়ী সদস্য দেশের সংখ্যা ১০। এবং ১৬টি দেশ পর্যবেক্ষক হিসেবে এসসিও-তে রয়েছেন। গত সপ্তাহে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরা বলেছিলেন, ‘‘নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এই এসসিও ব্লক।’’ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যেভাবে ‘দাদাগিরি’ দেখানোর চেষ্টা করছেন, তাঁকে জবাব দিতেই এসসিও সম্মেলনে রাষ্ট্রনেতারা একজোট হয়ে শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এসসিও সম্মেলনেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে মোদি-পুতিন-জিনপিংয়ের।

নভেম্বরে হবে ওবিসি মামলার চূড়ান্ত শুনানি, জানাল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ ওবিসি মামলার চূড়ান্ত শুনানি কলকাতা হাইকোর্ট করবে আগামী নভেম্বরে। তার আগে মামলার সব পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজশেখর মান্থর ডিভিশন বেঞ্চের। মঙ্গলবার এই মামলা উঠলে রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, ২০২৪ সালে এই কোর্টের দেওয়া ওবিসি মামলার রায় আগামী ১ সেপ্টেম্বর শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। আর বিচারপতি কৌশিক চন্দের দেওয়া জয়েন্ট এন্ট্রান্স রেজাল্ট প্রকাশ স্থগিত সহ এই ডিভিশন বেঞ্চের এই বছর নতুন ওবিসি তালিকা স্থগিত করার রায় শীর্ষ আদালত শুনানি

করবে ৯ সেপ্টেম্বর। এরপরই অবস্থান কলকাতা হাইকোর্টের অবস্থান, যতদিন না ওই দুই শুনানি শীর্ষ আদালতে হচ্ছে ততদিন এখানে শুনানির কোনও সুযোগ নেই। তাই সব মামলা নভেম্বরে শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে। ২০২৪ সালের ২২ মে ওবিসি নিয়ে প্রথম রায় দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত বলেছিল, ২০১০ সালের পর থেকে জারি করা সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করা হয়। রাজ্যকে কোর্ট নির্দেশ দেয় নতুন করে ওবিসি তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই অনুযায়ী ফের রাজ্য সমীক্ষা করে। তারপর ওবিসি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তবে সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে ফের মামলা হয় কোর্টে। আবার নতুন বিজ্ঞপ্তির উপর স্থগিতাদেশ দেয় কোর্ট। এরপর রাজ্য যায় সুপ্রিম কোর্টে। সর্বোচ্চ আদালত অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ দেয় হাইকোর্টের নির্দেশে।

‘সুকান্ত-গড়ে ছয়ে ৬ চাই’

অলআউট ঝাঁপানোর নির্দেশ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ ছাব্বিশের আগে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির জেলায় বিশেষ নজর তৃণমূলের। সুকান্ত মজুমদারের জেলায় ছয়ে ছয় বার্তা অভিষেকের। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা নেতৃত্বকে স্পষ্ট বার্তা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। জেলার ছয় বিধানসভাতেই জয় নিশ্চিত করতে হবে। আগে কোথায় কেন হার, পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন অভিষেক। সূত্রের খবর এমনটাই। কিন্তু অভিষেকের এই নির্দেশের পর কী ভাবছেন জেলার উপর মহলের নেতারা? ওয়াকিবহাল মহলের মত ছোট জেলা হলেও বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের। কারণ এই জেলা বরাবরই সুকান্ত জেলা হিসাবে পরিচিত। তিনি আবার বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। ফলে এখানে তৃণমূলের লড়াই যে রীতিমতো প্রেস্টিজ ফাইট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের ছয়ে ছয়ের লক্ষ্যমাত্রা সেট করে দেওয়া রাজনৈতিকভাবে যে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই জেলায় ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ লোকসভা নির্বাচনে ৩টিতে জেতে তৃণমূল, তিনটিতে জেতে বিজেপি। দলের মন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বিপ্লব মিত্র বলছেন, ‘‘৬টা আসন জেতাই আমাদের লক্ষ্য। প্রস্তুতি আমরা করতে চাইছি। এর আগেও আমরা ৫টা তো জিতেছি। খুব অল্প ভোটে আমরা আর একটা সিট হারিয়েছিলাম। নাহলে সেবারই আমরা ৬টা জিতে নিতে পারতাম। এখন লোকসভার নিরিখে যে তিনটি আমরা হারিয়েছি সেটা পুনরুদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য।’’

মমতার পুলিশেই আস্থা!

রাজ্য পুলিশের প্রশংসায় শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ এবার রাজ্য পুলিশের প্রশংসা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। তাঁর মতে, সিবিআই-ইডির প্রয়োজন হবে না, পুলিশের অত্যন্ত পেশাদার আধিকারিক রয়েছেন, যাঁদের কাজে লাগানো হয় না। এপ্রিলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে চোরেদের স্বমূলে উচ্ছেদ করবে পুলিশই। তাতে হস্তক্ষেপ করবে না বিজেপি। যার ফলে বন্ধ হবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘পুরো ব্যবস্থাটা যদি বাংলার পরিবর্তন করতে হয়, সিবিআই-ইডির আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মধ্যেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, পেশাদার আধিকারিকরা রয়েছেন, যাঁদের কাজে লাগানো হয় না। বিজেপির যে সরকার আগামী দিনে মানুষ আনতে চলেছে, সেই সরকার এখানকার পুলিশকে দিয়ে চোরেদের উচ্ছেদ করবে। স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে।’’ এর আগে বাংলার একাধিক ইস্যুতে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে। সেটা তিলোত্তমা কাণ্ডই হোক, কিংবা খেজুরিতে বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুর তদন্তে। একাধিকবার সংবাদমাধ্যমের সামনে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়াতে দেখা গিয়েছে শুভেন্দুকে। কিন্তু এবার শুভেন্দুর কথায় স্পষ্ট তিনি পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থাভাজন। যদিও এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘‘ওনার কাছ থেকে কে সার্টিফিকেট চেয়েছে? বাংলার পুলিশের যোগ্যতা সম্পর্কে ওকে বলতে হবে? ব্রিটিশ আমল থেকে এখনও পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেননি। উনি তো নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত, ওনার কাছ থেকে পুলিশ সার্টিফিকেট নেবে?’’

‘আমাদের কেন পুজোর বোনাস দেবেন না’

নবান্ন অভিযান থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মিড ডে মিল কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্টঃ বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে এবার পথে নামলেন মিড ডে মিল কর্মীরা। শিয়ালদহ থেকে মিছিল চলল নবান্নের উদ্দেশে। কিন্তু পথেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। পড়ে যান ব্যারিকেডের সামনে। ব্যাপক উত্তেজনার ছবি দেখা যায় নিউ মার্কেট থানার সামনে। অভিযানের খবর আসা মাত্রই পুলিশের পক্ষ থেকে আগেই ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড করা হয়েছিল। বাধা পেয়ে ব্যারিকেডের উপর উঠে পড়েন মিড মিলের কর্মীরা। মিছিল থেকেই ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা। ক্ষোভের সুরেই একজন বলছেন, ‘‘আমরা ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। কিন্তু আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে তাঁরা মানতে পারছে না। আমাদের আন্দোলনকে তাঁরা পুলিশ দিয়ে দমন করছে। একাধিক জেলা থেকে হাজার হাজার মহিলা কর্মী এসেছে। কিন্তু পুরুষ পুলিশ দিয়ে আমাদের রাস্তা আটকানো হয়েছে। আমাদের দাবি ১০ মাস নয়, ১২ মাসের জন্য মিড ডে মিল কর্মীদের ভাতা দিতে হবে। আমাদের দমন করার জন্য পুলিশ রাস্তা আটকেছে। আমরা এখানে বসে পড়ব। প্রয়োজনে ব্যারিকেড ভাঙা হবে। আমরা এখান থেকে নড়ছি না।’’ মিছিল থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আরও একাধিক আন্দোলনকারী। একজন স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ‘‘আমাদের ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। কেন সরকার আমাদের দাবি মানছে না? আমরা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করি। পুজোর সময় ক্লাবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। আর আমরা মিড ডে মিল কর্মীরা বাচ্চাদের মুখে ভাত তুলে দিতে পারি না। আমাদের কেন পুজোর বোনাস দেবে না?’’

মাদার টেরেসাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার বিশ্বজুড়ে মাদার টেরেসার ১১৫-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে মানব দরদী,আজীবন মানব সেবায় ব্রতী মাদার টেরেসাকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়। কলকাতায় মাদার হাউসে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মাদার টেরেসা হাউসে গণপ্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার রাস্তা থেকে শুরু করে বিশ্বের হৃদয় পর্যন্ত, তিনি মানবতার প্রতি করুণা, নম্রতা ও সীমাহীন সেবার মূর্ত প্রতীক। একজন আরোগ্যকর্তা, শান্তির প্রতীক, তাঁর উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রেম ও নিঃস্বার্থতার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।কলকাতার আর্চবিশপ, টমাস ডি'সুজা বলেন, মাদার টেরেসা জীবনকে উসাহিত করেছিলেন, তাই জীবনের বিরুদ্ধে যে কোনও আঘাত, হিংসা ভুল। জীবন মূল্যবান, পবিত্র ও তাই যুদ্ধ, সংঘাত এবং হিংসা যা জীবনকে ধ্বংস করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সকল পর্যায়ে জীবনকে রক্ষা করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে জীবনকে উন্নীত করতে হবে, কারণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।

মঙ্গলবার দেশীয় বাজারে সামান্য কমলো সোনার দাম

মুম্বই, ২৬ আগস্ট ঃদেশীয় বাজারে মঙ্গলবার সামান্য কমলো সোনার দাম। এদিন দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৯০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৭০০ হাজার টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৮০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৬০০ হাজার টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৮৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৬৫০ হাজার টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৮০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৬০০ হাজার টাকা। কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৮০০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৬০০ হাজার টাকা। লখনউতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৯০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৭০০ হাজার টাকা। পাটনায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৮৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৬৫০ হাজার টাকা। জয়পুরে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০০,৯০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,৭০০ হাজার টাকা।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার-সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায়।

জবলপুরে বরগি বাঁধের পাঁচ গেট খোলার সিদ্ধান্ত

জবলপুর, ২৬ আগস্ট ঃ মধ্যপ্রদেশের বরগি বাঁধ থেকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে বাঁধের ২১টির মধ্যে পাঁচটি গেট খোলা হবে। এতে প্রায় ১৩,৯৪৯ কিউসেক জল ছাড়বে নর্মদায়। এদিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এতে নীচের দিকে নদীর জলস্তর ২-৩ ফুট পর্যন্ত বা।তে পারে। তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের নর্মদা তট থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে বাঁধে জলস্তর ছিল ৪২২.৭০ মিটার, যেখানে পূর্ণ জলস্তর ৪২২.৭৬ মিটার।

এনডিএ জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, কটাক্ষ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ২৬ আগস্টঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র তীব্র সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, এনডিএ-র অর্থ 'নাহি দেঙ্গে অধিকার'। তাঁরা জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে এবং সংবিধানের অবসান ঘটাতে চায়। 'ভোটার অধিকার যাত্রা' সম্পর্কে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব মঙ্গলবার বলেন, আমরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যাত্রায় আছি এবং আমরা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। জনগণও উৎসাহী। মহাজোট জনগণের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাচ্ছে, যা এনডিএ-কে বিরক্ত করেছে। 'এনডিএ' মানে 'নাহি দেঙ্গে অধিকার'। তাঁরা জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং সংবিধানকে শেষ করতে চায়। তাঁরা গণতন্ত্রকে শেষ করার চেষ্টা করছে এবং আমরা তা হতে দেব না। আসন্ন নির্বাচনে জনগণ তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে।১৩০-তম সংবিধান সংশোধনী বিল সম্পর্কে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, এই দেশে একনায়কতন্ত্র চরমে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা কৃষকদের অবস্থা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। এই বিলটি মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য আনা হয়েছে। আমরা আগেও এই বিলের বিরোধিতা করেছিলাম। তারা কখনই বিহারের উন্নয়ন নিযে. আলোচনা করে না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, বিহারের অগ্রগতি ছাড়া দেশ এগিয়ে যেতে পারে না।

ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, মন্তব্য সিডিএস অনিল চৌহানের

মহোও, ২৬ আগস্ট ঃভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহান। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের মহোওতে রান সংবাদে সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান বলেন, ভারত সর্বদা শান্তির পক্ষে দাঁড়িছে। আমরা একটি শান্তিপ্রিয় দেশ, কিন্তু ভুল করবেন না, আমরা শান্তিবাদী হতে পারি না। আমি মনে করি ক্ষমতা ছাড়া শান্তি কাল্পনিক। আমি একটি ল্যাটিন উক্তি বলতে চাই যার অনুবাদ, 'যদি তুমি শান্তি চাও, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।সিডিএস অনিল চৌহান আরও বলেছেন, আমরা সবসময় একই নিঃশ্বাসে 'শস্ত্র' এবং 'শাস্ত্র' সম্পর্কে কথা বলেছি। আমরা জানি, জয়ের জন্য সামরিক কৌশল এবং যোদ্ধাদের সমন্বয় অপরিহার্য এবং এর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম উদাহরণ হল মহাভারত এবং গীতা। আমরা জানি, অর্জুন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, তবুও তাকে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করার জন্য কৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল। একইভাবে, আমাদের চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন যার চাণক্যের জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। ভারত গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন এবং মহাত্মা গান্ধীর দেশ, যারা সকলেই অহিংসার সমর্থক।তিনি আরও বলেন, একটি বিকশিত ভারত হিসেবে, আমাদের 'সুরক্ষিত' এবং 'আত্মনির্ভর' হতে হবে। কেবল প্রযুক্তিতেই নয়, ধারণা এবং বাস্তবেও। অতএব, আমাদের সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মতবাদ এবং ধারণাগত দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অর্থাৎ যুদ্ধ কীভাবে লড়াই করা হয় এবং ব্যবহারিক ও প্রকৃত যুদ্ধ কৌশল এবং কৌশল সম্পর্কে শিক্ষাগত সাধনা।

দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান'-এর জন্য অধ্যাপক প্রভাশঙ্কর প্রেমীর নাম ঘোষণা

বেঙ্গালুরু, ২৬ আগস্ট ঃহিন্দি লেখকদের বিখ্যাত সাহিত্য সংগঠন 'শব্দ' ২০২৫ সালের 'অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান' এবং 'দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান'-এর জন্য নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেছে। এবারের 'অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান' পাচ্ছেন হিন্দি কবি জ্যাসিন্টা কেরকেটা এবং 'দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান' দেওয়া হবে হিন্দি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক প্রভাশঙ্কর প্রেমীকে। ২৮ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।সোমবার, 'শব্দ' সংস্থার সভাপতি ডঃ শ্রীনারায়ণ সমীর একটি বিবৃতি জারি করে জানান, হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতদের পাঁচ সদস্যের মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জুরিরা এই পুরস্কার প্রাপকদের নামগুলি বেছে নিয়েছে। এই জুরিতে ছিলেন বাবুলাল গুপ্তা, শ্রীকান্ত পরাশর, নলিনী পোপট, ড. উষারাণী রাও এবং ড. শ্রীনারাযণ সমীর। ডঃ সমীর জানান, এবার ৩৫টি এন্ট্রি এসেছে।মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, জুরি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই বছরের 'অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান' হিন্দি কবি জ্যাসিন্টা কেরকেটাকে তাঁর কবিতা সংকলন 'প্রেম মে পে। হোনা'-এর জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ডঃ সমীর বলেছেন, কর্ণাটকে উচ্চ ও বয়স্ক শিক্ষায় হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক প্রভাশঙ্কর প্রেমীকে ২৫ হাজার টাকার 'দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান' দেওয়া হবে।তিনি বলেন, ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিতব্য সারস্বত অনুষ্ঠানে পুরস্কারের অর্থের সাথে ঐতিহ্যবাহী মহীশূর পেট, স্মারক, শ্রীফল এবং অঙ্গভস্ত্রম প্রদান করে উভয়কেই সম্মানিত করা হবে। তিনি জানান, 'অজ্ঞেয় শব্দ সৃজন সম্মান' বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত বিখ্যাত সমাজসেবক এবং অজ্ঞেয় সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ বাবুলাল গুপ্তের ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে প্রদান করা হয়। একইভাবে, 'দক্ষিণ ভারত শব্দ হিন্দি সেবা সম্মান' বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাই থেকে প্রকাশিত একটি শীর্ষস্থানীয় হিন্দি সংবাদপত্র গোষ্ঠী 'দক্ষিণ ভারত রাষ্ট্র'-এর সৌজন্যে প্রদান করা হয়।

সৌরভের বাড়িতে ইডি-র অভিযানে মুখ খুললেন সঞ্জয়, বিজেপিকে কটাক্ষ সিসোদিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে ইডি-র অভিযান প্রসঙ্গে মুখ খুললেন সঞ্জয় সিং। এই ইস্যুতে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন মণীশ সিসোদিয়াও।এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে ইডি অভিযানের বিষয়ে মঙ্গলবার এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেছেন, সৌরভ ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। ইডি যে সময়সীমার মধ্যে মামলাটি নথিভুক্ত করেছিল সে সময় তিনি মন্ত্রীও ছিলেন না। এটি এএপি নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা এবং তাদের জেলে পাঠানোর মোদী সরকারের নীতি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভুয়ো ডিগ্রি থেকে মনোযোগ সরাতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভুয়ো ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকতে ইডি অভিযান চালিয়েছে।অন্যদিকে, মণীশ সিসোদিয়া বলেছেন, সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে ইডির অভিযানের একমাত্র কারণ হল, গতকাল প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি নিয়ে. বড়সড় ফাঁস হযেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রি ভুয়ো তা জানা গেছে। দেশে এটা প্রকাশ্যে এসেছে যে, প্রধানমন্ত্রী ডিগ্রি নিয়ে মিথ্যা বলেছেন, তাই প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির বিষয়টি থেকে মনোযোগ সরাতে সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে হানা দিচ্ছে ইডি। একটি শিশুও হাসবে শুনে যে সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে হানা দেওয়া হচ্ছে, তাও আবার মন্ত্রী হওয়ার আগের মামলায়।

বিশ্বের কোনও দেশ ভারতের অর্থনীতিকে দমাতে পারবে নাঃশাহনওয়াজ হুসেন

পাটনা, ২৬ আগস্ট ঃবিশ্বের কোনও দেশ ভারতের অর্থনীতিকে দমাতে পারবে না। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেন। তাঁর কথায়, ভারত একটি আত্মনির্ভর ও সক্ষম দেশ। ভারতের দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল অর্থনীতি রয়েছে। বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতের অর্থনীতিকে থামাতে পারবে না, এবং ভারত নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম এবং দেশ একজন যোগ্য নেতা, যোগ্য সরকার, যোগ্য নেতৃত্বের জন্য ভাগ্যবান। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ।বিরোধী দলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সুদর্শন রেড্ডি সম্পর্কে মঙ্গলবার শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, পুরো দেশ বিরোধীদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মতামত জানে। তাই বিরোধীরা তাঁকে মাঠে নামিয়েছে। সিপি রাধাকৃষ্ণন একজন চমকার প্রার্থী, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি একজন সাংসদ ছিলেন। তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হবেনই।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থান, ১১টি জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি

জয়পুর, ২৬ আগস্ট ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজস্থানের জনজীবন। মঙ্গলবার আবহাওয়া দফতর জালোর, সিরোহি ও উদয়পুর জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি বারমের, পালি, রাজসমন্দ, দুঙ্গারপুর, বাঁশওয়ারা, চুরু, ঝুনঝুনু ও আলওয়রে জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সোমবারের ভারী বৃষ্টিতে বহু শহর ও গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে। উদয়পুরে বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে এক জনের। সিকার স্টেশনে রেললাইনে জল জমে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কোটা বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গলবারের পরীক্ষা স্থগিত করা করেছে। অন্যদিকে সিরোহিতে জওয়াই নদীর স্রোতে একটি গাড়ি ভেসে গেলেও দুই যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। সতর্কতার কারণে মঙ্গলবার ৮ টি জেলার স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে প্রশাসন। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ২৭ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির দাপট চলবে।

নারী শক্তি থেকে বিকশিত ভারতঃভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাহিনিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ দেশের ৭০ শতাংশ মহিলার কর্মে যোগদান নিশ্চিত করা। দেশের অগ্রগতির জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং বর্তমানে ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি রূপান্তরকারী পরিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছে। বর্তমানে মহিলারা চিরাচরিত ভূমিকায় আবদ্ধ না থেকে তাঁরা বাধা ভাঙছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের রূপ দেওয়ার ভার নিয়েছেন। গ্রামীণ উদ্যোগপতি থেকে কর্পোরেট মহিলা ভারতের বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখ যোগ্যভাবে বেড়েছে। পিএলএফএস-এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের কর্মসংস্থানের হার ২০১৭-১৮-এ ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ -এ হয়েছে ৪০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, বেকারত্বের হার ২০১৭-১৮-র ৫.৬ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪-এ হয়েছে ৩.২ শতাংশ। এই পরিবর্তন আরও বেশি করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রামীণ ভারতে। যেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৬ শতাংশ। এই একই সময়ে শহরাঞ্চলে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩ শতাংশ।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহিলা স্নাতকদের কাজ পাওয়ার সুযোগ ২০১৩-র ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-এ হয়েছে ৪৭.৫৩ শতাংশ। স্নাতকোত্তর এবং তদূর্ধ্ব মহিলাদের মধ্যে কাজ পাওয়ার সুযোগ ২০১৭-১৮-য় ৩৪.৫ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ -এ হয়েছে ৪০ শতাংশ।ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৫ অনুযায়ী প্রায় ৫৫ শতাংশ ভারতীয় স্নাতক ২০২৫-এ বিশ্বে কর্মযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই হার ২০২৪-এ ছিল ৫১.২ শতাংশ।সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মে যোগদানও বেড়েছে। গত ৭ বছরে ১.৫৬ কোটি মহিলা সংগঠিত ক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন। ই-শ্রমে অগাস্ট পর্যন্ত ১৬.৬৯ কোটির বেশি মহিলাদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ফলে তাঁরা ভারত সরকারের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছেন।ভারত নারী উন্নয়ন থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে রূপান্তরিত হয়েছে।ভারত সরকারের প্রয়াসে মহিলা উদ্যোগপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। জাতীয় স্তরে ১৫ টি মন্ত্রকের ৭০ টি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি এবং রাজ্যস্তরে ৪০০র বেশি কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছে মহিলা উদ্যোগপতিদের সাহায্যদানের ওপর। পিএলএফএস তথ্যে দেখা যাচ্ছে মহিলা স্বনিযুক্তি ২০১৭-১৮-র তুলনায় ২০২৩-২৪-এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশ। প্রকৃতই মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন।গত এক দশকে জেন্ডার বাজেট ৪২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী উন্নয়ন থেকে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নে রূপান্তরের এ এক বড় প্রমাণ।স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্প প্রাণবন্ত পরিবেশ লালন করছে। ডিপিআইআইটি নথিভুক্ত স্টার্টআপের প্রায় ৫০ শতাংশেরই একজন মহিলা ডিরেক্টর। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। নমো ড্রোন দিদি এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মতো ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।মহিলাদের স্বনিযুক্তি বৃদ্ধির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি পিএম মুদ্রা যোজনা। মোট মুদ্রা ঋণের ৬৮ শতাংশ পাচ্ছেন মহিলারা। একইরকমভাবে পিএম স্বনিধিতে প্রায় ৪৪ শতাংশ সুবিধা প্রাপকই মহিলা ভেন্ডর।এছাড়া মহিলা পরিচালিত অণু, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্পগুলি অর্থনৈতিক প্রসারতার গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। ২১ অর্থ বছর থেকে ২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ৮৯ লক্ষের বেশি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে মহিলাদের জন্য। ২০১০-১১-য় মহিলা মালিকানাধীন সংস্থার হার ১৭.৪ শতাংশ থেকে ২০২৩-২৪ -এ বেড়ে হয়েছে ২৬.২ শতাংশ। মহিলা পরিচালিত এমএসএমই-র সংখ্যা ২০১০-১১-য় এক কোটি থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ২০২৩-২৪ এ হয়েছে ১.৯২ কোটি ।নারী শক্তি ভারতকে চালনা করছে বিকশিত ভারতের পথেমহিলারা এখন আর শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী নয়, তারা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মেরুদণ্ড। বর্তমানে মহিলারা উন্নয়নের পথে যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মোদী সরকার শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোগপতিত্ব এবং একই রকম কাজের সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে নারী শক্তির ক্ষমতায়নের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ।

মোদী ও রাবুকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, ভারত ও ফিজি-র মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

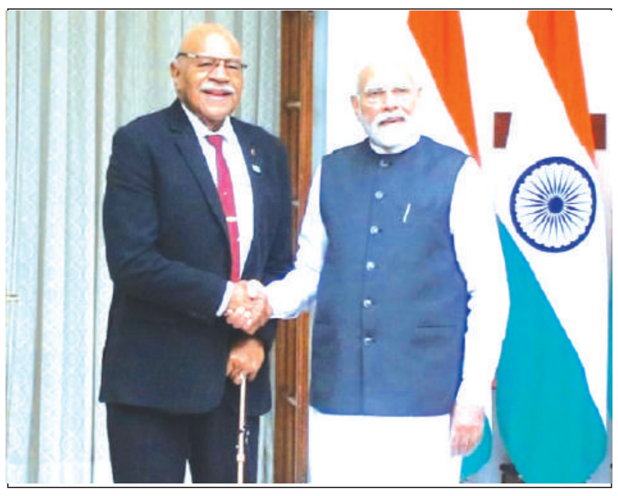

নয়াদিল্লি, ২৬আগস্ট ঃভারত ও ফিজি-র মধ্যে সোমবার সাতটি চুক্তি বিনিময় হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও নয়াদিল্লিতে বিগ ইমপ্যাক্ট প্রকল্প। নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ফিজি-র প্রধানমন্ত্রী সিতিভেনি লিগামামাদা রাবুকার সঙ্গে এদিন প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনার পর প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ফিজি-র রাজধানী সুভাতে একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে। তিনি আরও বলেন, জন ঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডায়ালাইসিস ইউনিট এবং সামুদ্রিক অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হবে, যা সুলভ ও উচ্চমানের ওষুধ নিশ্চিত করবে। মোদী আরও জোর দিয়ে বলেন, উভয় দেশ সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত এবং একমত যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ।প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ভারত এবং ফিজি প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই বিষয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন ফিজির জন্য একটি গুরুতর বিষয় এবং এই প্রেক্ষাপটে, উভয় দেশ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে একসঙ্গে কাজ করছে। তিনি যোগ করেছেন, ভারত এবং ফিজি উভয়ই আন্তর্জাতিক সৌর জোট, দুর্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামোর জন্য জোট এবং গ্লোবাল বায়োফুলেস অ্যালায়েন্সে একসাথে রয়েছে।ফিজি-র প্রধানমন্ত্রী রাবুকা বলেছেন, ভারত এবং ফিজি শান্তি, স্থিতিশীলতা, কল্যাণ এবং উন্নয়নের প্রচারে একত্রে দাঁড়িয়েছে। রাবুকা জোর দিয়ে বলেছেন, ফিজি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্যায়ন অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও বলেন, গত বছর ফিজিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পেয়ে ফিজির মানুষ খুবই সম্মানিত হয়েছিল।

ইডি-র অভিযানে মোটেও ভয় পাবে না এএপিঃঅরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের বাসভবনে ইডি-র অভিযানের কঠোর সমালোচনা করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এই ধরনের ইডি-র অভিযানে মোটেও ভয় পাবে না তাঁর দল।মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, সৌরভ ভরদ্বাজের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি আসলে মোদী সরকারের এজেন্সিগুলিকে অপব্যবহারের আরেকটি ঘটনা। এএপি-কে যেভাবে টার্গেট করা হয়েছে, তা ইতিহাসে কোনও দলকে করা হয়নি। এএপি-কে টার্গেট করা হচ্ছে, কারণ আমরা মোদী সরকারের ভুল নীতি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠস্বর। বিজেপির এই অভিযানে ভয় পাবে না এএপি। আমরা দেশের স্বার্থে ভুল নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে থাকব।

'ই-ভিটারা'-র শুভ সূচনা, আহমেদাবাদে প্রদর্শনীও পর্যবেক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ গুজরাট সফরের দ্বিতীয় দিনে আহমেদাবাদের হনসলপুর প্ল্যান্ট থেকে সুজুকির 'ই-ভিটারা'-র সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সুজুকি মোটর প্ল্যান্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের সভাপতি ও প্রতিনিধি পরিচালক তোশিহিরো সুজুকি সংস্থার প্রথম বৈশ্বিক কৌশলগত ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক যান 'ই-ভিটারা'-র সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও।' উদ্বোধনের পর ব্যাটারিচালিত এই যানের প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রযুক্তিগত দিকগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীকে এদিন একটি উদ্ভিদ উপহারও দেওয়া হয়, যা পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং বৈদ্যুতিক গতিশীলতার ভবিষ্যতের প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের প্রতীক।

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৬ আগস্ট,ঃ সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন অন্য একটি মামলায় ব্যস্ত থাকায় রাজ্যের আইনজীবীরা শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন।মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চে আইটেম নম্বর ৪ ছিল পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলা। সেই মতো আদালতের কার্যক্রমও শুরু হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, আজ যে 'কম্বিনেশনে' আদালত বসেছে, তাতে ডিএ মামলার শুনানি হতে পারে না। আদালতকে মামলাটি ১০ সেপ্টেম্বরের পর শোনার আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁরা। শীর্ষ আদালত সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে।তবে সেপ্টেম্বরের কবে ডিএ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে, তা এখনও জানায়নি সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের যুক্তি ছিল, মহার্ঘ ভাতা বাধ্যতামূলক নয়। ডিএ কর্মীদের মৌলিক অধিকার নয়। তা ছাড়া কেঃদ্র ও রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো ভিন্ন। কেন্দ্র যে হারে ডিএ দেয় তার সঙ্গে রাজ্যের তুলনা চলে না। অন্য দিকে, মামলাকারী পক্ষের যুক্তি, নির্দিষ্ট সময়মতো ডিএ দেওয়া সরকারের নীতির মধ্যে পড়ে। খেয়ালখুশি মতো ডিএ দেওয়া যায় না। তাদের দাবি, বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডিএ দিতে হবে। প্রয়োজনে বকেয়া ডিএ কিস্তিতে দেওয়া হোক। সেই মামলারই শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এই আবহে আগস্টে পর পর দু'দিন পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং উৎসাহে পূর্ণ হবে। আপনি নতুন কিছু পরিকল্পনা করার অনুপ্রেরণা পাবেন, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বৃষঃ বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে খুব উদ্যমী বোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল মিষ্টি হবে।

মিথুনঃ স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। শুভ দিন।

কর্কট রাশি ঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের উপর একটি ভাল ধারণা তৈরি করবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হবে।সংসারে শান্তি হবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিযে.আসবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের উপর একটি ভাল ধারণা তৈরি করবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা বিশেষ ভাবে উজ্জ্বল হবে। বিবাহের যোগ হবে।

কন্যা ঃ আজকের দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে।

তুলাঃ চাকরিজীবীদের পদোন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা হবে

বৃশ্চিকঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। টাকাপয়সা লাভ আপনার প্রত্যাশামাফিক হবে না।শুভদিন

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে নতুন সুযোগ আসতে পারে।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উৎসাহ এবং ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে।

কুম্ভঃ আজকের দিনে কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে সক্রিয়. থাকবেন। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে চিনতে এবং অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন।

মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকারা আবেগে গভীর ভাবে ডুবে থাকবেন। আপনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে আপনার চারপাশের মানুষদের আরও ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু জটিলতা থাকতে পারে, তবে যদি আপনার ধৈর্য থাকে তবে আপনি সফল

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ এবং ৭১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে ।

রাজ্য বিজেপিতে কোন্দল তুঙ্গে! মোদির সভায় ডাক না পেয়ে দিল্লিতে নালিশ লকেট-ভারতীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ ছাব্বিশের ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ বিজেপিতে কোন্দলের মাত্রা তুঙ্গে বলা যেতেই পারে! দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে লকেট চট্টোপাধ্যায় ডাক পাননি। আবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দলের ' শক্তি' সম্মেলনে রাজ্যনেত্রী ভারতী ঘোষও আমন্ত্রণ পাননি। যা নিয়ে গেরুয়া শিবিরে ক্ষোভের ঝড় বইছে। এর জল এবার অনেক দূর গড়াতে চলেছে। সূত্রের খবর, লকেট এবং ভারতী দু'জনেই দিল্লিতে বিজেপির কেঃদ্রীয় নেতাদের কাছে নালিশ জানিয়েছেন।পৃথক দুই কর্মসূচিতে লকেট বা ভারতীকে না ডাকার বিষয়টি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর অজান্তেই হয়েছে বলে খবর। দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চে কেন লকেটকে ডাকা হয়নি? তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) থেকেও জানতে চাওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির কাছে। পাশাপাশি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে তো টানা তিনবার ডাকাই হয়নি প্রধানমন্ত্রীর সভায়। গত শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী যখন দমদমে দলীয় সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন দিলীপ বেঙ্গালুরুতে আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে ছিলেন। সোমবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কা প্রাতঃভ্রমণে এসে দিলীপকে অবশ্য আবার স্বমেজাজে দেখা গিয়েছে।ছাব্বিশের ভোটে তাঁর যে পছন্দ খড়্গপুর, তা এদিন ফের স্পষ্ট করে দিয়ে দিলীপ ঘোষ, তিনি বলেন, ওখানকার (খড়্গপুর) সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। আমি খড়্গপুরের ভোটার। ওখানকার পার্টির অ্যাক্টিভ মেম্বারও। ফলে লড়তে হলে যাদের সঙ্গে বরাবর থেকেছি, তাদের সঙ্গেই থাকব। তাঁর দাবি, শুধু খড়্গপুর নয়, জেলার

সবকটা আসনে জেতার জন্যই লড়াই করব। অন্য সব জেলার থেকে খড়্গপুরে ভাল সংগঠন আমাদের তৈরি আছে। দিলীপ এদিন মনে করে দিয়েছেন, এতদিন পার্টি যে দায়িত্ব দিয়েছে করেছি। ভবিষ্যতেও যা দায়িত্ব দেবে পালন করব।'' এদিকে, বেঙ্গালুরুতে আর্ট অফ লিভিংয়ে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করে আসার পর সোমবার সকালে ইকোপার্কে আবার অন্য এক ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছে দিলীপ ঘোষকে। পায়রাদের খাওয়াচ্ছেন তিনি। এরকম একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ' প্রকৃতির সঙ্গে যত সময় কাটাব, পশুপাখিদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করব, তাদের বোঝার চেষ্টা করব, ততই আমাদের মন ভালো থাকবে।''অন্যদিকে, বিজেপি পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল যে চরম আকার নিয়েছে, তার আবার প্রমান মিলেছে তমলুক জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভায়। যে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও। রবিবার হলদিয়াতে অনুষ্ঠিত এই সভার ব্যানারে মোদি ও নাড্ডার সঙ্গে শুভেন্দুর ছবি থাকলেও সেই ব্যানারে ছিল না রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর ছবি। বিজেপির দলীয় কোনও সভায় রাজ্য সভাপতির ছবি থাকাটা বাধ্যতামূলক। শমীকের ছবি না থাকা নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

জল জঙ্গল রক্ষায় আদিবাসী সমাজের বিরাট ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতা শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ জল জঙ্গল রক্ষা করার ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে যাকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার করি। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, আদিবাসী নেতাদের বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছে। ভগবান বিরসা মুন্ডা কিংবা সিধু মুর্মু, কানহু মুর্মুদের হুল বিদ্রোহ তথা বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সব সময় আদিবাসী সমাজকে, তাঁদের প্রতিনিধিত্বকে সামনে আনার চেষ্টা করেছেন, অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সেই কারণেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হয়েছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু মহাশয়া। ওড়িশার এক প্রান্তিক গ্রাম থেকে উঠে আসা দ্রৌপদী মুর্মর বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেসের দল তাঁর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়েছিল। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ এবং তপশিলিদের ২২ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলে আদিবাসীরা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তরে ১৫ হাজার টাকার চাকরিতে চুক্তিবদ্ধ পদে নিযগে করা হচ্ছে, যেখানে কোনো সংরক্ষণের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ভারত সরকারের তফশিলি জাতি, উপজাতি কমিশন

স্পষ্ট করে বলেছে যে চুক্তিবদ্ধ, আংশিক সময়ের এমন কি শিক্ষানবীশীর ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই রাজ্যের তৃণমূল সরকার প্রতিদিন এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বেশ কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেন যেখানে দেখা যায় আদিবাসীদের ওপর তৃণমূল নেতারা কিভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৫ই আগস্ট মেদিনীপুর চার্চ স্কুল ময়দানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষক এবং ফুটবল রেফারিকে তৃণমূল নেতারা খেলার মাঠে অসম্মান করে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, ১৮ ই আগস্ট ডেবরা ব্লকের লোয়েদা এলাকার আদিবাসী যুবক ডাক্তার সোরেনকে তৃণমূল সরকারের আবগারি দফতরের আধিকারিকরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে। এই রাজ্যে আদিবাসীরা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত এবং বঞ্চিত হচ্ছেন। কখনো আদিবাসী মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছেন, আবার কখনো আবগারি পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রে এফআইআর হওয়ার পরেও এই আদিবাসী সমাজের মানুষেরা বিচার পাননি। এর জন্য একমাত্র দায়ী রাজ্যের বর্তমান সরকার। শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্যের শেষে এই ঘটনাগুলির কিছু ভিডিও ক্লিপ সকলের সামনে তুলে ধরেন।

মাদার টেরেসার জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ মাদার টেরেসার জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান - মাদার টেরেসার (সেন্ট টেরিজা অফ ক্যালকাটা) জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই। মাদার ছিলেন শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার প্রতীক। মানুষের প্রতি ভালোবাসা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, সেবা কত নিঃস্বার্থ হতে পারে - মাদার তা সারা বিশ্বকে দেখিয়ে গিয়েছেন। সারা বিশ্ব জুড়ে আমার মতো অগণিত মানুষকে তাঁর এই মানবপ্রেম অনুপ্রাণিত করে জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের ভালোর জন্য আরও কাজ করে যেতে। আমার পরম সৌভাগ্য আমি তাঁর মতো মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার অন্য নানা দিকে আমরা যে সহস্র কর্মকান্ডে জড়িয়ে আছি, তার পিছনে অনেকটা প্রেরণা তো তাঁরই।

পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে দেদার মদ্যপান! আনন্দপুরের হোটেলে রহস্যমৃত্যু পাঞ্জাবের নতর্কীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ সুদূর পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার হোটেলে পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে বসে দেদার মদ্যপানই কাল হল। সোমবার রাতে আনন্দপুরের এক গেস্ট হাউসে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল ওই পাঞ্জাবি তরুণীর। গেস্ট হাউসের ঘর থেকে তাঁর অচৈতন্য দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের জেরে মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণীর। তদন্ত শুরু করেছে আনন্দপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম শ্রেয়া বর্মা, বয়স ২৭ বছর। তিনি সদ্য কলকাতায় এসে আনন্দপুর এলাকার একটি গেস্ট হাউসে উঠেছিলেন। সেখান থেকেই সোমবার তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, সারারাত আনন্দদপুরের ওই গেস্ট হাউসে পুরুষবন্ধু মহম্মদ চাঁদের সঙ্গে

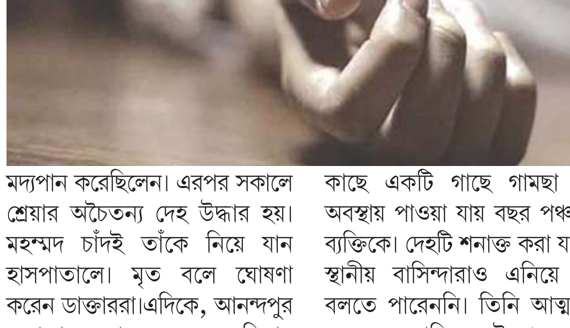

মদ্যপান করেছিলেন। এরপর সকালে শ্রেয়ার অচৈতন্য দেহ উদ্ধার হয়। মহম্মদ চাঁদই তাঁকে নিয়ে যান হাসপাতালে। মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা।এদিকে, আনন্দপুর এলাকায় আরও এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি নোনাডাঙার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া আরেক পুরুষের দেহও উদ্ধার হয়েছে ঝুলন্ত অবস্থায়। পুলিশ সূত্রে খবর, আনন্দপুরে মৎস্য দপ্তরের অধীনস্ত পিকনিক স্পটের কাছে একটি গাছে গামছা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায় বছর পঞ্চাশের ব্যক্তিকে। দেহটি শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারাও এনিয়ে কিছু বলতে পারেননি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি কেউ খুনের পর এভাবে দেহ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে, তা বুঝতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানতে পারা গিয়েছে।

বাবার সম্পত্তি পাওয়ার পর তাকেই অত্যাচার, আদালতের নির্দেশে সব কিছু ফিরে পেলেন বৃদ্ধ

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ,২৬ আগস্ট ঃ বাবার জমি নিজের নামে করে নেওয়ার পরই বাবার প্রতি ছেলের অত্যাচার-মারধোর। বিভিন্ন অভিযোগ এনে বাড়ি থেকেও বিতাড়ন। বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার সম্পত্তি পুনরায় তাকেই ফিরিয়ে দিলেন আদালত,আদালতের নির্দেশে খুশি এলাকার মানুষ। হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি পঞ্চায়েতের হাজারী কালী মনিন্দর সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। সুবল মন্ডলের অভিযোগ- তার সম্পত্তি তার ছেলে এবং বৌমা জোর করে তার কাছ থেকে লিখিয়ে নেয় এবং তারপরেই শুরু হয় অত্যাচার । তাকে মারধোর করতো ছেলে সুমন মন্ডল ও তার স্ত্রী এমনটাই অভিযোগ। এই নিয়ে এলাকায বহুবার সালিশি সভা হয়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি । এরপর ঘটনার বিবরণ জানিয়ে এর প্রতিকার চেয়ে সুবল মণ্ডল আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত সমস্ত তথ্য প্রমাণ বিবেচনা করে সুমন মন্ডলের বাবার সম্পত্তি আবারো তাকেই অর্থাৎ সুবল মন্ডলকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।সেই মতো সুবল মন্ডল নিজের সম্পত্তি ফিরে পেলেন। ফিরে পাওয়া জমিতে চাষবাসের কাজে হাত লাগিয়ে সুবল বাবু জানান দীর্ঘ কয়েকবছর এর দরজায় ওর দরজায় ঘুরে দিন কাটিয়েছে,ছেলে জোর করে লিখে নেওয়ার পর বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলো, মারধোর করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তিনি তার প্রতিকার

পেয়েছেন,এতে তিনি খুশি।আর এই ঘটনায় একদিকে যেমন খুশি সুবল মন্ডল অন্যদিকে খুশি এলাকার মানুষও। কিন্তু এই বিষযে ছেলে সুমন মন্ডল বা তার স্ত্রীর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মন্ডল বলেন আদালতের রায় তারা মাথা পেতে নিয়েছেন,তার কথায় বাবা, ছেলেকে সম্পত্তি দেওয়ার পর এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কোনো বাবাই আর তার ছেলেকে বিশ্বাস করবে না,তাই এরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন যাতে না হয় তার জন্য তারা বয়োবৃদ্ধ সুবল বাবুর পাশে আছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ মন্ডলের কথায় জমি লিখে নেওয়ার সময় ছেলে অঙ্গীকার করে তার বাবাকে দেখাশোনা করার,কিন্তু জমি পাওয়ার পর দেখাশোনা তো দুরস্ত তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় তাকে, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়,মারধোর করা হয়। আদালতের রায় শিরোধার্য করে অসুস্থ সুবল বাবুর পাশে তারা আছেন, বলছেন অন্যান্যরাও।

নোয়াপাড়া বিমানবনন্দর রুটে ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার সকালে নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর রুটে প্রায় ৩০ মিনিট মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হল। নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর রুটে প্রতি ১০ মিনিট অন্তর পরিষেবা চলার কথা। এ দিন সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট নাগাদ নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর অভিমুখে মেট্রো ছাড়ার সময়ে দেখা যায়, মেট্রোয় পিছনের গার্ডের কামরায় কেউ নেই। এ দিন দেখা যায়, মেট্রোর সামনের কামরায় বিমানবন্দর অভিমুখে মেট্রো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চালক থাকলেও মোটরম্যান নেই। পরে প্রায় ২৫ মিনিট পরে গার্ডের দায়িত্ব সামলানোর লোক মেলার পরে বিমানবন্দর অভিমুখে ট্রেন ছাড়ে। উল্লেখ্য, মেট্রোর তিনটি শাখায় একযোগে পরিষেবা শুরু হওয়া ছাড়াও উত্তর-দক্ষিণ শাখায় দৈনিক ২০টি ট্রেন বাড়ানো হয়েছে।

কুলতলির চতুর্থ শ্রেণীর এক পড়ুয়ার আত্মহত্যাকে ঘিরে তৈরীহলধোঁয়াশা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৬ আগস্ট ঃ রিলস বানানোর নেশাই কি জীবন ছিনিয়ে নিল এক চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়ার, সেই প্রশ্নই আবার উঠে এলো কুলতলির এক পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনায়।ফেসবুকে ভিডিয়ো বানানোর নেশা ছিল। বাবার সঙ্গে ভিডিয়ো বানাত সে। সঙ্গে চলছিল স্কুল। কিন্তু হঠাৎ চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল বছর দশেকের ছেলে। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র পল্লব নস্করের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কুলতলি থানার ২ নম্বর জালাবেড়িয়া এলাকার ঘটনা। সোমবার প্রতিদিনের মতোই সকালে উঠে স্কুলে যায় পল্লব। বিকেলে বাড়ি ফিরে আসে সে সময় মতোই। স্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাছে খাবার চায় সে। তারপর একা একাই খেলতে থাকে।তার মা গিয়েছিলেন পাশের কাকার বাড়িতে রান্নার কাজে। কাকার বছর সাতেকের মেয়ে তখন পল্লবের সঙ্গেই খেলতে আসে। কিন্তু হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে যায় সে। ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় দাদাকে।ছোট্ট মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনে মা-কাকিমারা ছুটে আসেন।ঘরে ঢুকেই দেখেন, ঘরের ছাদের বাঁশে দড়ি

দিয়ে ঝুলছে পল্লব। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে জয়নগর-কুলতলি ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, মৃত পল্লব এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বাবার সঙ্গে মিলে ভিডিয়ো বানিয়ে নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতো সে। পল্লবের নামে একটি ফেসবুক পেজ রয়েছে, যেখানে প্রায় ১৯ হাজার ফলোয়ার আছে। খেলার ছলে ভিডিয়ো তৈরি করে পোস্ট করত নিয়মিত। কিন্তু হঠাৎ আত্মহত্যা করলো কেন বুঝতে পারছে না কেউ। কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার ইঙ্গিত মেলেনি।এই ঘটনার খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হয় । একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। কেন এই কিশোর এমন চরম পদক্ষেপ নিল, সেই কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর পল্লবের আকস্মিক এই মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তার পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা। এলাকার বাসিন্দারা মঙ্গলবার বলেন, হাসিখুশি ও খুব মিশুকে পল্লব এমন কিছু করতে পারে, তা তারা ভাবতেই পারছে।আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কলকাতা-মধুবনীর মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ উৎসবে প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে, পূর্ব রেলওয়ে কলকাতা এবং মধুবনীর মধ্যে পুজাতে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগ যাত্রীদের জন্য ১৭,৫০০ অতিরিক্ত বার্থ তৈরি করবে। ০৩১৮৭ কলকাতা - মধুবনী পূজা স্পেশাল ট্রেন ৩০.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ (৯টি ট্রিপ) প্রতি মঙ্গলবার রাত ৯,৫৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ছেড়ে পরের দিন দুপুর ১,০০ মিনিটে মধুবনী পৌঁছাবে এবং ০৩১৮৮ মধুবনী-কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন ১.১০.২০২৫ থেকে ২৬.১১.২০২৫ (৯টি ট্রিপ) প্রতি বুধবার বিকেল ৩,৩০ মিনিটে মধুবনী থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল ৫,১৫ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলের উভয় দিকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডিহ স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ সুজন চক্রবর্তীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃসামাজিক মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।সোমবার রাতে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, বাংলার বরাবরের রেওয়াজ- খরচ বাঁচিয়ে. গরীব মানুষকে কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে সাহায্য। এখন ক্লাবগুলোর জন্য সরকারি পুজো অনুদান! মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে প্রচার ছাড়া আর কি! সব উলটে যাচ্ছে যে। মানুষের ট্যাক্সের টাকার হিসাব কোথায়? সরকারি টাকা তো কারো পৈতৃক জমিদারি নয়। অপর একটি পোস্টে সুজনবাবু লিখেছেন, একই যাত্রাপালার পরবর্তী দৃশ্য! '২৪ লোকসভা ভোটের আগে সিবিআই রেইড, পুকুরে মোবাইল এবং গ্রেফতার। পরের দুবছর কি শীতঘুমে সিবিআই? ভোটের আগে মোদীজীর নির্দেশে এবার ইডি তদন্ত। একই চিত্রনাট্য আবারও! নারদ কেলেঙ্কারিও কিন্তু ২৬ এর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগেই। দিল্লি কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছে?

অবশেষে রোদের দেখা মিলল, তবে বৃষ্টি থেকে এখনই মুক্তি নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রূকুটিও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বারুইপুরে টোটো চুরির পান্ডা গ্রেপ্তার,উদ্ধার সাতটি চোরাই গাড়ি

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ২৬ আগস্ট ঃ অবশেষে বারুইপুরে টোটো চুরির পান্ডাকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। তার বা।তিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে মোট সাতটি চোরাই টোটো। জানা গিয়েছে,অভিযুক্ত রামপদ

উদ্ধার হলো সাতটি চোরাই টোটো গাড়ি। পরিবার নিয়ে আর কেদারনাথ দর্শন করা হল না টোটো চুরির পান্ডার। নাম চন্দন সরকার। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানে। চা বিক্রেতা, ট্রেনের যাত্রী ও ফেরিওয়ালা সেজে হাওড়া স্টেশন থেকে তাকে ধরে ফেলল বারুইপুর থানার পুলিসের বিশেষ দল। চন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের আরও এক সঙ্গী রিসিভার নদীয়ার চাকদহ দরাতপুরের এক বাসিঃদার হদিশ পায় পুলিস। অভিযুক্তের নাম রামপদ মণ্ডল।আর নদীয়ার দরাতপুরের বিজেপি নেতা। কিছু দিন ধরে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক টোটো চুরি হচ্ছিল। গত এক মাসে বারুইপুরে অন্তত ১২টি টোটো চুরি হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গত ১৫ ই আগস্ট বারুইপুর কাছারি বাজারের সামনে থেকে একটি টোটো চুরি হয়ে যায়। টোটোর মালিক অজিত বিশ্বাস বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আর তার পরে বারুইপুর থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের নির্দেশে এসআই রনি সরকারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠিত হয়।এই টোটো চুরির তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। তা খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা হদিশ পান পান্ডা চন্দনের। গত সোমবার পরিবার সহ কেদারনাথ দর্শনের জন্য হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়েছিল সে। পুলিশের ওই দল জানতে পারে, চন্দন কুম্ভ এক্সপ্রেস ধরবে। সেই মতো প্ল্যান তৈরি করেন তদন্তকারীরা। দুপুর ১টা নাগাদ স্টেশন থেকে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়।পুলিস জানিয়েছে, চন্দন টোটো চুরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। কাছে রেখে দিত ব্যাটারি চার্জারও। এই চন্দনের সঙ্গে ' রামপদর জেলে আলাপ হয়েছিল। চন্দন চুরি করে টোটো পৌঁছে দিত রামপদর কাছে। রামপদ টোটো বিক্রি করত সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকায়। কখনও কখনও মাত্র ২৫ হাজার টাকায় টোটো বিক্রি হয়ে যেত। পুলিস জানতে পেরেছে, এই টোটো চুরি চক্রের সঙ্গে বারুইপুরের কেউ জড়িত। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

রাজ্যে ডেঙ্গি সংক্রমণের হার বাড়ছে

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ রাজ্যে লাগাতার বৃষ্টি ও জমা জলের সংক্রমণের দরুণ ডেঙ্গি সংক্রমণের হার বাড়ছে। জুলাইয়ের শেষ থেকেই রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। গত রবিবার পর্যন্ত রাজ্যে মোট ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার পার করেছে। শুধু গত সপ্তাহেই রাজ্যে নতুন করে ৭১০ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭৬। এরপরই রয়েছে নদিয়া , উত্তর ২৪ পরগনা , হুগলি , মালদা ও কলকাতা । পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যসরকারের তরফে স্বাস্থ্যভবন ও পুরদফতরকে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, ১৫ দিন অন্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বৈঠক করতে হবে।

ছাত্র ছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়ার কাজ শুরু

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার আজ থেকে চলতি বছরে সব সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে নবম শ্রেনীতে পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এই বছর ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের এই সাইকেল দিতে রাজ্য সরকারের ৫২৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। ২০১৫-১৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এই প্রকল্পে আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ৪ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পরীক্ষা চলাকালীন ছাদ থেকে ভেঙে পড়লো চাঙড়,আতঙ্ক পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ পরীক্ষা চলাকালীন ভেঙে পরলো স্কুলের ছাদের চাঙড়, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিক্ষক,বাচ্চাদের পরীক্ষায় বসাতে নারাজ অভিভাবকরা। কয়েকজন ছাত্র ছাত্রীর অনুপস্থিতিতেই, স্কুলের বেহাল দশা মেনে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী স্থানে পরীক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা প্রধান শিক্ষকের। হাসনাবাদের রজিপুর আদর্শ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ঘটনা । অভিভাবক ও শিক্ষকদের কথায় দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের ভবনটির বেহাল দশা । এর আগেও কয়েকবার ছোটখাটো চাঙড় ভেঙে পড়েছে । সোমবার পরীক্ষা চলাকালীন বড় একটি চাঙর ভেঙে পড়ে, ছাত্রদের চিৎকারে শিক্ষক সরে গেলে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান তিনি । এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পরেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ছাত্র ছাত্রী সহ অভিভাবক রা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পরেন যে মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসলেও পরীক্ষা না দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান অভিভাবকরা। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চাননা বলেও জানান। অভিভাবকদের এই আতঙ্ক যে স্বাভাবিক সেটা মেনে নেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । প্রধান শিক্ষক মহঃ আলমগীর গাজীর কথায়- তিনি আগেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে এই ভবনের পুনঃনির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এদিন চাঙড় ভেঙে পরার আতঙ্কে বাচ্চাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অভিভাবকরা পরীক্ষা দেওয়াতে চাইছেন না,তিনি বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তারকথায় সোমবারের ঘটনার পর তিনি বিভিন্ন দপ্তরে ও আধিকারিকদের বিষয়টি জানিয়েছেন,তাদের থেকে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়েছেন।জয়া রায় ব্যানার্জী,শেখ আব্দুল হান্নান সহ অভিভাবকরা জানান যতদিন না স্কুল মেরামত করা হচ্ছে ততদিন তারা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না। তাদের কথায় এক্ষেত্রে প্রাণ সংশয় দেখা দিচ্ছে। গত সোমবারের পর মঙ্গলবার ও বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঙড় ভেঙে পরেছে, তারা চান দ্রুত সরকার এই বিষয়টির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেরামতির ব্যবস্থা করুক এবং বিদ্যলয়ের সুস্থ পরিবেশে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের পঠনপাঠনের ধারা কে অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হোক।

মেট্রো সমস্ত লাইন জুড়ে কিউআর টিকিটিং সিস্টেম সম্প্রসারণ করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ আজ থেকে সমগ্র মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা নেটওয়ার্কে কাগজ এবং মোবাইল উভয় কিউআর টিকিট চালু করা হয়েছে। আগে এটি শুধুমাত্র গ্রিন লাইন, ব্লু লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের জন্য উপলব্ধ ছিল। আজ থেকে পার্পল এবং ইয়েলো লাইনেও একই সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এখন কাগজের কিউআর টিকিটের পাশাপাশি এই লাইনের স্টেশনগুলির জন্য Aamar কলকাতা মেট্রো অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল কিউআর টিকিট বুক করা যাবে। গতকাল মেট্রো অ্যাপ ব্যবহার করে ২৩৪৮২ জন যাত্রী মোবাইল কিউআর টিকিট বুক করেছেন যা আগের সোমবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ যা ছিল ১১৭৮৭। যাত্রীরা ভিড় এড়াতে মেট্রো স্টেশনে পৌঁছানোর আগে Aamar কলকাতা মেট্রো অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কিনে মূল্যবান সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন এবং এই অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা প্রতিটি টিকিটের জন্য ৫ ছাড় পেতে পারেন। সম্প্রতি নতুন লাইন খোলার পর যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কেনার জন্য মেট্রো স্টেশনগুলিতে ঘন ঘন ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৬, বুধবার, ১০ ভাদ্র ১৪৩২

পরিচালক অসিন সেন

অসিত সেন ছিলেন বাংলা ও হিন্দি দুই-ই সিনেমার একজন অসামান্য চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রগ্রাহক তথা সিনেমাটোগ্রাফার ও চিত্রনাট্যকার। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে সমকালীন অন্যান্য বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তিনি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে অসিত সেনের অবদান সেই যুগের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশেষ উল্লেখেরও দাবি রাখে। তিনি প্রায় কুড়িটি বাংলা ও হিন্দি সিনেমার পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে- দীপ জ্বেলে যাই (১৯৫৯), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৬৩) এবং হিন্দি সিনেমায়- মমতা (১৯৬৬), খামোশী (১৯৭০), অনোখী রাত (১৯৬৮), সফর (১৯৭০) উল্লেখযোগ্য। অসিত সেনের জন্ম বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের আটসাহী গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ছিল খামার খাড়া গ্রামে। পিতা রবীন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ভারতীয় রেলে চাকুরিরত আইনজ্ঞ এবং মাতা উর্মিলা দেবী। অসিতেরা ছিলেন দুই ভাই (অসিত ও অশোক) এবং চার বোন (কমলা,অঞ্জলি, শিউলি ও গোপা)। অসিতের ডাকনাম ছিল মানিক এবং তার শৈশব কেটেছে মামার বাড়িতে, আটসাহী গ্রামেই। বিক্রমপুরের রাধানাথ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর চলে যান পিতার কর্মস্থলে নওগাঁয়। সেখানকান বেঙ্গলি হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। পরে আইএসসি পড়তে কলকাতায় আসেন। বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় তার সহপাঠী ছিলেন সলিল চৌধুরী ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। প্রথমদিকে তাদের ইচ্ছা ছিল তারা মিলিতভাবে সঙ্গীতজগতেই থাকবেন। কিন্তু বিএসসি পড়ার সময় তার আলাপ হয় তথ্যচিত্র নির্মাতা ও পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্তের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ভালোবাসা করে বিবাহ করেন অভিজাত পরিবারের অসাধারণ সুন্দরী কন্যা রেখা দাশগুপ্তকে। রোজগারের সন্ধানে পড়াশোনা আর করেন নি। এদিকে হরিসাধন দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় তার ফোটোগ্রাফিরতে বিশেষ আগ্রহ জন্মে। শেষে এক চিত্রগ্রাহক তথা সিনেমাটোগ্রাফার রামানন্দ সেনগুপ্ত, যিনি সম্পর্কে ছিলেন তার মামা, তাকে নিজের 'রলিকট' ক্যামেরা দেন এবং তার সহায়তায় ফোটোগ্রাফিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং হিন্দি সিনেমার শুটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। রোজগারের জন্য প্রথমে তিনি কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে 'শিল্পমন্দির' নামে এক ফটো স্টুডিও গড়ে তোলেন। তবে অল্পদিনের মধ্যেই রামানন্দ সেনগুপ্ত প্রথমে তাকে ডি কে মেহতার এবং পরে তার চতুর্থ সহকারী হিসাবে অসিত সেনকে ভারতলক্ষ্মী প্রোডাকশন তে নিয়ে আসেন। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পূর্বরাগ -এ সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী ও পাটনায় মহাত্মা গান্ধীর শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগযাত্রায় তথ্যচিত্র নির্মাণের বরাত পেয়েছিলেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। কিন্তু শারীরিক কারণে তিনি যেতে না পারায়, অসিত সেন টানা ২৫-২৬ দিন শুটিং করেছিলেন। এতদিনে শুটিংয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে নওগাঁয় কর্মরত পিতার সহায়তায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অসমীয়া ভাষায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক সন্ত্রাসবাদীদের ছবি করেন। বাঙালিরা মুম্বইকে জয় করে নিয়েছিল।

টমাস বাটা

টমাস সাহেবের জুতো। এক সাহেবের জীবনী হাতে এসেছিলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন মুচি বা চর্মকার। তাঁর জীবনীটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান বিভূতিভূষণ যে তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়েন। পুরো জীবনীটি বিভূতিভূষণ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিল এ জীবনী পড়া উচিত চাকরি প্রত্যাশী প্রত্যেকটি তরুণ তরুণীর। তিনি ছুটলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল খ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছে। সে জীবনী পড়ে আচার্য্যও মুগ্ধ! তিনি বিভূতিভূষণের বইটির ফরওয়ার্ডও লিখে দিলেন। দুঃখের বিষয়, বইটি ছাপা হলেও জনপ্রিয় হয়নি। চর্মকারের জীবনী আবার কে পড়ে!
টমাস ছেলেটির জন্ম চেকোস্লোভাকিয়াতে, মাত্র ১০ বছর বয়সে সে মাতৃহারা। তার বাপ-ঠাকুরদা সবাই ছিলেন দক্ষ চর্মকার। ৬ বছর বয়স থেকে বাবার কাছে চামড়ার কাজ শিখতে শুরু করেন। ১২ বছর বয়সেই টমাস জুতো তৈরিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ছেলেটির চোখে তখন অন্য স্বপ্ন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ছেলেটি তার দাদা আন্তোনিন ও দিদি অ্যানাকে বুঝিয়ে বলেন যে একটা ছোট্ট দোকান থেকে আর ক'টা জুতো বিক্রি হবে, তার চেয়ে চল আমরা তিন ভাইবোন মিলে একটা জুতোর কোম্পানি বানাই তাতে জুতো বিক্রি হবে অনেক বেশি আর সে কোম্পানিতে কর্মসংস্থানও হবে কিছু মানুষের। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মাত্র ৩২০ ডলার জোগাড় করতে পেরেছিলেন তিন ভাইবোন আর তাই দিয়েই ১৮৯৪তে তাঁরা বানিয়ে ফেললেন একটি জুতোর কোম্পানি। মাত্র ১০ জন কর্মীকে নিয়ে শুরু হওয়া সে কোম্পানিটি কিন্তু একবছরেই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। জুতো তৈরির চামড়া কেনার টাকাও ছিল না। অন্য কেউ হলে ব্যবসার সেখানেই ইতি টানতেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকেই শুরু করলেন। বললেন চামড়া নেই তো কী হয়েছে, ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বানাবো জুতো। বানাতে খরচ বেশি নয়, তাই দামেও হবে সস্তা। নতুনভাবে হলো 'জুতা আবিষ্কার' ! তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম ক্যানভাসের জুতো (যেটিকে আমরা বলি কেডস) আর সেই জুতো বাজারে পড়া মাত্র সুপারহিট ! একবছরের মধ্যে দেনা শোধ করে ঘুরে দাঁড়ালো টমাস সাহেবের কোম্পানি! টমাস সাহেব বুঝেছিলেন প্রোডাকশন বাড়াতে হলে আমেরিকার আবিষ্কার অ্যাসেম্বলি লাইন বস্তুটি আয়ত্ত করতেই হবে। চলে গেলেন আমেরিকা। হাতে কলমে শিক্ষার অন্ধভক্ত ছিলেন তিনি!

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূ সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না।

ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার

ভগিনী নিবেদিতা

জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তম-সুচিত্রা যদি রোমান্টিক জুটি তাহলে উত্তম-ভানু যুগল শাস্ত্রীয় অভিনয়-বন্দিস

বিশেষ প্রতিবেদক

আনন্দময় অভিনেতা ভানু (সাম্যময়) বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্মঃ- ২৬ আগস্ট, ১৯২০ - মৃত্যুঃ- ৪ মার্চ, ১৯৮৩)। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে হাস্যকৌতুকময় অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দিকপাল। তাঁর অভিনয়-জীবন শুরু হয় ১৯৪৭-এ, 'জাগরণ' ছবির মাধ্যমে। সেই বছরই 'অভিযোগ' নামে অন্য একটি ছবি মুক্তি পায়।

এরপর ধীরে ধীরে ছবির সংখ্যা বাড়তে থাকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৪৯), 'বরযাত্রী'(১৯৫১) এবং 'পাশের বাড়ি'(১৯৫২)। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পেল 'সাড়ে চুয়াত্তর', এবং বলা যেতে পারে যে এই ছবির মাধ্যমেই ভানু দর্শকদের নিজের অভিনয়ের গুণে আকৃষ্ট করা শুরু করেন। এর পরের বছর মুক্তি পায় 'ওরা থাকে ওধারে'। ১৯৫৮ সালটিতে মুক্তি পাওয়া অনেক ছবির মধ্যে দু'টি ছিল 'ভানু পেল লটারি'এবং 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'।১৯৫৯-এ মুক্তি পায় 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' এই ছবিতে ভানু নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করেন, বিপরীতে ছিলেন রুমা গুহঠাকুরতা। ১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত '৮০তে আসিও না' ছবিটিতেও ভানু নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করেন, এবং এখানেও ওনার বিপরীতে ছিলেন রুমা দেবী।১৯৬৭ সালে ভানুর আরো একটি ছবি মুক্তি পায়, 'মিস প্রিয়ংবদা' , যেখানে উনি চরিত্রের প্রয়োজনে মহিলা সেজে অভিনয় করেন। এখানে ওনার বিপরীতে ছিলেন লিলি চক্রবর্তী। ভানুর 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে। ভানুর শেষ ছবি 'শোরগোল' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮৪-তে।
১৯৫৮ সালটি ভানুর জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ওই বছরে মুক্তি পাওয়া অনেক ছবির মধ্যে দু'টি ছিল 'ভানু পেল লটারি' এবং 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এর মধ্যে প্রথম ছবিটি থেকে ভানু-জহরের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। গ্রাম্য ভানুর সেই জহুরেদ সম্বোধন এক কথায় অনবদ্য। জহর রায়ের সঙ্গে ভানুর একটা অসম্ভব রসায়ন ছিল, তাঁদের কমিক টাইমিং, সংলাপ বলার ধরন এবং দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল অসাধারণ।
'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' বাংলা ফিল্ম ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন। কাহিনীর বিশদ বর্ণনায় যাচ্ছি না, কিন্তু স্বর্গে গিয়ে ভানু যখন সব দেবতাদের সঙ্গে কথা চালাচ্ছিলেন, এবং তাঁদের যারপরনাই নাজেহাল করছিলেন, সেই দৃশ্যগুলি একদম সাজিয়ে রাখার মতন। এরমধ্যে চিত্রগুপ্ত রূপী জহর রায়ের সঙ্গে ভানুর কথোপকথনগুলি দুর্ধর্ষ। যেমন-এক) ভানুঃ অকালমৃত্যুই যদি হবে, তবে জন্মালো কেন? চিত্রগুপ্তরূপী জহরঃ আজ্ঞে, ঠিকই তো, আমার সব কিরকম গুলিয়ে যাচ্ছে! দুইঃ চিত্রগুপ্তরূপী জহর ঃ আজ্ঞে, সে আপনি ঠিক বলেছেন, দেবতারা যত না খাচ্ছেন, তার থেকে বেশি ছড়াচ্ছেন। ভানুঃ ছড়াচ্ছেন! ছড়ানো বের করছি, একবার ফিরে যাই, কন্ট্রোলের লাইনে চালের জন্য যারা গুঁতোগুতি করছে, তাদের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করে দিচ্ছি; এরপর তারা যখন স্বর্গ রাজ্যে এসে হামলা চালাবেন, তখন কত্তারা বুঝবেন ফুড ক্রাইসিস কাকে বলে! চিত্রগুপ্ত রূপী জহরঃ হেঁ হেঁ হেঁখতা তো বটেই! ওখানেই নারদরূপী পাহাড়ি সান্যাল যখন সবে গান ধরার আগে গলা সাধছেন, ভানুর বক্তব্য ঃ না না, চলবে না, আধুনিক জানা আছে? না জানলেও ক্ষতি নেই, আমি শিখিয়ে নেব'খন, গলা কাঁপাতে পারেন তো?
'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এর আরেকটি অসামান্য মুহূর্ত ছিল হাম-হাম-গুড়ি-গুড়ি নাচ, যেটা ভানু ঊর্বশীকে শেখাচ্ছিলেন! বাংলা কমেডি ছবির ইতিহাসে এই দৃশ্যটি অমর হয়ে থাকবে।
১৯৫৯-এ মুক্তি পায় 'পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট'- এই ছবিতে ভানু নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করেন, বিপরীতে ছিলেন রুমা গুহ ঠাকুরতা। শুধুমাত্র কৌতুক -অভিনেতাই যে তিনি নন, সেটা তিনি এই ছবিতেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর লিপে দু'টি গানও ছিল এই ছবিতে, এবং সেইসঙ্গে ছিল কিছু সোনায়- বাঁধানো সংলাপ, যেমন ঃ আজ্ঞে আমার আসল নাম রমাপদ, কিন্তু বন্ধুরা 'পদ'-ছাড়া করেছে! এই ছবিতেই ছিল পিয়ানোকে টাই পরাইটার ভেবে ভানুর শিক্ষাদান , এরকম হাসির মুহূর্ত বাংলা ছবিতে খুব বেশি নেই।
১৯৬৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত '৮০তে আসিও না' ছবিটিতেও ভানু নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করেন, এবং এখানেও ওনার বিপরীতে ছিলেন রুমা দেবী। এই ছবিতে মান্না দে'র কন্ঠে তাঁর লিপে 'তুমি আকাশ কখনো যদি হতে, আমি বলাকার মত পাখা মেলতাম, পাখা মেলতামখ' গানটি খুবই রোম্যান্টিক এবং সেই সঙ্গে মজারও বটে। এই ছবিতেও প্রচুর দমফাটা হাসির মুহূর্ত আছে, পুকুরে ডুব দিয়ে পুনর্যৌবন-প্রাপ্ত হওয়া নিয়ে লোকজনের মধ্যে বিভ্রাট এবং বিতন্ডা খুবই উপভোগ্য। এখানে জহরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় ছিলেন।
১৯৬৭ সালে ভানুর আরো একটি ছবি মুক্তি পায়, 'মিস প্রিয়ংবদা' , যেখানে উনি চরিত্রের প্রয়োজনে মহিলা সেজে অতুলনীয় অভিনয় করেন। এখানে ওনার বিপরীতে ছিলেন লিলি চক্রবর্তী।
ভানুর সম্পর্কে আলোচনা 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' ছবির উল্লেখ ছাড়া অসমাপ্ত রয়ে যাবে। এই ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭১ সালে, এবং ভানু-জহর জুটির শ্রেষ্ঠ ছবি বলা যেতে পারে। এই ছবির প্রথম দৃশ্যে যখন এনাদের আবির্ভাব হয়, সেই প্রথম দৃশ্য থেকেই দর্শককে মাতিয়ে রাখে এই জুটি। 'কমলা দুধ দেয়! গোয়ালিনী বুঝি? এবং এরপর, গোরুর কেস আমরা করি না, গোরু খুঁজতে হলে বৃন্দাবনে কেষ্ট ঠাকুরের গোয়ালে যান! সেইসঙ্গে যথাযথ মুখভঙ্গী , এ একমাত্র ভানুর পক্ষেই সম্ভব। ওনার মুখাবয়বের মধ্যেই এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে দর্শকরা না হেসে, মজা না পেয়ে থাকতে পারতেন না।
ভানুর শেষ ছবি 'শোরগোল' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮৪-তে। আজীবন আপামর বাঙালী জাতিকে হাসিয়ে নিজের শেষযাত্রায় উনি সবাইকে কাঁদিয়ে চিরবিদায় নেন। প্রাথমিক জীবন ভানু জন্মেছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি'স হাই স্কুল এবং জগন্নাথ কলেজে শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় আসেন ১৯৪১ সালে। এখানে এসে তিনি আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানি নামে একটি সরকারি অফিসে যোগ দেন এবং বালীগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডে তাঁর বোনের কাছে দু'বছর থাকার পর টালিগঞ্জের চারু অ্যাভিন্যু-তে বসবাস শুরু করেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোষ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন সাংবাদিক রবি বসুর কাছে। এক, তিনি টাকা ধার দিয়ে ফেরত চাইতে পারতেন না। দুই, নিজের জন্য কিছু চাইতে পারতেন না। আর তিন, সেটাই সবচেয়ে ঝামেলার, তিনি কারও অন্যায় কথাবার্তা সহ্য করতে পারতেন না। আর এই শেষেরটার জন্য কত মানুষের অপ্রিয় হয়েছেন কতবার। সেই সেবার এক ইন্টালেকচুয়াল স্টার থিয়েটারে বসে একমনে মহাশ্বেতা দেবীর কুৎসা গাইতে ব্যস্ত। কেন তিনি বিজন ভট্টাচার্য্যকে ছেড়ে অজিত গুপ্তকে বিয়ে করলেন তা নিয়ে রসিয়ে চারটি গপ্পো করছিলেন। বোঝেন নি ভিতরেই ভানুবাবু আছেন। আচমকা বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মশাই আপ্নের পিতৃদেব এই বৎসর কত বিঘা জমিতে ধান চাষ দিছেন? ভদ্রলোক অবাক। আমার বাবা ধান চাষ করবেন কেন? তিনি তো দেহ রেখেছেন অনেকদিন হল। বেশ। তবে বাঁইচা গেছেন। জীবিত থাকলে জিগাইতাম মহাশ্বেতা দেবী আপনের কয় বিঘা জমির পাকা ধানে মই দিসে যে আপনের ইন্টা লেকচুয়াল পুত্তুর তারে লইয়া প্যাচাল পাড়তাসে? জন্মের সময় এমন পোলারে নুন দিয়ে মাইরা ফেলেন নাই ক্যান? আবার এই ভানুই যখন জানতে পারেন এইচ এম ভি নতুন কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তীকে ভাগিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভানু ছাড়া কারও রেকর্ড করবে না, তখন তিনিই ফোন করে শর্ত রাখেন, সুশীলের রেকর্ড করলেই আমি রেকর্ড করুম। নয়তো গুডবাই। এইচ এম ভি মেনে নিতে বাধ্য হয় তার কথা।
আমরা দুর্ভাগা এখনও আশিতে আসিও না, মাসিমা মালপোয়া খামু, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট কিংবা ওরা থাকে ওধারে-ওরে আর ঢুকতেই দিমু না কিংবা কমেডি স্কিটে ইনি আর গীতা দে-র সেই সব অসামান্য নাটকের বাইরেও যে এক সিরিয়াস ভানু আছে, তা আমরা মানতে নারাজ। কমেডিয়ানদের সমস্যা হয়তো এটাই। কেউ মানতেই চায় না কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস। উত্তম কুমারের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহ্য করতে হয়েছিল পিতাকে কন্যার অসহনীয় অপমান

পিতার জীবনের সাথে কন্যার কত মিল। রবীন্দ্রনাথ সহ্য করেছেন সন্তান হারানোর বেদনা অদ্ভুত মিল তাঁর কন্যা অতসীলতাও নিজের জীবনে দেখেছেন তাঁকে রেখে তারাদের দেশে পাড়ি দিল দুই সন্তান নীতীন্দ্র ও নন্দিতা। অবশ্যই প্রশ্ন যদি নগেন্দ্রনাথের বদলে, অরবিন্দমোহন কিংবা তরুণরাম ফূকন, মীরার স্বামী হতেন তবে কি মীরার দাম্পত্য জীবন অন্যরকম হতে পারত!
রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট ভুল কী তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরার দাম্পত্য জীবনকে বেদনাময় করেছে! পোশাকি নাম অতসীলতা হলেও মীরা নামে সবাই তাঁকে চিনতেন। মীরা কি বিবাহিত জীবন বা পরবর্তী সময়ে কোনোদিনই সেভাবে শান্তি ও স্বস্তির জীবন অতিবাহিত করেছেন! উত্তরটা না হয় আপনারা বলুন। একটা সময় স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে,দুই সন্তানের মৃত্যুশোক সহ্য করেছেন মা জননী মীরা। একজন মা হয়ে দুই সন্তানের মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করা কত কঠিন যিনি করেছেন তিনি একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন! শুধু এটুকু বলা যায় চরমতম অপছন্দের মানুষ হলেও কারও জীবনে যেন এমন দুর্ভাগ্য নেমে না আসে। মীরার জন্মের পর থেকেই তাঁর পিতার জীবন থেকে আনন্দময় দিনগুলো যেন কেমন করে হারিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সেই সময় একের পর এক মৃত্যুতে মীরা কখনও থেকেছেন দিদির কাছে কখনও বা জেঠিমা জ্ঞানদানন্দীর কাছে। আর শেষ জীবনে শান্তি নিকেতনের ' মালঞ্চ '। স্বামী সুখও মীরার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বরং রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট ভুল মীরার জীবনকে কিছুটা হলেও বেদনার করেছে! অনেকেই সহমত পোষণ না করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ জায়া মৃণালিনী বেঁচে থাকলে কে বলতে পারে মীরার বিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগ্নে অরবিন্দমোহনের সঙ্গে হত না!
মৃণালিনী দেবী তাঁর বেয়ান হন জগদীশচন্দ্র বসু মনে মনে চাইতেন। আলাপ - আলোচনা, ঠাট্টায় বিয়ের দেনাপাওনা নিয়ে কথা হত। অসমের তরুণরাম ফুকনের সাথে মীরার বিবাহের কথা হলেও কবি ঝুঁকলেন তেজস্বী যুবক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে। মীরার সাথে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গো পাধ্যায়ের বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহের দিন থেকে বিরোধের বিষবাষ্প ঘনিয়ে ওঠে। মাধুরীলতা,দূর প্রবাসী ভাই রথীন্দ্রনাথকে লিখেছেন, বরের অসভ্যতায় আমাদের লজ্জাবোধ হয়েছিল। সব কাজের সীমা আছে কিন্তু নগেন্দ্রের বেহায়াপনার সীমা নেই। মীরা কিন্তু সংসার ভাল বেসেছিলেন। তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথমদিকে তেমন কোনও ফাটল চোখে পড়েনি। মীরা, নগেন্দ্রনাথকে লিখেছেন, তিনি কাজ করবার অক্ষম সেজন্য তাঁকে ভুগতে হবে। তবে তাঁর আশা স্বামী নগেন্দ্রনাথ তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। তবে নগেন্দ্রনাথ জায়ার এই আবেগমথিত বক্তব্যকে গুরুত্ব দিলেন না বরং অবজ্ঞা করলেন। মানসিক দুরত্ব দিন দিন বেড়ে গিয়েছে। ছেলে নীতীন্দ্রের জন্ম হল, কন্যা নন্দিতার জন্ম হয় কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ছিলেন নগেন্দ্রনাথে। তাঁর কোনও পরিবর্তন হয়নি। নগেন্দ্র দেশে ফিরে এলে কবি তাঁকে অনেক কাজের ভার দিয়ে ছিলেন, কিন্তু অসম্ভব খরচ করে, ঋণের বোঝা বাড়িয়ে, আত্মীয় -স্বজনের সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করে তিনি সবার জীবনেই অশান্তি নিয়ে আসেন। মাধুরীর সঙ্গে মীরার সম্পর্কও তিক্ত হয়ে ওঠে। বিয়ের আগে পর্যন্ত যে দিদির স্নেহচ্ছায়ায় মীরা ছিলেন, সেই দিদির মৃত্যুও তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করল কিনা 'স্মৃতিকথা' পড়ে তা বোঝা যায় না। সেখানে দিদির কথা খুবই কম। যা বোধহয় সম্ভাব্য ছিল একদিন সেটাই হল। নগেন্দ্রের সঙ্গে মীরার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বারবার অনুভব করেছিলেন, 'এমন কেউ নেই যাকে সব কথা বলা যায়।' প্রথমদিকে সব অভিভাবকদের মত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন মীরা স্বামীর ঘর করুক। তাদের বিচ্ছেদ হোক বাবা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চাননি। তবে শেষদিকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মীরার সঙ্গে নগেন্দ্রের সম্পর্ক একেবারেই তলানিতে ঠেকেছে।
কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জীবনে যত জটিলতা ঘনিয়েছে, তাঁর দুঃখ দেখে অনুতপ্ত হয়ে কবি রথীন্দ্রকে লিখেছেন, 'ওর জীবনের প্রথম দণ্ড ত আমিই ওকে দিয়েছি।... বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল তখনি একটা গোখরো সাপ ফস করে ফণা ধরে উঠেছিল-আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনি ওকে কাটত তা হলে ও পরিত্রাণ পেত।' কত দুঃখে রবীন্দ্র নাথ এ কথা লিখেছিলেন তা অনুমান করা যায়। শেষের দিকে তাঁর দৃঢ়তা পিতার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। মীরা কয়েকবার ফিরে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে চিন্তামুক্ত করার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নগেন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যা লয়ের কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা বিভাগটি গড়ে তোলার চাকরি দিয়েছিলেন। কলকাতায় নগেন্দ্র যখন মীরাকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'মীরার সঙ্গে তোমার লেশমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ আমার কিছুতেই ইচ্ছাসম্মত নয়।

বাংলা পুরাতনী ও মজলিসী সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিবেদক

রাতনী গানে কিংবদন্তি রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকে এক রাম (রামনিধি গুপ্ত) বঙ্গে টপ্পার প্রবর্তন করলেন, গান লিখলেন, সুর দিলেন; অপর রাম (রামকুমার চট্টোপাধ্যায়) তাকে হারিয়ে যেতে দিলেন না, বিশ শতকেও বহাল তবিয়তে লালনপালন করে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন। তাই পাড়ায়-জলসায় দ্বিতীয় রামকে দেখলেই লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলত, ওই দ্যাখো, টপ্পাগায়ক

রামবাবু যাচ্ছেন! হ্যাঁ, 'রামবাবু'। নামের সঙ্গে 'বাবু' শব্দটা এ-যুগে তাঁকেই মানায়। শুধু টপ্পাই নয়, উনিশ শতকের তামাম মজলিসী গানের ভাণ্ডারী ছিলেন রামকুমার। ব্যাকব্রাস চুল, চুনোট ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, কাঁধে উত্তরীয়, শাল-সজ্জায় তাম্বুলরাঙা ঠোঁটে তিনি যখন আসরে হারমোনিয়াম টেনে বসতেন, তখন এক লহমায় পরিবেশ-প্রতিবেশে উনিশ শতক যেন তার রঙ লাগিয়ে দিত। গানের ভাঁজে ভাঁজে তিনি বলে যেতেন সেই সময়ের গল্প, যা আমাদের পৌঁছে দিত ফেলে আসা দিনগুলোতে। অর্থাৎ, রামকুমার হলেন আমাদের ফেলে আসা হারিয়ে যাওয়া, অথচ ছুঁতে চাওয়া দিনগুলোর গীতিময় ডাক-পিয়ন। আবহমানের সুরেলা রানার।
১৯৮৩ সালে পরিচালক তরুণ মজুমদার রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর জীবন অবলম্বনে 'অমর গীতি' ছবিটি যখন করছেন, তখন ছবিতে নিধুবাবু চরিত্রের লিপে টপ্পা গাওয়ার জন্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবাই যায়নি। এমন তো নয় যে, রামকুমার ছাড়া টপ্পা আর কেউ এ-কালে গাইছিলেন না। রেকর্ডের আদি যুগে গওহরজান থেকে শুরু করে অনেকেই টপ্পা গেয়েছেন; কিন্তু টপ্পাগায়ক হিসেবে রাম কুমারের মতো এমন সুখ্যাতি কেউ পাননি, টপ্পার সঙ্গে সমার্থকও কেউ হননি। অথচ এই টপ্পাই একদা রামকুমার গাইতে চাননি। তিনি তখন অবশ্য নিতান্তই বালক। থাকেন উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ায়। সে-বাড়িতে এনায়েত খাঁ সাহেব, ছোটে খাঁ সাহেবের মতো মস্ত বড় বড় সব ওস্তাদ বাজিয়ে-গাইয়েদের নিত্য আনাগোনা।
কারণ, রামকুমারের পিতামহ ছিলেন সঙ্গীত জগতের গুণী মানুষ। বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী ও ভালো তবলচি। সেই সঙ্গে ভালোবাসতেন টপ্পা গাইতে। তা, দাদুর কাছেই নাতির তবলায় হাতেখড়ি হয়েছিল, সঙ্গীতেও। কিন্তু, নাতি রামকুমারের যতটা ভালো লাগত তবলা বাজাতে, গান ততটা না।
তবু, পিতামহ টপ্পা গাইতে গাইতে কথা ছেড়ে সুর তুলতেন, আর পৌত্রকে বলতেন, গান ধরতে। রামকুমারের তখন বয়স অল্প; আদিরসের ভাবওয়ালা গান তাঁর একটুও ভালো লাগত না। তাই নাক সিঁটকে বলতেন, 'দূর, এগুলো ভদ্রলোকের গান নাকি, কেউ গায়!', আর তারপরই পালিয়ে যেতেন। প্রকৃতির কী অদ্ভুত যোগ, যে-গান হতে তিনি দূরে সরে সরে থাকতেন, সেই গানই একদিন তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। আসলে, পিতামহের কণ্ঠে এই সব পুরাতনী গান নিত্য শুনতে শুনতেই এক দিন তাদের ভালোবেসে ফেললেন। তখন পিতামহের তালিম শেষ করে বিষ্ণুপুর ঘরানার সংগীতাচার্য যতীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিতে নাড়া বাঁধলেন। আর, কালোবাবু অর্থাৎ প্রসিদ্ধ টপ্পা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখতে লাগলেন টপ্পা। এঁরা সকলেই ছিলেন রামবাবুর পিতামহের সুহৃদ।
গান না-গেয়ে শুধু তবলচি হয়েও বিখ্যাত হতে পারতেন রামকুমার। তবলায় তিনি বেনারসের বিখ্যাত বুন্দিপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্য। ছোট থেকেই তাঁর হাত ও কান তালে-লয়ে-সুরে এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, বড় বড় ওস্তাদেরাও তাঁর সঙ্গতে আসর জমাতেন নির্দ্বিধায় ও অবলীলায়।
তখন তাঁর মাত্র আট বছর বয়স। বিডন স্ট্রিটের কালী মিত্রের বাড়িতে মজলিসী আসর বসেছে। তাতে ওস্তাদ এনায়েত খাঁ-সাহেব সেতার বাজাবেন; আর ওস্তাদ ছোটে খাঁ-সাহেব বাজাবেন সারেঙ্গি। এঁরা দুজনেই রামকুমারের পিতামহের বন্ধু। রামকুমারকে খুব স্নেহ করেন।
বন্ধুর কাছে দুই ওস্তাদ যখন শুনলেন যে, নাতিসাহেব তৈরি হয়ে উঠেছেন; তখন টেনে একেবারে আসরের তবলায় বসিয়ে দিলেন। ওই বয়সেও রামকুমারের মনে ভয়ডর বলে কিছু এল না। তিনি নির্দ্বিধায় বসে, নির্বিঘ্নে আসর জমিয়ে দিলেন। দুই বড় ওস্তাদের সঙ্গে টরেটক্কা পাল্লায় তিনি এমন মিষ্টি বাজালেন যে, উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারিফের পাহাড় শেষ হতে চাইল না।
তারপর কত কত আসরে কত যে বিখ্যাত বিখ্যাত সব সঙ্গীতজ্ঞ -গাইয়ের সঙ্গে তবলা বাজালেন, তার ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কাজী নজরুল--সেকালের দিকপালদের মধ্যে কে নেই সেই তালিকায়! তখন রেডিওতে নববর্ষ, দুর্গাপুজো, বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে স্টেজ-প্রোগ্রামের মতো করে জলসা হত। সেই সব জলসাতেও কত বার তবলা বাজিয়েছেন রামকুমার। তখন 'আকাশবাণী' ছিল গারস্টিন প্লেসের বাড়িতে। একদিন সেখানকার বাঁধা কণ্ঠশিল্পীও হয়ে উঠলেন তিনি। যোগাযোগের হোতা হলেন অবশ্য

লেখকের কলমে নায়ক 'উত্তম'

মনোজ দেবনাথ, টালিগঞ্জ

১৯৬৪'র এক ডিসেম্বরের ভোর, আনুমানিক ভোর ৫ টা। বিশপ লেফ্রয় রোডের এক বাড়ির সামনে একটি অস্টিন গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আগাগোড়া শাল দিয়ে মোড়া এক লোক নেমে একটি বাড়িতে বেল বাজালেন, একবার নয় তিন চারবার কিছুক্ষণ পরে এক চাকর দরজা খুললো। -আপনার বাবু ঘুম থেকে উঠেছেন? জনৈক আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। -আজ্ঞে না, এখনো ওঠেননি, অন্যদিন উঠে যান, কাল একটু রাত পর্যন্ত কাজ করেছেন তো তাই এখনো ওঠেননি। -ওনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, যদি দয়া করে একটু ডেকে দেন। -এপয়েন্টমেন্ট করা ছিল? না, খুব জরুরি দরকার, তাই এতো ভোর ভোর ঘুম ভাঙিয়ে। আসলে এপয়েন্টমেন্ট না হলে বাবু তো দেখা করতে পারেন না। আমি জানি, তাই এতো ভোরে এসেছি , খুব, খুব দরকার। আচ্ছা, বসুন উ কি নাম বলবো ? বলবেন অরুনবাবু এসেছেন। মিনিট কুড়ি বাদে ঘরে এক দীর্ঘদেহী লোকের প্রবেশ। আরে উত্তমবাবু আপনি ? এতো ভোরে ? আমার কাছে ? সব ঠিক আছে তো ? কিছু বিপদ হলো? -আরে না মানিকবাবু, সেরকম কিছুই হয়নি, তবে কিছুটা সেরকম বলতেই পারেন। একটু খুলে বলবেন, যদি কিছু করতে পারি। -আমি কেমন অভিনেতা মানিকবাবু ? আমার মধ্যে কি ত্রুটি আছে একটু বলবেন? -কি বলছেন উত্তমবাবু, আপনার অভিনয়ের মধ্যে ত্রুটি ? আপনি সারা বাংলার নয়নের মণি। -না মানিকবাবু, আমি সারা বাংলার নয়, আপনার মতামত চাই। একেবারে সৎ উত্তর জানতে চাই, খোলাখুলি। -সত্যি কথা বলবো ? -একদম! সেটাই তো চাই মানিকবাবু। -আমি মনে করি আপনার মতো অভিনেতা ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীতে ১০০ বছরে একটা আসে। আপনি অভিনেতা নন, কিংবদন্তি। -তবে আপনার মতো একজন বিশ্ববিরেণ্য পরিচালক আমার পাশের পাড়াতে থাকা সত্ত্বেও আমি আপনার ছবিতে সুযোগ পাচ্ছি না কেন? উত্তম কুমারের দিকে একদৃষ্টে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকলেন সত্যজিৎ রায়। তারপর বললেন, সত্যি কথা আপনার কাছে স্বীকার করি? আপনার মতো লোকের কাছে আমার অক্ষমতা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। -আপনার অক্ষমতা! -হ্যাঁ উত্তমবাবু, আপনার যা পারিশ্রমিক তার অর্ধেক আমার একটা ছবির পুরো প্রোডাকশন বাজেট। আপনাকে এফোর্ড করার ক্ষমতা আমার নেই। -ওহ এই কথা। আমি আপনার ছবিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজি। -তা কি করে হয়, আমি একজন পরিচালক হয়ে জানি আপনার মূল্য কত উত্তমবাবু। আমি আপনাকেও বলতে চাই, আপনি যে পারিশ্রমিক নেন, সেটাও অনেক কম। -আপনি জানেন, স্টার হয়েও আপনার সাথে কাজ না করার যন্ত্রণা কী ? আমি রাতে ঘুমাতে পারি না মানিক বাবু; শ্রোতাদের করতালির মধ্যে আমি হাহাকার শুনি, স্তাবকদের মাঝে আমি দিশাহারা। -আপনি এরকম একদম ভাববেন না উত্তমবাবু। আপনার অভিনয় নিয়ে কারুর কিছু বলার নেই, আমারও নেই। তবে আপনি যখন এলেন, আমি আপনাকে নিয়ে কোনো চিত্রনাট্য নিশ্চই ভাববো। যেটা আপনি ছাড়া কাউকে মানাবে না, কেউ করতে পারবে না। আমাকে একটু সময় দিন।

বড় চমক বালুরঘাটে, শ্বেতশুভ্র ১২ ফুটের গণেশ দেখবেন বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ আগস্ট ঃ আধুনিকতার সঙ্গে পাল্টাচ্ছে ভাবনা। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে আগে গণেশ পুজোর প্রচলন তেমন ছিল না বললেই চলে। তবে, এখন গণেশ পুজোর বহর ক্রমশ বাড়ছে বলে মত মৃৎশিল্পীদের। পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্যবসায়ী এই পুজো করতেন। গণেশ পুজো মূলত মহারাষ্ট্র, গুজরাটে ধুমধাম করে হয়। কিন্তু এখন বাঙালিদের মধ্যে বেড়েছে গণেশ পুজো। এক দশকের মধ্যে সকলে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় গণেশ পুজো করছেন। এবছর বড় আকারে ধুমধাম করে পুজো হবে। শ্বেতশুভ্র বড় মাপের ১২ ফুটের গণেশ প্রতিমা দেখবেন বালুরঘাটবাসী। এবিষয়ে পুরোহিত শুভঙ্কর চক্রবর্তী জানান, আগে বালুরঘাটে সেইভাবে গণেশ পুজো দেখা যেত না। তবে এখন গণেশ পুজোর প্রসার ঘটছে শহরে। বালুরঘাট শহরের উত্তমাশা পল্লী, কলেজ মোড়, টাউন ক্লাব, বেলতলা পার্ক, বিশ্বাস পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় গণেশ পুজো এবার ধুমধাম করে আয়োজিত হচ্ছে। পাশাপাশি, শহরের বেশ কিছু এলাকায় গত কয়েক বছর ধরে ভক্ত সমাগমে পুজো শুরু হয়েছে। শহরের আনাচে কানাচে গণেশ চতুর্থীর দিন এবার ভক্তরা মেতে উঠবেন গজাননের পুজোয়। ইতিমধ্যেই শহরের চকভৃগু এলাকায় বসেছে পাথরের গণেশের মূর্তি। উত্তমাশা এলাকার পুজোয় এবার প্রায় ১২ ফিট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা থাকবে। তার সঙ্গে এবছর মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবার শহরের প্রতিটি পুজো বহরে বেড়েছে। মূলতঃ বিভিন্ন জায়গায় একত্রিত হয়ে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে গণেশ পুজোয় আগ্রহী হয়ে উঠছেন শহরের মানুষেরা।

স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

দুরন্ত বার্তা, মালিগাঁও, ২৬ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার হাসপাতাল নেটওয়ার্কে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি উন্নীত করার জন্য বড় পদক্ষেপ নিয়েছে, যা তার কর্মচারী, তাদের পরিবার এবং সাধারণ জনগণের কল্যাণের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে, উন্নত ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম, অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার এবং সম্পূর্ণভাবে সু-সজ্জিত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট সহ হাসপাতালের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ১৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে, সেন্ট্রাল হাসপাতালে পুনর্নির্মিত মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ড, অর্থোপেডিক ওয়ার্ড এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের অধীনে একটি হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট উদ্বোধন করা হয়। এই বছর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অধীনে রেলওয়ে হাসপাতালগুলিতে বেশ কয়েকটি নতুন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়েছে। ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল,

কাটিহারে একটি ডিজিটাল এক্স-রে ইউনিট এবং একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অটো অ্যানালাইজার উদ্বোধন করা হয়েছে। রাঙাপাড়া নর্থে স্থিত সাব- ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালটি এখন একটি নতুন সিআর সিস্টেম এক্স-রে মেশিন দিয়ে সজ্জিত। সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এ, একটি উন্নত ল্যাসোট্রনিক্স লেজার ডায়োড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এ নবনির্মিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডক্টরস হোস্টেল এবং ডরমিটরির পাশাপাশি পুনর্নির্মিত চারটি সেমি কেবিনও উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও, অম্বুবাচী মেলা ২০২৫-এর সময় তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা প্রদানের জন্য ২০ থেকে ২৬ জুন ২০২৫ পর্যন্ত কামাখ্যা স্টেশন চত্বরে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বুথ স্থাপন করা হয়েছিল। ডিজিটাল ইন্ডিয়া পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাসপাতালগুলি রোগীর যত্নকে সহজতর করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবার সমন্বয়ে উন্নত করার জন্য ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ডস (ইএইচআর) বাস্তবায়ন করেছে। এটি সুনিশ্চিত করার জন্য, যে চিকিৎসা কর্মী সর্বশেষ পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির সাথে আপডেট থাকে, নিরন্তর প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগে সক্রিয়ভাবে জড়িত, যার ফলে হাজার হাজার জনসাধারণ উপকৃত হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্যসেবায় উৎকৃষ্টতার জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে, যা সময়ের সাথে সাথে তাদের চিকিৎসা কর্মীদের দ্বারা প্রাপ্ত অসংখ্য পুরস্কার এবং প্রশংসার মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে এবং জীবন রক্ষাকারী পরিষেবার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠার প্রতি সম্মান জানাচ্ছে।

ডাক্তার হওয়ার চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৬ আগস্ট ঃ নিটে ছিল দুর্দান্ত রেজাল্ট। ডাক্তার হতেই হবে। পরিবারের এই ইচ্ছেটা চাপিয়ে দেওয়াই কাল হল! ১৯ বছরেই ইতি ঘটল সব স্বপ্নের। মৃত ওই ছাত্রীর নাম দীপশিখা মাইতি। নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তিনি। সোমবার গভীর রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই ছাত্রী। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মানসিক চাপ থেকেই এই ঘটনা। যদিও ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে খবর, ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্রী ছিলেন দীপশিখা। স্বপ্ন দেখতেন গবেষক হওয়ার। এমনকী ইসরোর মহাকাশ গবেষণাতে সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা-মা চান, মেয়ে পড়ুক ডাক্তারি। আর তা নিয়ে মাঝে মধ্যেই পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ লেগেই থাকত দীপশিখার। নিট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলেও ডাক্তার হতে চাননি তিনি। কিন্তু পরিবারের চাপে শেষমেশ ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করতে রাজি হন। কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারেননি দীপশিখা। জানা যায়, আজ মঙ্গলবার বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তার। বাসের টিকিটও বুক করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন দীপশিখা। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে নিজের ঘরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন মেধাবী দীপশিখা। মঙ্গলবার সকালে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের ধারণা, রাগ-অভিমানে সম্ভবত আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন ওই মেধাবী ছাত্রী। যদিও অন্য কোনও কারণ আছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শিয়ালদহ এসি লোকাল ট্রেনে মায়াপুর, আলোচনা শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি লোকাল ট্রেনের শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর ভায়া নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত যাওয়া নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে চিঠি দেওয়ার কথা বলা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। সাংসদ জগন্নাথ সরকারের রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি লোকাল ট্রেনের শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর ভায়া নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত যাওয়া নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে চিঠি দেওয়ার কথা বলা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। যে চিঠিতে তিনি নবদ্বীপ ঘাটে যাওয়ার জন্য নদীর উপর ছোট ব্রিজ ও রেলের দখলদারি হওয়া জমি উচ্ছেদের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে এই ট্রেন কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়া হবে বলা হলেও দেখা গেল রানাঘাট থেকে ছাড়ছে। তাই কৃষ্ণনগরের বাসিন্দাদের মন খারাপ কারণ কৃষ্ণনগর থেকে এই এসি ট্রেন ছাড়া নিয়ে কিছুদিন ধরে চর্চা তুঙ্গে ছিল। এই নিয়ে প্রবীণ এক বাসিন্দা বলেন, 'কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদহ পার্যন্ত একটা এসি ট্রেন হওয়ার কথা ছিল। সেই ট্রেন কেন হল না, জানি না। তবে ট্রেন কৃষ্ণনগর পর্যন্ত হলে বয়স্ক শিশু থেকে রোগী নিয়ে যাওয়া আনার ক্ষেত্রে সুবিধা হত। মানুষ একটু স্বস্তিতেও যেতে পারত।' এ প্রসঙ্গে সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'এসি লোকাল শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর ভায়া নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত গেলে বিদেশি ভক্তরা ইস্কন মন্দিরে যেতে পারবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ নদীর উপর একটা ছোট ব্রিজ যেন করে দেন। সেখানে ব্রিজ করে দিলে প্রচুর স্থানীয় ও বিদেশি ভক্ত ইসকন মন্দিরে যেতে পারবে।' তিনি আরও বলেন, 'রানাঘাট এসি ট্রেনটা নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত আমরা নিচ্ছি। রেলের জমি দখলদারি হয়ে আছে। উচ্ছেদের কাজটা রাজ্য করলে রেল ওখানে পৌঁছে যাবে। তারপর নদীর উপর রাজ্য ব্রিজ করে দিলে পায়ে হেঁটে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী ইসকন মন্দিরে যেতে পারবে। তাই আমি অনুরোধ করছি উদ্যোগ নিক সরকার। আমি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি।'

জেলায় তৃণমূল চালাচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস থেকে যাওয়া নেতারা .. বিশ্বজিত সরকার

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৬ আগস্ট ঃ দীর্ঘ চার বছর পর কোচবিহারে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ঘোষণা হয়েছে। মঙ্গলবার কোচবিহারে নতুন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করল বিশ্বজিত সরকার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় তিনি বলেন কোচবিহার জেলায় তৃণমূলীদের তৃণমূলে কোন জায়গায় নেই। ফরওয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস থেকে যাওয়া নেতারা কোচবিহারে তৃণমূলটা চালাচ্ছেন। তৃণমূলের কোনো বড় নেতা কোচবিহারে নেই বর্তমানে তৃণমূলে যে নেতারা রয়েছেন তারা কংগ্রেসের প্রোডাক্ট। তাদের কোন জনভিত্তি নেই পাবলিক এদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বর্তমানে মমতার হাওয়াই চটি মাথায় নিয়ে ওরা নেতা। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা কংগ্রেস দপ্তরে নবনির্বাচিত এই জেলা সভাপতিকে সংবর্ধিত করেন কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। এখানেই কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের পাশে বসিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বজিত সরকার আরও বলেন - সাংগঠনিক ভাবে কংগ্রেস শক্তিশালী হবে কোচবিহার জেলায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ফ্যাক্টর হবে কংগ্রেস বলে প্রকাশ করেন তিনি। উল্লেখ্য দীর্ঘ বেশ কিছুদিন যাবত একপ্রকার সভাপতি ছাড়াই চলেছে কংগ্রেস ফলে স্বভাবতই ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিল তারা। দীর্ঘদিন পর নবনির্বাচিত কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিত সরকারের সংবর্ধনা সভায় দেখতে পাওয়া গেল প্রচুর কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের। পুরনো প্রচুর কংগ্রেস কর্মী এসেছিলেন মঙ্গলবার তাদের দলীয় কার্যালয়ে। দীর্ঘদিন বাদে বিশ্বজিত সরকারের নেতৃত্বে তাহলে কি নতুন রূপে আবার দেখতে পাওয়া যাবে কংগ্রেসকে ? তার

বক্তব্য অনুযায়ী আগামী বিধানসভায় তাহলে কি ফ্যাক্টর হবেই কংগ্রেস ? এ প্রশ্ন হই এখন চাঁদা দিচ্ছে শাসক ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। উল্লেখ্য বিশ্বজি সরকার দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেসের এআইসিসি মেম্বার। প্রাক্তন ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বর্গীয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের খুব স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। ছাত্র জীবনের পর যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব সামলেছেন। গত লোকসভায় তার স্ত্রীকে তার চেয়েও করে কংগ্রেস এমত অবস্থায় বিশ্বজিত সরকারের হাতে নতুন করে কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়ায় স্বভাবতই উজ্জীবিত কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

গোসাবায় নদীবাঁধে ধস, আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ২৬ আগস্ট ঃ বিগত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টি ও অমাবস্যার ভরা কটালের জলের চাপে এবার বাঁধে ধস নামলো সুন্দরবনের গোসাবার গ্রামে। সোমবার গোসাবা ব্লকের বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলামেথি গ্রামে গোমর নদীর বাঁধে হঠাৎই ধস নামে। প্রায় ১৩৫ মিটার এলাকা জুড়ে নদীবাঁধের মাটি ধসে তলিয়ে যায় নদীতে। এই ধসের কারণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি সেচ দফতরকে খবর দিলে সেচ দফতর থেকে এসে সেই নদীবাঁধের মেরামতির কাজ শুরু করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়নি। মঙ্গলবার গোসাবা ব্লকের সেচ দফতরের আধিকারিক শুভদীপ দালাল বলেন, আপাতত এলাকা বিপদমুক্ত। জোরকদমে কাজ চলছে নদীবাঁধ মেরামতির। এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই কংক্রিটের বাঁধের দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু সেই বাঁধ এখনও হয়নি। আর তাই বর্ষাকাল বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তো বটেই, সাধারণ অমবশ্যা ও পূর্ণিমার ভরা কটালেও এলাকার সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত থাকেন। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, জানিনা কবে এই বাঁধ কংক্রিটের হবে! আদৌ হবে কিনা। দুর্বল নদীবাঁধের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো বটেই, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কটালেও আমাদের বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ২৬ আগস্ট ঃ বাসন্তীতে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতার নাম ময়না মোল্লা (২২)। অভিযুক্ত স্বামী মইদুল মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাসন্তীর বড় গেওখালী গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সঠিক কি কারণে খুন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংযোজনী

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের গোরক্ষপুর-গোন্ডা শাখায় গোরক্ষপুর - ডোমিনগড় স্টেশনের মধ্যে ৩য় লাইন চালু এবং গোরক্ষপুর-আনন্দপুর শাখায় গোরক্ষপুর ও নাকাহা জঙ্গল স্টেশনের মধ্যে ডাবলিং সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং **(২২.০৯.২০২৫ তারিখ)** / নন-ইন্টারলকিং **(২৩.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত)** কাজ তৎসহ সিআরএস ইন্সপেকশন **(২৬.০৯.২০২৫ তারিখ)**-এর জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি **অতিরিক্তভাবে** নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ

- **বাতিল (সংযোজন)** ঃ (১) **১৫০৪৯ কলকাতা - গোরক্ষপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯ এবং ২৮.০৯.২০২৫); (২) **১৫০৫০ গোরক্ষপুর - কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৯ এবং ২৭.০৯.২০২৫); (৩) **১৫০৫১ কলকাতা - গোরক্ষপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯.২০২৫); (৪) **১৫০৫২ গোরক্ষপুর - কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৫); (৫) **১৫০৯৮ জম্মু তাওয়াই - ভাগলপুর অমরনাথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৯.২০২৫); (৬) **১৫০৯৭ ভাগলপুর - জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৫)।
- **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (সংযোজন)** ঃ (১) **১৩৫০৭ আসানসোল - গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৯.২০২৫) সিওয়ান জংশন স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং সিওয়ান ও গোরক্ষপুরের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। (২) **১৩৫০৮ গোরক্ষপুর - আসানসোল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২০২৫) সিওয়ান জংশন স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং গোরক্ষপুর ও সিওয়ানের মধ্যে পরিষেবা বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় টেট প্রার্থীদের বিক্ষোভঃ নিয়োগে হস্তক্ষেপের দাবি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার বর্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ হাইস্কুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায় আচমকাই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় টেট প্রার্থীদের বিক্ষোভে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য চলাকালীনই প্রায় ১৫-২০ জন টেট প্রার্থী প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন সভাস্থলে। তাদের অভিযোগ, ২০২২ সালের টেট পরীক্ষা দেওয়ার পরও এখনও কোনো নিয়োগ হয়নি। বহুদিন ধরে তাঁরা বঞ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সরাসরি নিজেদের দাবি পৌঁছে দিতে চাইলেও প্রশাসনের তরফে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ প্রার্থীদের। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল- দীর্ঘ বঞ্চিত প্রাথমিকে নতুন নিয়োগে মাননীয়ার হস্তক্ষেপ চাই। এই ঘটনার জেরে সাময়িক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় সভায়। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভকারীদের দিকে এগোতেই তাঁরা নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। টেট পাশ করা শিক্ষকরাও চেঁচিয়ে তাঁদের আবেদনের কথা জানান। ফলে সামনের সারিতেই হইচই শুরু হলে নিজের বক্তব্য মাঝপথে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। উত্তেজনা বাড়তে দেখেই মঞ্চ থেকে দ্রুত নেমে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস। পুলিশের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিক্ষুব্ধরা কি বলতে চাইছে তা জানতে চায় তারা। পরে শেষপর্যন্ত বিক্ষুব্ধ প্রার্থীরা পুলিশের মারফত মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেন।

ইভটিজিংয়ের অভিযোগ, উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ আগস্ট ঃ ইভটিজিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল হরিশ্চন্দ্রপুরে। গ্রাম্য সালিশি সভাকে ঘিরে গ্রামে প্রবল উত্তেজনার জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে মার খেলেন খোদ পুলিশ আধিকারিকরা। জানা গেছে, সোমবার মাঠে গরু চড়াতে গিয়েছিলেন এক তরুণী। সেখানেই ইভটিজিংয়ের শিকার হন তিনি। স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ ওঠে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের এক গ্রামে। অভিযোগের জেরে গ্রামের মাতব্বররা সালিশি সভা ডাকেন এবং অভিযুক্ত যুবককে তাঁরা নিজেরাই শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সুষ্ঠভাবে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন জানানো হয় গ্রামবাসীদের কাছে। আর তা নিয়েই বাঁধে গণ্ডগোল। অভিযোগ, গ্রামবাসীরা মূল সড়কে পুলিশকে আটকে দেয় এবং পুলিশের গাড়ি গ্রামে প্রবেশে বাধা দেয়। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, লাঠি- সোঁটা নিয়ে একদল গ্রামবাসী পুলিশ বাহিনীর উপর চড়াও হয়। হামলা চালায়। বেধড়ক মারধরের শিকার হন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর শঙ্কর রজক ও নিত্যানন্দ সাহা। বাধা দিতে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকারকেও লক্ষ্য করে হামলা চালান হয়। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। এলাকায় ব্যাপক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। থমথমে পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা। প্রশাসনের উপর প্রকাশ্য হামলা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ডেঙ্গু'র সার্ভেতে গিয়ে অ্যাসিড হামলার শিকার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ আগস্ট ঃ হাওড়ার দক্ষিণ সাঁকরাইলের মান্নাপাড়ায় ডেঙ্গু'র সার্ভেতে গিয়ে অ্যাসিড হামলার শিকার হলেন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী, এলাকায় উত্তেজনা। গ্রেফতার ২। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ সাঁকরাইলের বড়বাগান মান্নাপাড়ায়। মূল অভিযুক্ত সহ ২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, এদিন বেলা ১১ টা নাগাদ দক্ষিণ সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের তিন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী মান্নাপাড়ায় যান। কয়েকদিন আগে সেখানকার একটি বাড়ি থেকে ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া গিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই সূত্রে ফের খোঁজ নিতে গিয়ে বাড়ির সদস্যদের সচেতন করার চেষ্টা করার সময় দু'পক্ষের বচসা বাধে। অভিযোগ, আচমকাই অভিযুক্ত ব্যক্তি এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মাথা ও পিঠে অ্যাসিড ঢেলে দেন। আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। প্রথমে তাঁকে হাজি এস টি মল্লিক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে এক নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল বলেন, মানুষের সেবায় নিয়োজিত কর্মী অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অত্যন্ত নিন্দার ঘটনা। পুলিশ ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেফতার করে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। যাতে কঠোর শাস্তি হয় তারও ব্যাবস্থা করা হবে। হাওড়া সিটি পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানান, এই ঘটনায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে তদন্ত চলছে।

বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ আগস্ট ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী আসতে চলেছেন শ্রীচৈতন্যের পূণ্যভূমি নদীয়াতে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বিজেপির নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে এই সফর অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফরকে ঘিরে জেলাজুড়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। যদিও এখনো জনসভার সঠিক স্থান নির্ধারিত হয়নি, রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক বিজেপির সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী জানিয়েছেন, দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে অনুষ্ঠানস্থল চূড়ান্ত করা হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি কলকাতার জনসভায় মোদীর বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও মোদীর বাংলায় আগমন বিজেপির নির্বাচনী প্রস্তুতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবার বিজেপি পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করতে চাইছে। নদীয়ার এই সফর সেই কৌশলেরই অংশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীচৈতন্যের ভূমিতে মোদীর আগমন শুধুই রাজনৈতিক নয়, এতে ধর্মীয় আবেগও যুক্ত থাকায় গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাটোয়া-আমোদপুর শাখায় বাড়ল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ আগস্ট ঃ পুজোর মুখে সুখবর যাত্রীদের জন্য। কাটোয়া-আমোদপুর শাখায় বাড়ল ট্রেন। উৎসবে মাতলেন এলাকাবাসীরা। দীর্ঘ আন্দোলন ও ধারাবাহিক স্মারকলিপি জমা দেওয়ার ফলস্বরূপ অবশেষে কাটোয়া-আমোদপুর শাখায় চালু হল নতুন ট্রেন। আমোদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই ট্রেন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবি পূরণ হল। সোমবার নতুন ট্রেন কীর্ণাহার ও লাভপুর আসতেই স্টেশনে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ঢাকঢোল বাজিয়ে এবং শাঁখ বাজিয়ে ট্রেনকে বরণ করেন। স্টেশন চত্বরে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পূর্ব রেল হাওড়া ডিভিশন সূত্রে জানা যায়, কাটোয়া স্টেশন থেকে প্রতিদিন বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে ছো়ে ট্রেনটি আমোদপুর পৌঁছবে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে। ফের আমোদপুর স্টেশন থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে কাটোয়া পৌঁছাবে সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে। নিত্যযাত্রীরা বলেন, নতুন ট্রেন চালু হওয়ায় পড়ুয়া থেকে চাকুরিজীবী সবাই উপকৃত হবেন। নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধান মাঝি বলেন, রেল যাত্রী সংগঠনের আন্দোলন এখানেই থেমে নেই। যতদিন না রামপুরহাট থেকে আমোদপুর- কাটোয়া হয়ে সরাসরি শিয়ালদহ বা হাওড়াগামী ট্রেন চালু হচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে।

নতুন করে প্লাবিত ঘাটাল, ১০ দিনের ব্যবধানে ফের বন্যা

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২৬ আগস্ট ঃ আবার প্লাবিত ঘাটাল। এদিন নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে পাঁচবার প্লাবিত পান্না এলাকা। আশপাশে যে দিকে তাকানো যায় সর্বত্র জল। ঘাটালের পাশাপাশি দাসপুরেও ফের নতুন করে বন্যার ভ্রুকুটি। ১০ দিনের ব্যবধানে জল বেড়েছে। ফের বৃষ্টি না হলেই ভালো। যদিও তা প্রকৃতির হাতে। সদর মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ঘাটাল ও দাসপুরের মানুষ ফি বছর আতঙ্কিত। এই মুহূর্তে বন্যা এলাকায় পরিদর্শনের পর বি ডিও'রা সমন্বয় রক্ষা করছে বলে জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এদিনও যথারীতি ত্রিপল, রান্না করা খাবারও বিতরণ করা হয় দুর্গতদের মধ্যেই। এছাড়াও মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫০ জন সাপে কাটা রোগী ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। তবে, কেউ তাদের মধ্যেই মারা যান নি। যদিও ৭০০ সাপ ধরা হয়েছে। 'স্নেক ক্যাচার' রয়েছে, কাজে নেমেছে। ঘুরছে প্লাবিত এলাকায়। এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২ - ৩ বার বন্যা কবলিত এলাকায় চাষের জমি প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত। আমন ধানের জমিতে জল ছুটছে এখন। শ্রী বিশ্বাস মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে, রেহাই মিলছে না। গত ১৫ আগস্টের পর ফের জলমগ্ন ঘাটাল। কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্লাবিত এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে আগুন, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ আগস্ট ঃ কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে আগুন। মঙ্গলবার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। মুহূর্তে সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর। ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হাসপাতালের দাযিত্বে থাকা চিকিৎসক সংকেত বিশ্বাস জানান, পুরোনো একটি ফ্যানে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে ওঠে। শর্ট সার্কিটের জেরে এমনটা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। যেখানে আগুন লেগেছে তার একপাশে বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয়। অপরদিকে রয়েছে চক্ষু পরীক্ষাকেন্দ্র। চক্ষুপরীক্ষক তিতাস রঞ্জন দাস জানান, সবাই চিৎকার করে দৌড়াতে থাকেন। বাইরে এসে দেখা যায় আগুন জ্বলছে। এদিন আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগীরা। যদিও বড় কোনো ক্ষতি হয়নি।

ভ্যানের রেষারেষি ও বেপরোয়া গতির বলি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ আগস্ট ঃ তিনটি ইঞ্জিন ভ্যানের রেষারেষি ও বেপরোয়া গতির বলি হল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। জনরোষে আক্রান্ত এক ইঞ্জিন ভ্যান চালক। দেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়দিঘির কুমরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরঘেরির কাছে। মৃত স্কুল পড়ুয়ার নাম টগরি বাউর। স্থানীয় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সে। মঙ্গলবার স্কুল ছুটির পর বিকেলে বোলের বাজার রোড ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় উলটো দিক থেকে তিনটি পাথর বোঝাই ভ্যান দ্রুত গতিতে আসছিল। স্থানীয়দের দাবি, চালকরা নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করছিল। যার জেরে দুর্ঘটায় প্রাণ হারায় টগরি। উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা।

পেট্রো কার্বোন অ্যান্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেড

ATHA GROUP

সিআইএনঃ এল২৪১১০ডব্লু২০০৭পিএলসি১২০২১২
ঠিকানাঃ অভনি সিগনেচার, ৬ষ্ঠ তল, ৯১এ/১, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০১৬, ফোনঃ +৯১ ৩৩ ৪০১১৮৪০০
ইমেলঃ pccl@athagroup.in, ওয়েবসাইটঃ www.pccl.in

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২:৩০ টায়** অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) নোটিশ প্রচার করা হচ্ছে। পেট্রো কার্বন অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাথে সম্পর্কিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ('বার্ষিক প্রতিবেদন') এবং সাধারণ স্থানে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর বিধান অনুসারে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এর জেনারেল সার্কুলার নং ০৯২০২৪ তারিখের ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') এর সার্কুলার নং SEBI/HO/CFDvCFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, অনুসারে, সেইসব সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপি') সাথে নিবন্ধিত ছিল। ২০২৪ সালের নোটিশ এবং সময়ে সময়ে এই উদ্দেশ্যে জারি করা অন্যান্য সার্কুলারগুলি মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.pccl.in**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪, সংশোধিত, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('এসইবিআই তালিকাভুক্তির প্রবিধান') এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এর সাথে পঠিত, মেনে চলে, কোম্পানি সদস্যদের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত, যা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রযোজ্য। কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')-কে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য এবং ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভিসি/ওএভিএম সুবিধা এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত করেছে।
শুধুমাত্র সেইসব সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে তারাই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
রিমোট ই-ভোটিং **মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯:০০ টা)** থেকে শুরু হবে এবং **বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫:০০ টা)** পর্যন্ত শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর, এনএসডিএল ই-ভোটিং এর জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও এজিএম-এর সময় উপলব্ধ থাকবে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এর সময় ভোট দিতে পারবেন। এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে এজিএম-এর সময় উপলব্ধ ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সদস্য একবার কোনও প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে, তারা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। রিমোট ই-ভোটিং, এজিএমে যোগদান, এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং, ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন এবং লগইন বিশদ প্রাপ্তির জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ১৮তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর তারিখের পরে যদি কোনও ব্যক্তি শেয়ার (গুলি) অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাহলে তিনি ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অথবা **evoting@nsdl.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসজিএল বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.com এ সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রেকে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
চেয়ারম্যান বা অন্য কোনও অনুমোদিত ব্যক্তি, যেমনটি প্রযোজ্য, ফলাফল ঘোষণা করার পরপরই, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pccl.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পোস্ট করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন করা হয়, অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে তা জানানো হবে।

পেট্রো কার্বোন অ্যান্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
মনীশা সোমানি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ ২৭.০৮.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

গৃহস্থালী

বাড়িতে কোন ধরনের গণেশ বিগ্রহ আনবেন? নিয়ম না মানলে হতে পারে ঘোর সর্বনাশ

আর মাত্র দু'দিন পরই গণেশ চতুর্থী। পঞ্জিকা মতে, আগামী ২৬ আগস্ট দুপুর ১টা ৫৪ মিনিট থেকে চতুর্থী শুরু হচ্ছে। এই তিথি থাকবে পরের দিন অর্থা ২৭ আগস্ট দুপুর ৩টে বেজে ৪৪ মিনিট পর্যন্ত। সেই হিসাব মতো পুজো করা হবে ২৭ তারিখেই। বাংলার বাইরে এই পুজো ১০ দিন ধরে হয়। সেই মতো প্রতিমা নিরঞ্জন হবে ৬ সেপ্টেম্বর। বেশিরভাগ দোকানে গণপতি আরাধনার প্রস্তুতি তুঙ্গে। বাড়িতেও গণেশ পুজোর পরিকল্পনা করছেন অনেকেই। তবে চাইলেন আর গণেশ পুজোর আয়োজন করলেই হবে না। বাস্তুশাস্ত্রবিদদের মতে জেনে নিন কোন ধরনের গণেশ মূর্তি বাড়িতে থাকলে বাড়বে সুখসমৃদ্ধি। হবে অর্থাগম।প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই মাটির গণেশ থাকে। তবে এবার অন্য কিছু ভাবতেই পারেন। মাটির বদলে কাঠের মূর্তি বাড়িতে রাখতে পারেন। তা আম, নিম অথবা পিপল কাঠের হওয়া আবশ্যক।এছাড়া সামর্থ্য থাকলে সোনা, রুপো, পিতলের তৈরি গণেশের মূর্তি স্থাপন করতে পারেন। ময়দা এবং চালের গুঁড়ো মিশিয়ে গণেশের ছাঁচে ফেলে গণেশ মূর্তি তৈরি করতে পারেন। তা বাড়িতে স্থাপন করলে সুখসমৃদ্ধি বাড়বেই। কোন রঙের গণেশ মূর্তি বাড়িতে রাখলে সুফল পাওয়া যাবে, তা-ও

জানিয়েছেন বাস্তু বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, সাদা রঙের গণেশ মূর্তিই বাড়িতে রাখা শ্রেয়।যদি আপনার বাড়িতে গণেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাড়িতে গণেশের ভোগ তৈরি করার সময় রসুন এবং পিঁয়াজ ব্যবহার করা যাবে না। পুরনো বিগ্রহ বাড়িতে থাকলে, তা নিরঞ্জন করুন। মনে রাখবেন বাড়িতে গণেশের দু'টি মূর্তি রাখা উচিত নয়। ভগবান গণেশের মূর্তির কাছে সব সময়ই প্রদীপ বা আলো জ্বালিয়ে রাখুন। ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই ঠাকুরের ঘরে আলোর সুব্যবস্থা করে রাখুন। অন্ধকারে ভগবানের মূর্তি দেখা শুভ বলে মনে করা হয় না। আমরা হয়তো আগে থেকেই জানি যে, এবারের গণেশ চতুর্থী হতে চলেছে এক বিরল উদযাপন। কেননা এই চতুর্থীতে তৈরি হচ্ছে বিরল নক্ষত্রমিলনযোগ। তবে, এর ফাঁকে জেনে নিন গণেশপুজোর তিথিনক্ষত্র।গণেশ চতুর্থীতে ১০ দিনের টানা এক উৎসব। গণেশ চতুর্থী নিয়ে উদ্বেল গোটা ভারত। তবে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে গণেশপুজো খুবই আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হয়। গণেশ চতুর্থীতে অতি নিষ্ঠাভরে গণেশের পূজা করা উচিত। এটি করলে সারা বছর গণেশের আশীর্বাদ মেলে। কেটে যায় সব বিঘ্ন। কিন্তু কবে এবং কখন পুজো করবেন ভক্তেরা? পুজোর দিন নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছে এবার। না, সংশয় নেই। এবার গণেশ চতুর্থী উদযাপিত হবে আগামী কাল, ২৭ অগাস্ট, বুধবার। তবে, চতুর্থী তিথিটি পড়ছে ২৬ অগাস্ট দুপুর ২টো নাগাদ-- ১টা ৫৪ মিনিটে। গণেশপুজোর শুভ মুহূর্ত পড়ছে ২৭ অগাস্ট ১১টা ০৫ মিনিট থেকে ১টা ৪০ মিনিটের মধ্যে। মানে, ২ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। তবে কলকাতায় গণেশ চতুর্থীর শুভ মুহূর্ত শুরু হচ্ছে সকাল ১০টা ২২ মিনিটে, শেষ হচ্ছে বেলা ১২টা ৫৪ মিনিটে।

বাড়িতে মশার উপদ্রব? কীটনাশক নয়, ৬টি গাছ রাখলে দূর হবে মশা-মাছি

বর্ষা এলেই মশার উপদ্রব বাড়ে। বৃষ্টির জমা জলে মশার লার্ভা জমা হয়। রাস্তাঘাটে জমা জলেও মশারা বংশবিস্তার করে। ফলে এসময় মশার জ্বালায় ঘরে থাকাই দায়। হয় মশারি খাটিয়ে থাকতে হয়। নাহলে মশার হাত থেকে মুক্তি পেতে রেপেলেন্ট, কয়েল বা স্প্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত রাসায়নিক দিয়ে মশার উপদ্রব সাময়িক ভাবে ঠেকিয়ে রাখা গেলেও, শরীরে নানারকম অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নানারকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়। অত্যাধিক রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার করলে হাঁপানি বা র‍্যাশের মতো সমস্যা তৈরি হয়। শ্বাসযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন কিছু গাছ রয়েছে যা বাড়িতে থাকলে প্রাকৃতিক উপায়ে মশার উপদ্রব কমে। কীটপতঙ্গের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। কোন কোন গাছ? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

তুলসী-তুলসীর ওষধি গুণের কথা কে না জানে? তুলসী পাতায় রয়েছে

ইউজেনল যা একটি সুগন্ধ যুক্ত যৌগ। এর গন্ধে পকামাকড় দূর হয়। বাড়িতে তুলসী গাছ থাকলে মশা, মাছির উপদ্রব কমে।

নিম-নিম পাতায় রয়েছে আজাদিরাচটিন নামক একটি যৌগ। নিমের তেল প্রাকৃতিক ভাবেই কীতপতঙ্গ দূর করতে সক্ষম। এমনকী নিমের এই উপাদান পোকামাকড়ের বৃদ্ধি ও প্রজননকে প্রভাবিত করে। তাই বাড়িতে নিম গাছ থাকলে সহজেই দূর হবে মশা। কমবে পোকামাকড়।

লেমনগ্রাস-বাড়িতে এই গাছ থাকলে আলাদা করে রুম স্প্রের প্রয়োজন পড়ে না। লেমনগ্রাস গাছ বা এর তেল উভয়ই মশা তাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এতে থাকা সিট্রোনেলো এবং অন্যান্য যৌগ মশা তাড়াতে সাহায্য করে।

গাঁদা-মশা তাড়াতে গাঁদা ফুলের গাছ বেশ কার্যকর। গাঁদা গাছের বিশেষ গন্ধ মশা, পিঁপড়ে, মাছি সহ বিভিন্ন পোকামাকড়কে দূর করে। গাঁদা ফুলের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যার জন্য কীটপতঙ্গ এই গাছের কাছ ঘেঁষতে পারে না।

সিট্রোনেলা-মশা, মাছি বা পিঁপড়ে তাড়াতে সিট্রোনেলা গাছের কোনও বিকল্প নেই। অনেকেই ঘর মোছার জন্য সিট্রোনেলার তেল ব্যবহার করেন। এতে কীটপতঙ্গ দূর হয়। আবার বেশির ভাগ ফিনাইলেও এই ভেষজের ব্যবহার হয়ে থাকে।

পুদিনা-পুদিনার তীব্র সুগন্ধ মশা তাড়াতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পুদিনা পাতার তেল এবং এর নির্যাস মশা তাড়ানোর প্রাকৃতিক উস হিসেবে কাজ করে। আপনি চাইলে ঘরের আশেপাশে বা জানলার পাশে পুদিনা গাছ লাগাতে পারেন। অথবা পুদিনা তেল ব্যবহার করতে পারেন।

আমেরিকাকে বিরল খনিজের পর্যাপ্ত যোগান না দিলে ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে চিনের উপর

২৬ আগস্ট ঃ ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক কোপের মাঝেই চিনকে শাসানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। জিনপিংকে বুঝিয়ে দিলেন, আমেরিকাকে বিরল খনিজের পর্যাপ্ত যোগান না দিলে ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে চিনের উপর। ' আমরা ধ্বংস করে দিতে পারি' বলেও হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

সোমবার ওয়াশিংটনে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং-এর সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চিনের প্রসঙ্গ তোলেন ট্রাম্প। শীঘ্রই তিনি যে চিন সফরে যাবেন সে কথা মনে করিয়ে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকা চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে চায়। আশা করব চিনের সঙ্গে আমাদের দুর্দান্ত সম্পর্ক তৈরি হবে। এরপরই বলেন, চিনের হাতে যেমন কিছু তাস রয়েছে, আমাদের হাতেও রয়েছে। আমি সেই তাস খেলতে চাই না। তবে আমরা যদি সেই তাস খেলতে শুরু করি চিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা সত্যিই চাই না সেই তাস খেলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হোক।এই সাংবাদিক বৈঠকে শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প সরাসরি কিছু না জানালেও ইঙ্গিত দেন প্রয়োজনে চিনের উপর ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। বলেন, যদি চিন আমেরিকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় রেয়ার আর্থ মেটাল বা বিরল খনিজ না দেয় সেক্ষেত্রে বেজিংয়ের উপর চাপতে পারে ২০০ শতাংশ শুল্কের বোঝা। ট্রাম্প জানান, আমাদের বিরল খনিজ দিতেই হবে চিনকে। যদি তা না দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ২০০ শতাংশ বা এমনই কিছু শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে।উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ উপাদনকারী দেশ চিন। আমেরিকার প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষেত্র টিকে রয়েছে এই বিরল খনিজের উপর। জার্মানির এক রিপোর্টে জানা যায়, ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলি বিরল খনিজের বিষয়ে পুরোপুরি চিনের উপর নির্ভরশীল। রিপোর্টে

অনুযায়ী, এমন প্রায় ৫০টি বিরল খনিজ রয়েছে যার অভাবে আমেরিকার অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্র পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। তাই চলতি বছর চিনের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধ শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত রণেভঙ্গ দিতে বাধ্য হন ট্রাম্প। রাশিয়ার তেল কেনায় ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হলেও, ওই একই ' চিনকে ছাড় দিয়েছে তারা। বাড়িত শুল্ক চাপানোর ক্ষেত্রেও ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ছাড় দিলেও এবার নিজের দুর্বলতা চাপা দিয়ে আক্রমণাত্মক মূর্তি ধরলেন ট্রাম্প। ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা জানানোয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানালেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এইসঙ্গে সমাজমাধ্যমের পোস্টে তিনি লিখলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসানে ভারতের ভূমিকার উপর ভরসা রয়েছে কিয়েভের। 'ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ার পোস্টে জেলেনস্কির বার্তা, শান্তি ও আলোচনায় ভারতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে ইউক্রেন। এখন সমগ্র বিশ্ব স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে এই ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান চাইছে। এই বিষয়ে ভারতের ভূমিকার উপর ভরসা করছি আমরা। তিনি আরও লিখেছেন, কূটনীতিকে শক্তিশালী করে এমন প্রতিটি সিদ্ধান্ত কেবল ইউরোপ নয়, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং তার বাইরেও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

৩ জন কর্মচারীকে 'মাসের সেরা ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করেন জিএম

গোরখপুর, ২৬ আগস্টঃ ২৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, জেনারেল ম্যানেজারের সভা কক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর নিরাপত্তা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করা ০৩ জন কর্মচারীকে 'মাসের সেরা ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নগদ পুরস্কার এবং প্রশংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে তাদের সম্মানিত করেন।পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে, লক্ষ্ণৌ ডিভিশনের জগবেলা স্টেশনে কাতানওয়ালা হিসেবে কর্মরত কর্মচারী শ্রী অজিত কুমার ১০ মে, ২০২৫ তারিখে জগবেলা স্টেশনের ০২ নম্বর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবাহী ট্রেনটি লোড লেভেল করার সময় ইঞ্জিন থেকে একটি অংশ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান যা ট্র্যাক স্পর্শ করছিল। তাৎক্ষণিকভাবে

স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টকে জানান এবং ঝুলন্ত অংশটি সুরক্ষিত করা হয়, যার ফলে একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।১১ মে, ২০২৫ তারিখে, বারাণসী ডিভিশনের সিওয়ান স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে কর্মরত শ্রী সুশীল কুমার, দুরুন্ধা-পাচরুখির মধ্যে ট্র্যাকটিতে কী ম্যান হিসেবে টহল দেওয়ার সময়, ৩৭১০-৩৭৪ কিলোমিটার দূরে মালবাহী ট্রেনটি অতিক্রম করার সময় মালবাহী ট্রেনের চাকা থেকে আগুন, স্ফুলিঙ্গ এবং ধোঁয়া বের হতে দেখেন। তৎপরতা দেখিয়ে, তাৎক্ষণিকভাবে দুরুন্ধা স্টেশন মাস্টারকে অবহিত করেন এবং এটি সুরক্ষিত করেন। যার ফলে একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।১৩ মে, ২০২৫ তারিখে, ইজ্জতনগর ডিভিশনের কাসগঞ্জ স্টেশনে লোকো পাইলটযাত্রী হিসেবে কর্মরত শ্রী বিজয় সিং, ১৫১৬১ নম্বর ট্রেনে কর্মরত থাকাকালীন, পন্তনগর-লালকুয়ান সেকশনের মধ্যে হেডলাইটের আলোয় হাতির একটি পালকে ট্র্যাক পার হতে দেখেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি ব্রেক চাপিয়ে ট্রেনটি থামান। হাতির দলটি পার হওয়ার পর, ট্রেনটি চালু করেন। আপনার সতর্কতার কারণে একটি সম্ভাব্য ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

ব্যবহারের পর মিক্সার-ব্লেন্ডার পরিষ্কার করতে গিয়ে জেরবার?

সকালের জলখাবারের স্মুদি বা জুসই হোক বা প্রতিদিনের রান্নার মশলা বাটা চটজলদি কাজ সারতে আমাদের ভরসা মিক্সার। কিন্তু যে কোনও জিনিস পেস্ট করার পর মিক্সার বা ব্লেন্ডার পরিষ্কার করা যেন বড় চ্যালেঞ্জ। অনেকসময়ই তা থেকে গন্ধ দূর করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই ঠিক কোন উপায়ে তা পরিষ্কার করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে জেনে নিন। রইল টিপস।

সকালের জুস বা স্মুদি বানানোর পর তাতে খানিকটা জল দিয়ে ধুয়ে জল ফেলে দেওয়ার আগে তাতে কয়েক ফোঁটা লিক্যুইড সাবান দিয়ে মিক্সার বা ব্লেন্ডারটি চালিয়ে নিলেই অনেকটা পরিষ্কার করা হয়ে যাবে।

ভিনিগার, গেরস্থালির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে এ যেন এক অব্যর্থ দাওয়াই। ঠিক সেভাবেই জল ও ভিনিগার বেশ কিছুটা নিয়ে সমপরিমাণে মিশিয়ে একবার ব্লেন্ডার বা মিক্সারটি চালিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

হাতের কাছে এতকিছু না থাকলে সামান্য পাতিলেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ দিয়ে একইভাবে আপনার রান্নাঘরের মিক্সার বা ব্লেন্ডারটি পরিষ্কার করে নিন।

শুধু পরিষ্কার করলেই হবে না। একইসঙ্গে মিক্সার বা ব্লেন্ডারটি শুকিয়ে নিয়ে তারপরে তুলতে হবে। পরিষ্কার কাপড় ও টিস্যু দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিয়ে হাওয়া বাতাস আসে এমন জায়গায় রেখে আপনার রান্নাঘরে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি শুকিয়ে নিয়ে তবেই তুলুন।

গেরস্থালির বহু সমস্যার সমাধান দেবে একটুখানি নুন আর লেবু

সারাদিনের ব্যস্ততায় বাড়ির সমস্ত কোণের ধুলোবালি ঝেড়ে একদম সাফ রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়। গেরস্থালির বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন আপনার রান্নাঘরে থাকা একটুখানি নুন আর লেবুর উপর। নানা সমস্যার সমাধানে একটুখানি নুন আর লেবু দিয়েই হবে চটজলদি মুসকিল আসান। কীভাবে? রইল টিপস। জামাকাপড়ে কোনও জেদি দাগ লেগে রয়েছে যা অনেক চেষ্টার পরও উঠছে না সেক্ষেত্রে ওই দাগের অংশটুকুতে একটু নুন আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিন। বেশ কিছুক্ষণ রাখার পর তা ভালোভাবে ধুয়ে নিলে দেখবেন কড়া দাগের থেকে সহজেই রেহাই দিল নুন আর লেবু।সারা দিনের রান্নার পর সাধের রান্নঘরের ভল বদলে গিয়েছে? চারিদকে তেল আর ধুলোময়লা? রান্নাঘর পরিষ্কার করার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে একটু লেবুর রস আর বেশ খানিকটা নুন মিশিয়ে নিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করলে মিলবে চটজলদি সমাধান।ঘর মোছার জলে একটু নুন আর লেবুর রস বা লেবুর খোসা ব্যবহার করলে জীবাণুমুক্ত হবে আপনার ঘরের মেঝে। পোড়া দাগ থেকে বাসনে আঁশটে গন্ধ বহু চেষ্টাতেও যদি না ওঠে তবে একটি পাত্রে নুন ও লেবুর রস নিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়ে বাসন মেজে ধুয়ে নিলেই পাবেন এই সমস্যা থেকে রেহাই।

গাজার হাসপাতালে পাঁচ সাংবাদিক-সহ ২০ জনকে মেরে শোকপ্রকাশ নেতানিয়াহুর!

২৬ আগস্ট ঃ তাঁর নির্দেশেই হত্যালীলা চলছে গাজায়, তিনিই আবার শোকপ্রকাশ করছেন! গাজা উপত্যকায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর এই দু'মুখো নীতিতে বিস্মিত গোটা বিশ্ব। সম্প্রতি গাজার হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়ে সাংবাদিক, চিকিসক-সহ ২০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দু ঃখপ্রকাশ করলেন নেতানিয়াহু। অতীতের মতো এবারও তাঁর আশ্বাস এই ঘটনার তদন্ত হবে।

হামাসের বিরুদ্ধে তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা যুদ্ধে এবার শেষ কাম। দিতে প্রস্তুত হয়েছে ইজরায়েল সেনা। গোটা গাজা দখলের নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। সেই লক্ষ্যে শুরু হয়েছে অভিযান। দুর্ভিক্ষের কবলে চলে যাওয়া গাজায় মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে। কুকুর-বেড়ালের মতো মরছে সাধারণ মানুষ। এর মাঝেই গত সোমবার গাজার নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনা। এই হামলা মৃত্যু হয়েছে পাঁচ সাংবাদিক-সহ ২০ জনের। হাসপাতালে হামলার কথা জানিয়েছে প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রথমে হাসপাতালে চতুর্থতল ও পরে দ্বিতীয় তলে হামলা হয়। এই হামলায় আল জাজিরা, রয়টর্সের ৫ জন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকের মৃত্যু হয়। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মী-সহ মোট ২০ জনের। কাপুরুষোচিত এই হামলার তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই নিঃদার ঝড় ওঠে।

কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে

কলকাতা, ২৬ আগস্ট ঃ ভারতের সবচেয়ে পছন্দের এয়ারলাইন ইন্ডিগো এবং আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ইন্ডিগো আইডিএফসি ফার্স্ট ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা করেছে, এটি একটি অনন্য অফার যা একক অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মাস্টারকার্ড এবং রুপে উভয় নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, বিস্তৃত গ্রহণযোগ্যতা এবং সর্বাধিক পেমেন্টের নমনীয়তা নিশ্চিত করে। এই অংশীদারিত্ব গ্রাহকদের মূল্য, সুবিধা এবং দৈনন্দিন বেনিফিট প্রদান করার জন্য একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

Name Change

I, Md Abdul Jalil (Old Name) S/O–Taluk Chand Sk resident of Vill- Jahangirpara , Po-Bhabta , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Jalil to Jalil Sk and henceforth I shall be known as Jalil Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Jalil Sk & Md Abdul Jalil both are same and one identical person.

Name Change

I, Khairul Basar Sk (Old Name) S/O–Lokai Sekh resident of Vill-Jompukur, Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Khairul Basar Sk to Khayrul Basar Sekh and henceforth I shall be known as Khayrul Basar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Khayrul Basar Sekh & Khairul Basar Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Kaimuddin Sk (Old Name) S/O–Abdul Mannan Sekh residing at Vill-Madapur , Po-Bahadurpur , Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Kaimuddin Sk to Md Kaimuddin and henceforth I shall be known as Md Kaimuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Md Kaimuddin & Kaimuddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanirul Hoque (Old Name) S/O–Jafar Ali resident of Vill- Shyamnagar Uttarkamarpara , Po-Shyamnagar , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742175 do hereby declared that I have changed my name from Sanirul Hoque to Shonirul Hoque and henceforth I shall be known as Shonirul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Shonirul Hoque & Sanirul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Hoda Molla S/O- Khodaneowaj Molla @ Khodaneoaj Molla residing at Vill-Bhatkunda, P.O.- Bhatkunda, P.S.-Budbud, Dist- Purba Bardhaman,West Bengal, PIN-713153, shall henceforth be known as 'MOLLA NURUL HUDA' vide an afiidavit, No-718, before the Notary Public at Purba Bardhaman on 22/08/2025. That Hoda Molla and Molla Nurul Huda both are same and identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি সালমা কুমারি মালিক স্বামীর নাম মারুফ হোসেন মল্লিক, গ্রামপোষ্ট বনহরিশপুর থানা পাঁচলা জেলা হাওড়া পিন ৭১১৩২২ পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিক ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হাওড়া এর Affidavit দ্বারা মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল নামে পরিচিত হলাম Affidavit নং 6678 Date ২২/৮/২০২৫ সালমা কুমারি মালিক ও মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল একই ব্যক্তি।

Name Change

I, NIMAI CHANDRA SAHA and NEMAI SAHA (Old Name) S/O PHANIBHUSAN SAHA Residing at Basanti, P.O.-Basanti, District - South 24 Parganas, Pin - 743312 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NEMAI CHANDRA SAHA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 12-08-2025. NIMAI CHANDRA SAHA and NEMAI SAHA (Old Name) and NEMAI CHANDRA SAHA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mr. Mojibur Sk (Old Name) S/O–Islam Sk resident of Vill-Sundipur , Po-Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Mr. Mojibur Sk to Md. Mojibur Rahaman and henceforth I shall be known as Md. Mojibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My name Md. Mojibur Rahaman & Mr. Mojibur Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Baksed Sekh & Bbaksed Sk & Md Bokshed Sk (Old Name) S/O–Jabbar Sekh resident of Vill- Gobindapur , Po- Purandarpur, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Baksed Sekh & Bbaksed Sk & Md Bokshed Sk to Mohammad Bokshed Sk and henceforth I shall be known as Mohammad Bokshed Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 26/08/2025. My name Mohammad Bokshed Sk (new name) & (old name) Baksed Sekh & Bbaksed Sk & Md Bokshed Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, TALAT PRAWIN and KM TALAT PARWIN (Old Name) W/O SHAMSHAD AHMED ANSARI Residing at 56/1 A.T. Ghosh Road, P.O.-Garifa, P.S.-Naihati, District - North 24 Parganas, Pin - 743166 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TALAT PERWEEN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 26-08-2025. TALAT PRAWIN and KM TALAT PARWIN (Old Name) and TALAT PERWEEN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ANGELA LIANG (Old Name) W/O FRANCIS LIANG Residing at 76/3, Christopher Road, P.O.-Gobinda Khatick Road, P.S.-Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANGELA DOREEN LIANG (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 26-08-2025. ANGELA LIANG (Old Name) and ANGELA DOREEN LIANG (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ikbal Hossain my father's (Old Name) Abu Obaidullah S/O–Awal Hossain Mondal resident of Shyamnagar paschimpara , Shyamnagar , Nowda , Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my father's name from Abu Obaidullah to Abu Obaidullah Mondal and henceforth my father's name shall be known as Abu Obaidullah Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/08/2025. My father's name Abu Obaidullah Mondal & Abu Obaidullah both are same and one identical person.

Name Change

I, Meher Ali Sk S/o Harmuj Sk Residing at Vill+P.o - Dakshin Jhapordah Talpukur, Domjur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal India shall henceforth be known as Sk Meher. I declare that Meher Ali Sk and Sk Meher is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-08-2025.

Name Change

I, KM Shahina Yasmeen D/o Mohd Ibrahim Residing at 201, 23 Bipradas Chatterjee Lane, P.o+P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal India shall henceforth be known as Shahina Yasmin. I declare that KM Shahina Yasmeen and Shahina Yasmin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-08-2025.

Name Change

I, Rafik Middar S/o Late Akram Middar Residing at Vill+P.o - Nityanandakati, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin- 743273, West Bengal India that my deceased father who previously known as Akram Midder shall henceforth be known as Akram Middar as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 26-08-2025. I declare that my deceased father Akram Midder and Akram Middar is same and one identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Poulomi Dutta (পুরাতন নাম) স্বামী Soumik Majumdar ঠিকানা 205/1, M B Road, North Dumdum (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-08-2025 এর Affidavit no 14/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Poulomi Dutta Majumdar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Poulomi Dutta Majumdar (নতুন নাম) ও Poulomi Dutta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Rafik Midder S/o Late Akram Middar Residing at Vill+P.o - Nityanandakati, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743273, West Bengal India shall henceforth be known as Rafik Middar. I declare that Rafik Midder and Rafik Middar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-08-2025.

Name Change

I, SOFICUL HOQUE MALLICK (old name) son of SUMSUL HOQUE MALLICK (old name) residing at Dharsa Mullick Para PO-Balitikuri PS-Dasnagar Dist-Howrah-711113 have changed my name and shall henceforth be known as SOFIKKUL HAQUE MULLICK (new name) son of SAMSUL HAQUE MULLICK (new name) as declared before the Notary Public at Howrah in the state of West Bengal vied Affidavit dated 25.08.2025. SOFICUL HOQUE MALLICK and SOFIKUL HAQUEMULLICK both are same and identical person.

Name Change

I, Apu De (Old Name) D/o Dilip Kumar Das & W/o Manoranjan De residing at 58/50A, Ruprekha 1st Floor, Pallysree Colony, Regent Estate, Kolkata – 700092, W.B have changed my family name and shall henceforth be known as Apu Dey (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 26.08.2025 and henceforth Apu De (Old Name) and Apu Dey (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kashish Goel W/o Kuldeep Dhanuka residing at Darpan 88-77819,13th floor,mile,Sevoke Road,Bik-2(Cygnus),Siliguri,P.O-Salugara,P.S-Bhaktinagar,Dist-jalpaiguri,Pin-734008. have changed my name and shall henceforth be known as Kashish Goel Dhanuka before the 1st class judicial magistrate at Kolkata,WB.dated 25.08.2025.Affidavit no 7122.That Kashish Goel and Kashish Goel Dhanuka both are the same and one identical person.

Name Change

I,Kashish Goel Dhanuka W/o Kuldeep Dhanuka residing at Darpan 88-77819,13th floor,mile,Sevoke Road, Bik-2 (Cygnus), Siliguri,P.O-Salugara, P.S-Bhaktinagar,Dist-jalpaiguri,Pin-734008.that my son Arshiv Dhanuka in her birth certificate my name has been wrongly recorded as Kashish Goel instead of Kashish Goel Dhanuka Aadhar No.5136 0627 1634 before the 1st class magistrate at Alipore,WB.dated 25.08.2025.Affidavit no 7920.That Kashish Goel and Kashish Goel Dhanuka both are the same and one identical person.

Name Change

I,Karisma Behera W/o Divesh Chandra Behera residing at 7/1C, Kundu Road,Bhawanipore,Kolkata-700025.WB.that My maiden name Karisma Hati.I have changed my name Karisma Behera Aadhar No.7391 6010 9557 before the 1st class Judicial magistrate at Kolkata,WB.dated 25.08.2025.Affidavit no 7421.That Karisma Behera and Karisma Hati both are the same and one identical person.

গোবর্ধন প্রকল্পে খুশি রাজাভাতখাওয়ার বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ আগস্ট ঃ টাকা নয় বরং গোবরের

বদলে মিলবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি গ্যাস ও পানীয় জলের পরিষেবা। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাভা বস্তিতে বাস্তবায়িত হয়েছে এই গোবর্ধন বায়ো গ্যাস প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে বায়োগ্যাসের মাধ্যমে জ্বলছে বাতি, রান্নার গ্যাস। পাশাপাশি, জনগণ পাচ্ছে জলের পরিষেবাও। বর্তমানে এই এলাকার বাসিন্দার বাড়িতে বসেছে এই প্রকল্পের যন্ত্রাংশ। যেখানে গোবর দিলেই তা বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন হয়ে যাচ্ছে। তার থেকেই জ্বলছে আলো, রান্নার গ্যাস, পাশাপাশি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে পানীয় জলের পরিষেবাও। তবে বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের মানিক রাভার বাড়িতে এর যন্ত্রাংশ থাকায় তিনি এই পরিষেবা পেলেও, এলাকার প্রায় ১০টি বাড়িতে এই পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা রয়েছে প্রশাসনের। সেই অনুযায়ী শুরু হয়ে গিয়েছে কাজও। খুব শীঘ্রই সেই কাজও সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই এলাকায় প্রায় ৩০০ পরিবারের বসবাস। আর অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালন। ফলে বাসিন্দারা টাকার বদলে শুধুমাত্র গোবর দিলেই প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পাবেন। গত ২০২৪ সালে জেলা পরিষদ তরফে ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে এই গোবর্ধন প্রকল্পের কাজ রাজা ভাতখাওয়া রাভা বস্তিতে সম্পন্ন হয়েছে। কালচিনি ব্লক তথা আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম বায়োগ্যাসের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এই রাভা বস্তিতে এই বায়োগ্যাস পরিচালনের দায়িত্বে রয়েছেন মানিক রাভা নামের একজন বাসিন্দা। তাকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় এরকম এক প্রকল্প হওয়ায় খুশি বাসিন্দারাও। তাদের কথায়, এলাকার অনেকেরই রান্নার গ্যাস কেনার সামর্থ নেই। ফলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনেকেই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন বন থেকে। তার বদলে যদি গোবর দিয়েই জ্বালানি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জলের পরিষেবা মেলে তাহলে অনেক টাকাই সাশ্রয় হয়। এই বিষয়ে এই রাভা বস্তির বাসিন্দা মানিক রাভা বলেন, বর্তমানে এই বায়োগ্যাসের মাধ্যমে জ্বালানি গ্যাস এবং দরকারে আলো জ্বালানো যাচ্ছে। এর জন্য প্রতিদিন ২৫ কেজির মতো গোবরের প্রয়োজন হচ্ছে। তবে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বায়োগ্যাস উৎপাদনকারী যন্ত্রাংশ চালানোর জন্য মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল। তা চালাতে প্রশাসনের সহায়তা মিললে আরও ভালভাবে এই প্রকল্প চলবে।

খেলতে খেলতে ডোবায় পড়ে মৃত্যু দুই শিশুর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ খেলতে খেলতে ডোবায় পড়ে গতকাল থেকে নিখোঁজ ছিল দুই শিশু। মঙ্গলবার সকালে তাদের দেহ পাওয়া যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানার ধলো কলতলা এলাকার ঘটনা। শুনে স্থানীয়রা জানান, সকালে বাড়ির পাশের ডোবার ধারে খেলছিল ইমরান শেখ ও মাহিদ শেখ। ইমরানের বাড়ি নলা ধলো গ্রামে ও মাহিদের বাড়ি সাইদপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে ওখানে মোট তিনজন শিশু খেলছিল। খেলার সময় মাহিদ হঠাৎ পা পিছলে ডোবায় পড়ে যায়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ইমরান'ও ওই ডোবায় ডুবে যায়। দুই খেলার সঙ্গীকে ডোবায় ডুবে যেতে দেখে তৃতীয় শিশুটি আতঙ্কিত হয়ে ছুটে বাড়িতে পালিয়ে আসে। তার মুখ থেকেই সবাই ঘটনাটি জানতে পারে। শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসে। কিন্তু কারোর প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর সকলে ছুটে এলেও শিশু দুটিকে প্রথমে দেখা যায়নি। পরে পুকুরে তাদের জুতো ভাসতে দেখা যায়। তাই দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকজনের। স্থানীয়রাই জলে নেমে দু'জনের খোঁজ শুরু করে। পরে দুই শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। এইভাবে দুই শিশুর প্রাণ চলে যাওয়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামজুড়ে।

আদ্রা ডিভিশনে বাঁকুড়ায় এটিভিএম সহায়ক নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি২০৬/ইউটিএস/এটিভিএম/ফেসিলিটেটর/২/২৫, তারিখ ২৫.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে, এটিভিএম সহায়কদের আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিশনে ০২ (দুই) বছর মেয়াদের (অর্থাৎ ৩০.০৬.২০২৭) জন্য **০১ (এক)টি অবস্থানে (বাঁকুড়া)** এটিভিএম-এর প্রসারে ও যাত্রীদের এটিভিএম-এর বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয়ে প্রশিক্ষণদানের জন্য এটিভিএম সহায়কদের নিয়োগ। সকল বিশদ **www.ser.indianrailways. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১টায়।

(PR-557) সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

গ্রেপ্তার চার বাংলাদেশি যুবক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ আগস্ট ঃ আবারও মুর্শিদাবাদ থেকে ধরা পড়লো বাংলাদেশি নাগরিক।

সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার পুলিশ শিবনগর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়। ওই এলাকার এক কলাবাগান থেকে গ্রেফতার করা হয় চার বাংলাদেশি যুবককে। ধৃত চার যুবক হলেন আলামিন শেখ (২৯), সাবির হোসেন (৩১), মামুন আলি (১৯) এবং মহম্মদ বিপ্লব (২৭)। এদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সীমান্তের কোনও দালালের সাহায্যেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছে । সীমান্ত এলাকায় তাদের জাল ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার তাদের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করেছে রানিতলা থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রিত সিং বলেন, 'ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে ভারতে ঢুকেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সীমান্ত এলাকায় জাল ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র তৈরির একাধিক চক্রকে আমরা ধরেছি । সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে ।' অন্য একটি ঘটনায় রাণীনগর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ২ মাদক পাচারকারী। সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রানীনগর থানার পুলিশের বিশেষ দল পুরাতন ডিগ্রী গ্রামের ডিগ্রি প্রাইমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তপন শেখ (৩০) এবং জাহাঙ্গীর শেখ (৩০) নামে দুই ব্যক্তিকে। এদের দুজনের বাড়ি পুরাতন ডিগ্রী এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ১৭৮ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ এবং একটি বাইক উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই ধৃত দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করেছে রানীনগর থানার পুলিশ।

আধুনিকতার যুগেও পিছিয়ে নেই শতাব্দী প্রাচীন খাদি শিল্প, চাহিদা রয়েছে দেশে- বিদেশে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ আগস্ট ঃ আধুনিকতার যুগেও পিছিয়ে নেই শতাব্দী প্রাচীন গান্ধীজির এই খাদি শিল্প। খট খট শব্দের আওয়াজের তালে সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে তাঁতের ওপর খাদি কাপড় তৈরি করে চলেছেন মালদার তাঁত শিল্পীরা। তাদের হাতের তৈরি এই খাদি কাপড়ের সুনাম রয়েছে রাজ্য সহ দেশ-বিদেশে। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি অনুমোদিত সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত কারখানাগুলিতে জেলা জুড়ে প্রায় দশ হাজার শ্রমিকরা খাদি তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এমনই এক মালদার জেলা খাদি দফতরের মসলিন তীর্থ নামক সোসাইটির অধীনস্থ কারখানায় প্রায় কুড়ি জন শ্রমিক কাজ করেন। গুটি কাপাস থেকে সুতো তৈরির পর সেই সুতো দিয়ে তৈরি করা হয় খাদি বস্ত্র। বিভিন্ন রকম কাঠের যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হয় খাদি বস্ত্র। এক তাঁত শিল্পী জানান, আগে বাড়িতেই তাঁত বস্ত্র তৈরি করতাম। বর্তমানে আধুনিক একাধিক মেশিনের দাপটে চাহিদা কমেছে তাঁতের কাজের। তাই বাড়িতে সেই পরিমাণে তাঁত চলে না। তবে এই সোসাইটির কারখানায় কাজ পেয়ে খুব ভাল লাগছে। প্রায় আট বছর থেকে এই সোসাইটির কারখানায় তাঁত বোনি। মাসে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা রোজগার হয়ে যায়। জেলা খাদি দফতরের আধিকারিক তাপস কুমার মন্ডল জানান, জেলায় মোট ১৪৭ টি সোসাইটি রয়েছে। যেখানে প্রায় দশ হাজার তাঁত শ্রমিক কাজ করেন। এই তাঁত শিল্প প্রাচীন শিল্প যা খেটে খাওয়া শ্রমিকদের স্বার্থে রাষ্ট্র পিতা গান্ধীজি সূচনা করেছিলেন। আজও বহু জায়গায় প্রাচীন পদ্ধতিতে তাঁত

শিল্প পরিচালনা হচ্ছে। বর্তমান আধুনিক যুগে দেখা যায় একাধিক রকম কাপড় তৈরির মেশিন। সেই মেশিনে একাধিক রকম বস্ত্র তৈরি করা গেলেও খাঁটি খাদি কাপড় তৈরি করা সম্ভব কেবলমাত্র হ্যান্ডলুম বা কাঠের তাঁত যন্ত্রে। সুতো থেকে কাপড় সমস্তরকম খাদি কাপড়ের লাট তৈরি হয় এই তাঁত শিল্পীদের কারখানায়। তবে আধুনিক যুগের কাপড় মেশিনের যন্ত্র কে টেক্কা দিয়ে গান্ধীজির চিন্তাধারার এই তাঁত শিল্প যে আজও গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ এই তাঁত কারখানা।

দুই কেজি ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বড়সড় সাফল্য। পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় দুই কেজি ব্রাউন সুগার। ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালায় এসওজি এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সেখানে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় এক কেজি ৯২৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য প্রায় কোটি টাকা বলে অনুমান। ধৃত যুবকের নাম রফিকুল শেখ, মালদার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, মালদা থেকে গাড়ি করে মাদক শিলিগুড়িতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল সে। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে ভক্তিনগর থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে। বুধবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

RITES LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Shikhar, Plot No. 1, Sector-29, Gurgaon-122001
RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

Engagement of professional(s) for the following post(s)/discipline(s) through interview at RITES Office

VC No.	Individual Consultant (IC) Post	No. of Post(s)	Payment for services (in Rs. p.m.)	Tentative Date & Mode of Interview
YP/19/25	Civil Engineer (Planning)	01	1,80,000/-	Date-16-09-2025 to 19-09-2025 Mode - Physical / Online
YP/20/25	Construction Manager (Civil)	07	1,30,000/-	
YP/21/25	Field Engineer (Civil)	12	90,000/-	
YP/22/25	Construction Supervisor (Civil)	06	60,000/-	

For details regarding how to apply, venue, selection process and other T&Cs., candidates may refer the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section. **(Last date of online application is 11-09-2025, till 12:00 PM)**

মর্মান্তিক, তিন মাসের মেয়েকে গলা টিপে খুন করল অভিযুক্ত বাবা! চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ প্রকাশ নগরে সাড়ে তিন মাসের শিশু কন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুন করল বাবা। অভিযুক্ত বাবার নাম রাহুল মাহাতো। শিলিগুড়ি থানার পুলিসের হাতে অভিযুক্ত বাবাকে তুলে দিল শিশুটির মা ও এলাকাবাসী। অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকেই মেয়েকে মেরে ফেলবে বলে প্রায়শই এমন হুমকি দিত বলে অভিযুক্ত বাবা রাহুল মাহাতো। আজ সকালে বাড়িতেই ছোট্ট মেয়েকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তার মা। মৃতের মায়ের অভিযোগ, বালিশ চাপা দিয়ে কন্যা সন্তানকে খুন করেছে বাবা। ঘটনাটি শিলিগুড়ির প্রকাশনগরের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিস সূত্রে জানা গেছে, কন্যা সন্তান জন্মের পর থেকেই বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন অশান্তি করত রাহুল মাহাতো। অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতেও খেলাধুলা করছিল ছোট্ট ওই কন্যা সন্তান। আজ সকালে শিশুটির মা দেখে শিশুটি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে রয়েছে। তড়িঘড়ি শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা অমৃতা মাহাতো শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা জানায়, শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে তাদের অনুমান। এদিকে অভিনয় করে শিশুটির বাবা নিজেও এসেছিল হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকের বক্তব্যের ভিত্তিতে শিশুটির মা প্রিয়াঙ্কা কুমারী সবকিছু বুঝতে পারে এবং অভিযুক্ত স্বামীকে আটকে রাখতে অনুরোধ করে। এরপর হাসপাতাল এর দায়িত্ব থাকা পুলিস কর্মীরা এসে অভিযুক্তকে আটকে রাখে এবং শিলিগুড়ি থানার পুলিসকে খবর দেয়। শিলিগুড়ি থানার পুলিস অভিযুক্ত শিশুর বাবাকে আটক করে। অপরদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছে মৃত শিশুর মা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করছে শিলিগুড়ি ও ভক্তিনগর থানার পুলিস।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কমল দেবনাথ, মনোরঞ্জন দেবনাথের পুত্র, ৫ নং কলোনি, ভিটিসি দক্ষিণ রাজ্যধরপুর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭১২২০৩, শ্রীরামপুরের এ.ডি.এস.আর.-এর অফিসে ২০০৪ সালের ৩০০০ নং দলিল নিবন্ধিত হারিয়েছেন এবং ২৩-০৮-২০২৫ তারিখের জি.ডি. এন্ট্রি নং ৩৬৪ অনুসারে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে ২ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বরঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Developmentwork under **E-NIT 15D.M/ENGG/ 2025-26 Date-26/08/2025**
E-NIT 16D.M/ENGG/2025-26 Date-26/08/2025
E-NIT 17D.M/ENGG/2025-26 Date-26/08/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সন্তোষ ঘোষ পিং -শিবচন্দ্র মহাশয়কে গত ইংরাজি ২৫.২.২০০৮ তারিখে ADSR হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং-04-বিয়িং-147। অনিল ঘোষ পিং-দুলাল চন্দ্র নিকট হইতে বালি মৌজায় জে. এল নং-১৪, থানা-বালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালি-জগাছা BL-RO অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ক্যানিংয়ে অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক দুষ্কৃতি ,আদালতে পেশ

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৬ আগস্ট ঃ নিজের নামে রীতিমতো ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে খুনের বরাত নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল এক দুস্কৃতী। সেই চেষ্টা চালাতে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার হয় এক দুষ্কৃতি। ধৃতের নাম মোরসেলিম মোল্লা অরফে বুলেট। বছর দুই আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও বর্তমানে জামিনে মুক্ত ছিল সে। কিন্তু ফের একবার আগ্নেয়াস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি থেকে বুলেট নামে ওই যুবককে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ-সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিজের স্ত্রীকে খুন করার জন্য সে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে তাকে খুনের চেষ্টা করছিল বুলেট। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , এলাকায় কার্যত কুখ্যাত দুষ্কৃতি নামেই পরিচিত এই বুলেট। সুপারি কিলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছিল। যেখানে পরিস্কার করে লেখা হয় ' ও ফুল মার্ডার করা হয়'। যোগাযোগের জন্য নিজের ফোন নম্বরও দেন সেখানে। বিষয়টি সামনে আসতে ফের তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিগত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল বলে জানতে পারে পুলিশ। সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত বুলেট জানিয়েছে, নিজের স্ত্রীকে খুনের জন্যই সে পরিকল্পনা করছিল।স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। বুলেটকে সে প্রতারিত করেছে , তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বুলেট। তবে পুলিশি তপরতায় গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। মঙ্গলবার তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

Tender Notice

Tender is invited for works as follows :
Name of work:- Supply of a new WAGONR VXI and simultaneously buy back the old Maruti OMNI at the office of HRBC.
Pre bid meeting will be held on **28.08.2025** at 3.00 P.M.
Last date of submission (offline) is **02.09.2025** up to 04.00 PM
Other details may be seen from the website: www.hrbc.org.in
Sd/-
Secretary, HRBC

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the Year 2025-26 from the bonafied contractors for Listed Works under 15 th F.C (Tied) and (Untied) of **NIT No-226/SUSU/2025,** Dated-**22.08.2025.** Last Date of Paper submission is on **01.09.2025** for detail information contact to the undersigned.
Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির বাগডোগরার হাঁসখোয়া মুনি চা বাগানে জাতীয় সড়ক ৩১-এ গাড়ির ধাক্কায় একটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। বন বিভাগের তরফে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে জাতীয় সড়ক ৩১-এর মুনি চা বাগান এলাকায় একটি গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘের আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে বাগডোগরা বন বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে পরীক্ষা করে দেখেন যে সেটি মৃত। পরে, চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বাগডোগরা বন বিভাগের রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া জানিয়েছেন, সোমবার রাতে দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় একটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে। জাতীয় সড়ক-৩১-এ চালকদের জন্য গতিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবুও দুর্ঘটনা ঘটছে। আবারও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে এক জায়গায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘের মৃত্যু হয়েছে।

সাড়ে আট হাজার কেজি পোস্তদানা বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ আগস্ট ঃ অসম থেকে অবৈধভাবে পাচারের সময় সাড়ে আট হাজার কেজি পোস্তদানা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। যার বর্তমান যার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ এই পোস্তোদানা অসম থেকে দুটি লরিতে অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল। ৮৫০০ কেজি পোস্তদানার পাশাপাশি ৪২ বস্তা চা-পাতা উদ্ধার করা হয়েছে লরির ভেতর থেকে। অসম থেকে আসা লরি দুটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয় জলপাইগুড়ি জেলার অম্বাডিপা এলাকায়। এর মধ্যে AS 25 EC 7404 নম্বর লরি থেকে ৬৫ বস্তা পোস্তদানা ও ৪২ বস্তা চা-পাতা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া RJ 11 GD 3460 নম্বর লরি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০৫ বস্তা পোস্তদানা। প্রতিটি বস্তার ওজন প্রায় ৫০ কেজি। সবমিলিয়ে ৮৫০০ কেজি পোস্তদানা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। যদিও তল্লাশি অভিযানের সময় লরি চালকরা গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুইটি লরি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-07/2025-26 (2025_ZPHD_894299_1)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 1 no works. Last date of documents download & bid submission is **1 st September 2025 at 18:30 p.m.** for details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিঠু চোংদার ও বোধিসত্ত্ব মুখার্জী সাং ও পোঃ- উত্তর ঝাঁপরদহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, অভিষেক ঘোষ নিযুক্ত আমমোক্তার সন্ন্যাসী ঘোষ ও সুকুমার দাস নিযুক্ত আমমোক্তার মৌসম কর্মকার, দেবব্রত ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৫৪ /২০২২ ও ৪২৫৩/ ২০২৩ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ৬৯৪০, ৯১৫,২৩০৫ নম্বর হাল দাগ ২৪১৬, ১৮৯৪ নং দাগে ০১.৯৬+ ০২.৪৫ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৩৭৭ /২০২৫ ও ৪৫৫৪/ ২০২৩ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

দুই ট্রেকারের রেষারেষি, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ আগস্ট ঃ দুই ট্রেকারের বেপরোয়া রেষারেষির জেরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। প্রাণ গিয়েছে এক কন্ডাক্টরের। আহত প্রায় ১০ জন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বরম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম সুবীর বসাক (৩৯)। তিনি বিগত প্রায় ১৫ বছর যাবত গাড়ির কন্ডাক্টরের কাজ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রতিনিয়ত রাস্তায় গাড়িগুলির বেপরোয়া প্রতিযোগিতা লেগে রয়েছে। যার ফলে এমন দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। এদিনের এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর জখম হন। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। যানজটের সৃষ্টি হয়।

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.org.in
কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত EOI বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী (সমীক্ষা),এইচএমসি এইচএমসি-তে ১ (এক) নম্বর কাজের জন্য EOI আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ GST সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), PTCC, ITCC এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ২২.০৮.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**
NIT No. 03/Survey/25-26 Dated: 21-08-2025
১১৪(২) / ২৫-২৬
২৬.৮.২৫
সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (E)/Ltg.-HQ, KMC** invites e-Tender online quoted rate in two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/65/25-26
Name of Work: **Repairing & replacement of electrical installation at 3rd Floor of CMO Building, KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,29,253.00**. Earnest Money: ₹ **6,600.00.** Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **08.09.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (E)/Electricity, KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-72/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Temporary decorative chain lighting arrangement for Durga Puja and Dipabali and allied festival days at New Market New Complex/KMC.** Estimate Amount: ₹ **1,51,525.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **13 days**. Last date and time of submission of Bid: **04.09.2025 upto 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (E), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-32/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Annual Comprehensive Maintenance of AC Machines at the Engineering Wing of SWM Department under KMC.** Estimate Amount: ₹ **2,07,015.05**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **365 days**.
(2) NIT No.: KMC/Elect/Ely/Estm-33/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Annual Comprehensive Maintenance of AC Machines at CCTV Control Room (New Market), IT Department and other Departments under KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,79,589.07**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **04.09.2025 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/ELY/ESTM-77/25-26
Name of Work: **Repairing of electrical installation with allied electrical works at K. N. Sen Treasury Office including Zone-III Lighting Department Office Building under KMC.** Estimate Amount: ₹ **2,97,005.45**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **06.09.2025 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025 – 4 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for the following works:
(1) NIT No.: LTG/206/41/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Imtrim lighting arrangement at different places for the occassion of festive purpose in Ward No.-41, Br.-V.** Estimate Amount: ₹ **1,96,636.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(2) NIT No.: LTG/214/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Short term lighting arrangement at Bajekadamtala Ghat and other surrounding areas on the occassion of "Dev Deepwali" festival under Br.-V.** Estimate Amount: ₹ **4,98,578.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **06.09.2025 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025 at 6 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/79/COM/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Repairing & maintenance of Highmast lighting system installed at different Wards under Br.-IV, KMC.** Estimate Amount: ₹ **3,99,306.00**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **15 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/78/WD38/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Installation of decorative lighting system at Raja Ram Mohan Sarani Road (Opposite of City College) in Ward No.-38 under Br.-IV.** Estimate Amount: ₹ **4,98,387.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.
(5) NIT No.: KMC/LTG/59/WD39/IV/ZII/25-26
Name of Work: **Improvement of lighting arrangement at Bidhan Sarani, M.G. Road and other places in Ward No.-39 under Br.-IV.** Estimate Amount: ₹ **4,99,138.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid (Online): **08.09.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (2 p.m.)** (For Sl. No. 3 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No.1 to 5).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/461
Name of Work: **Installation of surveillance system at surrounding of Br.-IV Office.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: ₹ **6,000.00 (L/S).**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/453
Name of Work: **Improvement of Bustee lighting system at Manasatala Row Bustee & other Bustee areas in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **2,48,780.17**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/454
Name of Work: **Installation of street lighting system at Micle Dutta Street & other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,98,748.81**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/455
Name of Work: **Supply & delivery of LED street light fittings at Ramkamal Street and other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,98,817.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of completion of Bid: **06.09.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Tender (Technical) opening date and time: **06.09.2025 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 1 to 4).
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/452
Name of Work: **Supply and delivery of LED street light fittings at 253P, Picnic Garden Road, D.R. G.S. Bose Road in Ward No.-67 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **2,53,624.00**. Earnest Money: ₹ **5,100.00.** Period of Completion: **10 days**.
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/444
Name of Work: **Improvement lighting system of replaceing old HPSV by LED street light fittings at Plam Avenue, Old Ballygunge 1st Lane in Ward No.-65 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,76,263.90**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days**.
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/443
Name of Work: **Improvement lighting system of replaceing old HPSV by LED street light fittings at Broad Street and Tiljala Road and Tiljala Shib Tala Lane in Ward No.-65 under Br.-VII.** Estimate Amount: ₹ **2,53,204.98**. Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **15 days**.
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/441
Name of Work: **Supply and delivery of LED Flood light fittings at High mast and Mini mast within Ward No.-67.** Estimate Amount: ₹ **2,67,522.24**. Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of Completion: **15 days**.
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/467
Name of Work: **Annual Maintenance Contract for CCTV system at Elliot Park in Ward No.-63, Br.-VII.** Estimate Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **06.09.2025 at 12 Noon** (For Sl. No. 5 to 9). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **06.09.2025 at 2 p.m.** (For Sl. No. 5 to 9). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 5 to 9). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 5 to 9).

The **Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-IV/Br.-X, KMC** invites e-Tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/280/25-26
Name of Work: **Installation of electrical wiring items at Babugagan Ward Office in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,54,787.55**. Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of Completion: **15 days**.
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/279/25-26
Name of Work: **Renovation of street lighting system at Adarshanagar, Viveknagar and surrounding areas in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,95,884.45**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days**.
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/278/25-26
Name of Work: **Development of High mast light in different place under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,96,234.96**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days**.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/286/25-26
Name of Work: **Installation works of street lighting arrangement at Paddasree High mast, Bansdroni High mast and other areas under Br.-X.** Estimated Amount: ₹ **1,90,294.50**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days**. Last date and time of completion of Bid: **08.09.2025 upto 9 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). **(944/25-26)**

সদিচ্ছা নাকি বাধ্যতামূলক অবসর?

নীরবতা ভেঙে টেস্ট নিয়ে বার্তা হিটম্যানের

মুম্বই, ২৬ আগস্টঃ অভিধা আর লক্ষণার চাইতে ব্যঞ্জনার জোর এখানেই যে, ব্যঞ্জনায় সবকিছু খোলাখুলি বলার দরকার হয় না। একটু আকার, সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট... 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান।' যাঁর বোঝার তিনি ঠিক সবকিছু বুঝে ফেলেন! নামেই প্যানেল ডিসকাশন। আসলে রোহিত

শর্মার পেট থেকে আসল কথাটা বের করার সুসজ্জিত প্ল্যাটফর্ম! সেখানেই হাজির ছিলেন ভূতপূর্ব টেস্ট দলের অধিনায়ক। ক্রিকেটের ভূত-ভবিষ্যৎ, নিজের বেড়ে ওঠা, আগামী দিনের পরিকল্পনা সব এল ঠিকই। কিন্তু লক্ষ্যভেদী তির ছোড়া হল 'অবসর-বিতর্ক'কে তাক করে। ফাঁদে পা দিলেন না রোহিত। সোজাসুজি জবাব এল না ঠিকই। কিন্তু ঘুরিয়ে, ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে যা কিছু জানালেন, তাতে স্পষ্ট ফিটনেস-ফ্যাটিগ, শারীরিক ক্লান্তি এসব কথার কথা। আসলে 'মানসিকভাবে' তিনি এতটাই 'বিধ্বস্ত' হয়ে পড়েছিলেন, যে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানানো ছাড়া তাঁর হাতে আর উপায় ছিল না। তিন মাস আগে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। সরবিবার অনুষ্ঠানে এসে খোলামেলাভাবে জানালেন, ফরম্যাটটির চাপ আসলে কেবল মাঠেই নয়-শরীরের সঙ্গে মানসিক শক্তিকেও চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করে দেয়। আর সেই কারণেই তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত এত তাড়াতাড়ি এসেছে। এটা বাইরের দুনিয়ার চোখে 'অপ্রত্যাশিত' হলেও তাঁর নিজের বিচারে যথেষ্ট 'যুক্তিযুক্ত'! ৬৭ টেস্টে ৪৩০১ রান, গড় ৪০.৫৮। ভারতের হয়ে দীর্ঘ সময় ওয়ান ডাউনে নয়, ওপেনার হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু সিইএটি আয়োজিত আলোচনামঞ্চে রোহিত অহেতুক আবেগপ্রবণ নন, কাঠখোট্টা মুম্বইকরের মতোই বাস্তববাদী। ভাবালুতা ছেড়ে নির্মেদ ভঙ্গিতে বললেন, ''টেস্ট ক্রিকেট মানে দীর্ঘস্থায়িত্ব। পাঁচ দিন টিকে থাকার লড়াই। মানসিকভাবে প্রচণ্ড কঠিন আর অনেক সময় ক্লান্তিকর!'' এই ধৈর্যের ভিত্তি কোথায় তৈরি হয়েছিল? মুম্বইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে, এমনটাই জানালেন তিনি। বললেন, ''আমাদের শহরে ক্লাব ম্যাচও দু'তিন দিন ধরে চলে। ছোট থেকেই শিখতে হয়, কীভাবে চাপের মধ্যে খেলতে হবে, কীভাবে লম্বা সময় মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। সেখান থেকেই লাল বলের ক্রিকেটে মানিয়ে নেওয়ার শিক্ষা পেয়েছি!'' এখন বয়স ৩৮। ক্রিকেট-জীবনের প্রথম দিকে খেলার আনন্দই ছিল মূল চালিকাশক্তি। পরে বুঝেছেন প্রস্তুতির গুরুত্ব। তাঁর নিজের কথায়, ''শুরুর সময় বুঝতাম না, প্রস্তুতির আসল মর্মটা ঠিক কী। তখন কেবল খেলাটা উপভোগ করতাম। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র খেলোয়াড়, কোচদের সংস্পর্শে এসে বুঝেছি, শৃঙ্খলা আসলে অনুশীলন থেকেই আসে। টেস্ট ক্রিকেটে তো সেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।'' বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক জোর দিয়ে জানালেন, ম্যাচের আগে যতটা সময় খরচ করা হয়, সেটাই আসল। তাঁর বিশ্লেষণে, ''ম্যাচ শুরু হলে তখন আর প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। তখন শুধু প্রতিক্রিয়া। চাপের সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, ব্যাট বা বল হাতে সঠিক পদক্ষেপ করা-এসবই ম্যাচ শুরুর আগে তৈরি হয়ে আসে। তাই প্রস্তুতিটাই সবকিছুর ভিত!'' শুধু শরীর নয়, মাথাকেও প্রস্তুত রাখা জরুরি বলে মনে করেন রোহিত। তাঁর মন্তব্য, ''উচ্চস্তরে খেলতে গেলে মানসিক স্বচ্ছতা দরকার। দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখাই আসল। আর সেই স্বচ্ছতা আসে প্রস্তুতি থেকে!'' টেস্ট কেরিয়ারের বাঁকবদল ঘটে ২০১৯ সালে। তখন তাঁকে ওপেনিংয়ে তোলা হয়। সেই দায়িত্বে এসে রোহিত শর্মা ভারতের সর্বকালের অন্যতম ভরসাযোগ্য ওপেনার। বিশেষ করে দেশের মাটিতে। টেস্ট থেকে অবসর নিলেও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হিসেবে, তিন ফরম্যাটে একই রকম সাফল্যের নিরিখে রোহিত শর্মার জুড়ি মেলা ভার। তবুও স্বেচ্ছায় নয়, তাঁকেও সরে যেতে হয়েছে পর্দার আড়ালের অঙ্গুলিহেলনে। কারও নাম তিনি করেননি, কেউ সামনে এসেও জানাননি, কেন রোহিতকে সরে যেতে হল। না বোর্ড, না নির্বাচক-ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বেসর্বারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যে কারণে চাপ চাপ ধোঁয়াশা আরও ঘন হয়েছে। 'মানসিক' ক্লান্তি', 'বিধ্বস্ত'- টুকরো শব্দ ও অনুষঙ্গগুলো সামনে টেনে জল্পনার ঘনত্ব আরও বাড়িয়ে তুললেন রোহিত নিজে!

এক নম্বর তারকার কাছে হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন

প্যারিস, ২৬ আগস্টঃ চলতি বছরটা একদমই ভাল যাচ্ছে না তরুণ ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেনের। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে এর আগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লক্ষ্য। এছাড়াও তাঁর ক্যাবিনেটে রয়েছে এশিয়ান গেমসের রুপো, টমাস কাপের সোনা-সহ নানা আন্তর্জাতিক পদক। উঠেছিলেন প্যারিস অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালেও। বিশ্ব তালিকার প্রথম দশে বহুদিন ছিলেন আলমোড়ার এই প্রবাসী বাঙালি। তবে সাম্প্রতিক ফর্মের কারণে ২৪ বছরের লক্ষ্যর বর্তমান র‍্যাঙ্কিং ২২। এবার লক্ষ্য সেন বিডব্লিউএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। সোমবার, পুরুষদের সিঙ্গলসের রাউন্ড অফ ৬৪ ম্যাচে বিশ্বের এক নম্বর চিনের শি ইউ কি'র কাছে সরাসরি গেমে হেরে যান তিনি। প্যারিসের অ্যাডিডাস এরিনায় ২১-১৭, ২১-১৯ গেমে জিতে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেন শি ইউ। এটি ছিল কি এবং লক্ষ্যের মধ্যে পঞ্চম ম্যাচ। এই ম্যাচ নিয়ে শি চতুর্থবারের মতো লক্ষ্যর বিরুদ্ধে জিতেছেন। সোমবার

৫৪ মিনিটের লড়াইয়ে পর হেরে যান লক্ষ্য। প্রথম গেম ২১-১৭ ব্যবধানে জেতার পর, শি দ্বিতীয়টিও ২১-১৯ ব্যবধানে জিতে নেন। এই বছরের জুনে ইন্দোনেশিয়া ওপেনে শেষ বার মুখোমুখি হয়েছিলেন এই দুই শাটলার। তখনও শি জিতেছিলেন। শির বিরুদ্ধে লক্ষ্যের একমাত্র জয় এসেছিল ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে।

এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

অষ্টম দিন শেষে পদক তালিকার শীর্ষে ভারত

শ্যামকেন্ট (কাজাখস্তান), ২৬ আগস্টঃ কাজাখস্তানের শ্যামকেন্টে অনুষ্ঠিত ১৬তম এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম দিনে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন ভারতের শুটাররা। তাঁরা অষ্টম দিনে জিতেছেন ৩টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক। মহিলাদের ট্র্যাপ ইভেন্টে ভারত ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় বিভাগেই সোনা জিতেছে। নীরু ধাণ্ডা ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। সেই সঙ্গে ভারত জুনিয়র মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলেও সোনা জিতেছে। মহিলাদের ট্র্যাপ ইভেন্টে ভারত তিনটি পদক পেয়েছে। যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরু ধাণ্ডা এবং আশিমা আহলাওয়াত ১০৭ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমেপঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন। তবে ফাইনালে নীরু দুর্দান্ত পারফর্ম করেন। শুরুতে ভারতের নীরু এবং আশিমা, কাতারের রে বাসিল এবং জাপানের নানামি মিযাসাকার মধ্যে কঠিন প্রতিযোগিতা ছিল। পরে, চাইনিজ তাইপের লিউ ওয়ান-ইউও চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হন। নীরু শেষ ২৫টি লক্ষ্যের মধ্যে ২২টি এবং শেষ ১০টি লক্ষ্যের মধ্যে ১০টিতেই হিট করেন। ৪৩টি হিট নিয়ে সোনা জিতে শেষ হাসি হাসেন ভারতের এই শুটার। আশিমা এবং রে বাসিল ২৯টি হিট করে সমান ছিলেন কিন্তু বিব সংখ্যার ভিত্তিতে আশিমা ব্রোঞ্জ এবং রে রুপো পেয়েছেন।

ভারতীয় ত্রয়ী (নীরু, আশিমা, প্রীতি) ৩১৯ পয়েন্ট নিয়ে দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে। ৩০১ পয়েন্ট নিয়ে এই বিভাগে রুপো জিতেছে চিন। জুনিয়র মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলের তিনটি পদকই জিতেছে ভারত। এই বিভাগের ফাইনালে পায়েল খাত্রি, নাম্যা কাপুর এবং তেজস্বিনী দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। পায়েল ষষ্ঠ থেকে নবম সিরিজে চারটি করে হিট এবং দশম সিরিজে ৫৫ হিট-সহ ৩৬টি হিট করে সোনা জিতে নেন। নাম্যা ৩০টি হিট করে রুপো এবং তেজস্বিনী ২৭টি হিট করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। পাশাপাশি এই ইভেন্টের দলগত বিভাগে পায়েল, তেজস্বিনী এবং রিয়া শিরীষ থাট্রে ১৭০০ পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছেন। এই বিভাগে সোনা জিতেছে কোরিয়া। পুরুষদের ট্র্যাপে ভারতের ভাবনীশ মেন্দিরাত্তা ১১৮ পয়েন্ট (২৫, ২৪, ২৩, ২২, ২৪) নিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বে চতুর্থ স্থানে ছিলেন। ফাইনালে তিনি প্যারিস অলিম্পিকের রুপোজয়ী চিনের কুই ইংয়ের মুখোমুখি হন। ফাইনালে ভাবনীশ দুর্দান্ত পারফর্ম করে ৪৫টি হিট করলেও সোনা জিততে পারেননি। কুইয়ের ৪৭টি হিটের পিছনে থেকে রুপো জিতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ২৮টি সোনা, ১০টি রুপো এবং ১২টি ব্রোঞ্জ পদক জিতে চ্যাম্পিয়নশিপে পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত।

৫ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ১০ জনের নিউক্যাসলকে হারাল লিভারপুল

কী শ্বাসরুদ্ধকর এক লড়াইয়ের সাক্ষী হলো সেন্ট জেমস পার্ক। দুটি বড় সুযোগ নষ্টের পর, অ্যান্থনি গর্ডন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেও হাল ছাড়ল না নিউক্যাসল ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় একজন কম নিয়ে লিভারপুলের বিপক্ষে দারুণ লড়াই করল তারা। দুই গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাগাল পয়েন্ট পাওয়ার আশা। কিন্তু ৯৬ মিনিটে বদলি নেমে ১০০ মিনিটে গোল করে সব হিসাবনিকাশ বদলে দিলেন লিভারপুলের ১৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড রিও নুমোহা।

লন্ডন, ২৬ আগস্টঃ প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৩-২ গোলে জিতেছে লিভারপুল। রায়ান গ্রাভেনবার্চ ও উগো একিতিকের গোলে লিভারপুল এগিয়ে যাওয়ার পর নিউক্যাসলের ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু অধিনায়ক ব্রুনো গিমারাইসের গোলে। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে স্কোরলাইন ২-২ করেন উইলিয়াম ওসুলা। তবে ১১ মিনিট যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে গোল করে শিরোপাধারীদের নাটকীয় জয় এনে দেন ননুমোহা। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকের উপলক্ষটা এর চেয়ে ভালো আর হতে পারত না তার। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে তার (১৬ বছর ৩৬১ দিন) চেয়ে কম বয়সে গোল আছে কেবল তিন জনের। জয় পেলেও এ দিন চেনা চেহারায় দেখা যায়নি লিভারপুলকে। ৬২ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রেখে গোলের জন্য ৫টি শট নিয়ে ৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্না স্লটের দল। নিউক্যাসলের ১০ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল। ছন্দ পেতে ভুগলেও প্রথম ভালো সুযোগটি পায় লিভারপুল। গ্রীষ্মের দলবদলে ১০ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে অ্যানফিল্ডে নাম লেখানো ফ্লোহিয়ান ভিয়েসের ত্রয়োদশ মিনিটে নেওয়া শট দারুণভাবে ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক নিক পোপ। প্রথম আধা ঘণ্টার শেষ দিকে তিন মিনিটের মধ্যে দুটি সুবর্ণ সুযোগ পান নিউক্যাসলের গর্ডন। প্রথমবার সতীর্থের ক্রসে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। পরেরবার

কাছ থেকে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি এই ইংলিশ উইঙ্গার। ৩৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। কোডি হাকপোর পাসে বক্সের বাইরে থেকে গ্রাভেনবার্চের নিচু শট প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে একটু দিক পাল্টে পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। ৪১ ম্যাচের খরা কাটিয়ে প্রিমিয়ার লিগে গোলের দেখা পেলেন নেদারল্যান্ডসের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। লিগে সবশেষ তিনি গোল করেছিলেন ২০২৪ সালের এপ্রিলে, ফুলহ্যামের বিপক্ষে। লিভারপুল জালের দেখা পেল এই নিয়ে টানা ৩৬টি লিগ ম্যাচে। একই সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগে ক্লাব রেকর্ড টানা ২২টি অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল করল তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে বড় ধাক্কা খায় নিউক্যাসল। লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইককে পেছন থেকে বাজেভাবে ফাউল করেন গর্ডন। ভিএআরে মনিটরে রিপ্লে দেখে তাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলের সবশেষ তিনটি লাল কার্ডের দুটিই দেখলেন গর্ডন। গত বছরের মার্চে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে এই তেতো অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। প্রতিপক্ষে একজন কম থাকার সুযোগে দ্বিতীয়ার্ধের ২৩ সেকেন্ডের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করে লিভারপুল। বক্সে হাকপোর পাসে নিচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন একিতিকে। ২৩ বছর বয়সী এই ফরাসি স্ট্রাইকার লিগে দুই ম্যাচে দুটিসহ লিভারপুলের জার্সিতে তিন ম্যাচে গোল করলেন তিনটি। ৫৭তম মিনিটে ব্যবধান কমিয়ে নিউক্যাসলকে লড়াইয়ে রাখেন ব্রুনা গিমারাইস। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে বক্সে লাফিয়ে হেডে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার। ওই গোল পাওয়ার পর আরও উজ্জীবিত হয়ে আক্রমণ করতে থাকে নিউক্যাসল। সেটিরই সুফল মেলে ৮৮তম মিনিটে। মাঝমাঠের কাছাকাছি থেকে নিউক্যাসল গোলরক্ষক পোপের ফ্রি-কিকে বক্সের বাইরে লিভারপুলের এক ডিফেন্ডারের পিঠে হালকা ছুঁয়ে যাওয়া বল ছুটে গিয়ে জালে পাঠান ওসুলা। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে হাকপোর বদলি হিসেবে নুমোহাকে নামান লিভারপুল কোচ। দশম মিনিটে মোহামেদ সালাহর পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে ডান পায়ের শটে জালে পাঠিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড। দুই ম্যাচের দুটিই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে আছে লিভারপুল। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে টটেনহ্যাম হটস্পার দুইয়ে ও আর্সেনাল শীর্ষে আছে।

ব্রাজিল দলে এবারও ফেরা হলো না নেইমারের, নেই ভিনিসিউস ও রদ্রিগোও

রিও দি জেনেইরো, ২৬ আগস্টঃ আগামী সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এ জন্য ভারতীয় সময় গতকাল রাতে ২৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। চোট পাওয়ায় এই দলে জায়গা হয়নি সান্তোস ফরোয়ার্ড নেইমারের। ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগোকেও দলে রাখেননি আনচেলত্তি। গত মে মাসে ইতালিয়ান এই কোচ ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ওয়েস্ট হামের মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা। চোটের কারণে নেইমারের এবারও ব্রাজিলের স্কোয়াডে ফেরা হবে না-এমন শঙ্কার কথা আনচেলত্তির স্কোয়াড ঘোষণার আগেই জানিয়েছিল ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম। শেষ পর্যন্ত সে শঙ্কাই সত্যি হয়েছে। সান্তোসের অনুশীলনে গত বৃহস্পতিবার উরুতে ব্যথা অনুভব করেন নেইমার। হাঁটতেও সমস্যা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর মাংসপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং ব্যাপারটি ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানানো হয় সান্তোসের পক্ষ থেকে। এরপর রিও দি জেনিরোয় সিবিএফের সদর দপ্তরে নেইমারকে বাইরে রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি। ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর এ নিয়ে দুবার আনচেলত্তির ঘোষণা করা স্কোয়াডে চোটের কারণে জায়গা হলো না নেইমারের। আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর জুনের বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য নেইমারকে স্কোয়াডে রাখেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন আনচেলত্তি। নেইমারকে ভালোভাবে ফিটনেস ফেরে পেতে সময় দিয়েছিলেন তিনি। এবার যখন সব ঠিকঠাক, সান্তোসের হয়ে নিয়মিত মাঠে নেমে নেইমার যখন জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায়, ঠিক তখনই আবারও চোটের কারণে জায়গা হলো না তাঁর। নেইমারের চোট নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ''গত সপ্তাহে নেইমার

ছোটখাটো চোটে পড়ে। বাছাইপর্বে আমরা শেষ দুটি ম্যাচ খেলব এবং এই ম্যাচগুলো ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারবে।'' ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আনচেলত্তি আরও বলেছেন, ''আমাদের নেইমারকে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে পারে। তাকে জাতীয় দলকে যেভাবে সাহায্য করতে দেখে এসেছি আমরা, সে জন্য আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় পেতে হবে।'' ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) গত জুলাইয়ে পাকেতার ওপর থেকে ম্যাচ পাতানোর অভিযোগ তুলে নেয়। তারপর এই প্রথম আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে ডাক পেলেন পাকেতা। বাছাইপর্বে ব্রাজিলের হয়ে পাঁচ ম্যাচ খেলেছেন পাকেতা। আনচেলত্তি জানিয়েছেন, পাকেতাকে আরও ভালোভাবে জানতে তাঁকে দলে ডাকা হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। ৫ সেপ্টেম্বর রিও দি জেনিরোয় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে আনচেলত্তির দল। গত জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখায় চিলির বিপক্ষে ম্যাচে নিষিদ্ধ হন ব্রাজিলের উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বলিভিয়ার উচ্চতায় শুধু একটি ম্যাচ খেলাতে ভিনিসিয়ুসকে দলে রাখা যৌক্তিক মনে হয়নি আনচেলত্তির। তবে শুধু ভিনিসিয়ুসকেই নয়, রিয়াল মাদ্রিদের কোনো খেলোয়াড়কেই দলে রাখেননি তিনি। গত জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গোল করা চেলসি ফরোয়ার্ড হোয়াও পেদ্রোকেও দলে রেখেছেন আনচেলত্তি। চেলসির তরুণ উইঙ্গার এস্তেভাও এবং অভিজ্ঞ কাসেমিরোকেও স্কোয়াডে রেখেছেন ব্রাজিলের এই কোচ। নেইমার ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। বাছাইপর্বে উরুগুয়ের বিপক্ষে সে ম্যাচে বাঁ হাঁটুর এসিএলে চোট পান। এরপর একাধিকবার চোটের কারণে ফিটনেসের সমস্যায় জাতীয় দলে ডাক পেয়েও নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। আনচেলত্তির এবারের স্কোয়াডে ডাক না পাওয়ায় তাঁর জাতীয় দলের বাইরে থাকার সময়টা প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল। গত জানুয়ারিতে সান্তোসে ফেরার পর চোটে পড়লেও নিজের হারানো ফর্ম ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন নেইমার। এই মরসুমে ১৯ ম্যাচে করেছিলেন ৬ গোল।

ব্রাজিল স্কোয়াড ।। গালকিপার-আলিসন (লিভারপুল), বেন্তো (আল নাসর), হুগো সউজা (করিন্থিয়ান্স)। **ডিফেন্ডার**-আলক্সান্দ্রো রিবেইরো (লিল), অ্যালেক্স সান্দ্রো (ফ্লামেঙ্গো), কাইও হেনরিক (মোনাকো), ডগলাস সান্তোস (জেনিত), ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো (ক্রুজেইরো), গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস (আর্সেনাল), মারকিনিওস (পিএসজি), ভ্যান্ডারসন (মোনাকো), ওয়েসলি (রোমা)। **মিডফিল্ডার**-আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ব্রুনো গিমারেস (নিউক্যাসল), কাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), জোয়েলিংটন (নিউক্যাসল), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হাম)। **ফরোয়ার্ড**-এস্তেভাও (চেলসি), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), হোয়াও পেদ্রো (চেলসি), কাইও হোর্হে (ক্রুজেইরো), লুইস হেনরিক (জেনিত), ম্যাথিউস কুনিয়া (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা) ও রিচার্লিসন (টটেনহাম)।

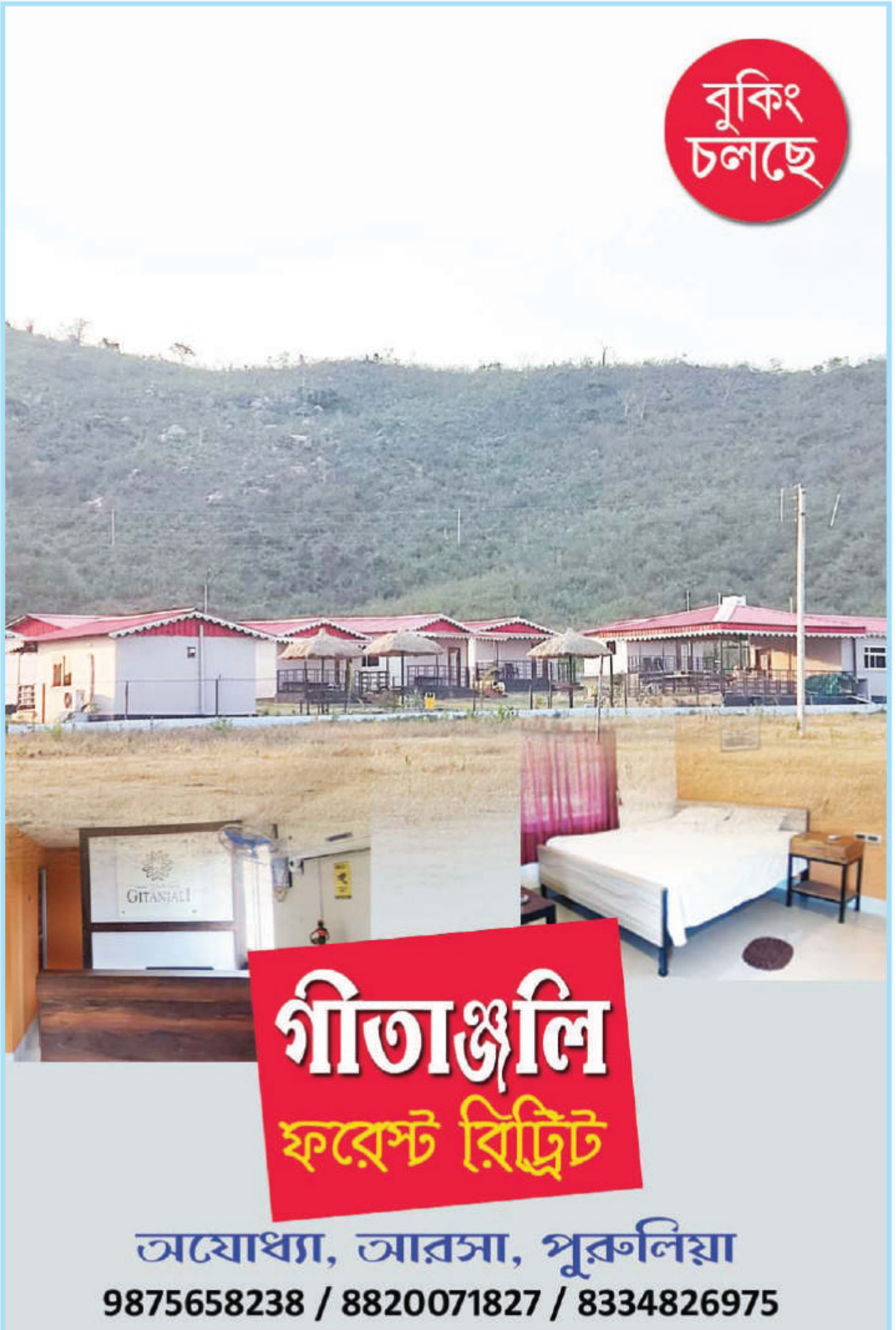

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com